মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন

শিল্প মন্ত্রণালয়

সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা

০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ ■ ২২ মে ২০২৩

'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি
মোঃ সাহাবুদ্দিন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা

শিল্প মন্ত্রণালয়

সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা

০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ ▪ ২২ মে ২০২৩

প্রকাশকাল
০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
২২ মে ২০২৩

প্রকাশক ও কপিরাইট
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯১ মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ
জামিল আক্তার, নকশাবিদ

ইলাস্ট্রেশন
নজরুল ইসলাম বাদল

মুদ্রণ: পানগুছি এন্টারপ্রাইজ
১২৯ ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, নীচতলা, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০
মোবাইল: ০১৭১৬৮৩৯৩৯৬
ই-মেইল: panguchicg1983@gmail.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
২২ মে ২০২৩

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিল্পখাতের উৎকর্ষ সাধনের স্বীকৃতিস্বরূপ নির্বাচিত শিল্পোদ্যোক্তাদের 'সিআইপি (শিল্প) ২০২১' সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি সম্মাননাপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে শিল্পখাতের অবদান অনস্বীকার্য। টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের উপর জাতির সামগ্রিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। দেশে শিল্পোন্নয়নের ধারা অক্ষুণ্ন রেখে শিল্পখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও টেকসই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত বহুমুখী উদ্যোগ শিল্পখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। শিল্প কারখানায় আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ফলে দেশে এখন বিশ্বমানের শিল্পপণ্য উৎপাদন হচ্ছে এবং রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবদান সুসংহত হচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও নানা প্রতিকূলতার মধ্যেত শিল্পখাতের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে এবং জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে।

'সিআইপি (শিল্প) ২০২১' সম্মাননা শিল্পোদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অনন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং সরকারি/বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রতি সরকারের ধারবাহিক পৃষ্ঠপোষকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সম্মাননা শিল্পোদ্যোক্তাদের পণ্যের উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করবে এবং উন্নয়নশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি শিল্পোদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান নবীন শিল্পাদ্যোক্তাগণকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিল্প কারখানা স্থাপনে উৎসাহিত করবে এবং দেশে গুণগত শিল্পায়নের ধারা অধিকতর বেগবান হবে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও তরান্বিত হবে।

আমি 'সিআইপি (শিল্প) ২০২১' সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি!

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
২২ মে ২০২৩

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'সিআইপি (শিল্প) ২০২১' হিসেবে নির্বাচিতদের সম্মাননা ও সিআইপি কার্ড প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি 'সিআইপি (শিল্প) ২০২১' হিসেবে নির্বাচিত শিল্প উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে তৎকালীন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী থাকা কালীন সর্বপ্রথম এ অঞ্চলে শিল্প প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে শিল্পায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি ১৯৫৭ সালে ইস্ট পাকিস্তান স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার পরে তিনি তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করে টেকসই ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশব্যাপী শিল্পখাতের কার্যকর বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত শিল্পায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি খাতভিত্তিক পৃথক নীতিমালা ও তৈরি করা হয়েছে। আমাদের সরকারের গৃহীত শিল্পনীতি ও কর্মসূচির ফলে দেশে টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পখাত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশের জন্য আমরা সারাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থ নৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশগুলো থেকে এগিয়ে আছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের পথ সুগম করেছে। দেশের মোট জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭.০৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং ২০২৭ সাল নাগাদ তা ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

সারা বিশ্বে চলমান শিল্প বিপ্লবের ধারা শিল্প উৎপাদনে ব্যাপক প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এনেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক টেকনোলজির ব্যবহার শিল্প উৎপাদনের ধারা পাল্টে দিয়েছে এবং পূর্বের তুলনায় উৎপাদনশীলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য উন্নত দেশের মত বাংলাদেশেও বেসরকারি খাতের শিল্প-কারখানায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা তৈরি হয়েছে। এ ধারা এগিয়ে নিতে আমাদের সরকার সম্ভব সব ধরণের নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। এতে করে দেশের শিল্পখাত উজ্জীবিত হচ্ছে এবং জ্ঞানভিত্তিক ও স্মার্ট শিল্পায়নের ধারা বেগবান হচ্ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'সিআইপি (শিল্প) ২০২১ হিসেবে নির্বাচিতদের সম্মাননা ও কার্ড' প্রদানও আমাদের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও নীতি সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে আমি মনে করি, বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা শিল্পখাতে তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে অনুপ্রাণিত হবেন। তাঁরা নিজ নিজ শিল্প-কারখানায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে মনোযোগী হবেন এবং উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করে রপ্তানি বৃদ্ধিতেও অবদান রাখবেন। ফলে একদিকে যেমন উদ্যোক্তারা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবেন, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে। দেশে নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াস জোরদার হবে বলে আমার বিশ্বাস। শিল্পায়নের চলমান ধারা অব্যাহত রেখে ২০৪১ সাল নাগাদ জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

আমি 'সিআইপি (শিল্প) ২০২১ হিসেবে নির্বাচিতদের সম্মাননা ও সিআইপি কার্ড' প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি)
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত শিল্পোদ্যোক্তাদের সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ মহৎ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

নানা বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভমি বাংলাদেশ আজকে শিল্প সম্ভাবনাময় দেশের পর্যায়ে পৌছেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোরও ঘটেছে ব্যাপক পরিবর্তন। অনেক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও মাধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশে

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, বিশ্ব বরেণ্য নেতা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশে শিল্প ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। কৃষিনির্ভর আর্থনীতি থেকে দেশ ক্রমশ শিল্প ও সেবাখাতমুখী অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকারের সঠিক দিকনির্দেশনায় দেশে ইতোমধ্যে নীরব শিল্প বিপ্লব সংঘঠিত হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক পণ্য উৎপাদনে দেশ ক্রমশ আমদানি বাণিজ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমদানি বাণিজ্য থেকে বেরিয়ে উদ্যোক্তাগণ কাঁচ, সিরামিক, বিলেট, ইলেক্ট্রনিক পণ্য, গাড়ি সংযোজন, অটোমোবাইল বিভিন্ন খাতে শিল্পায়নে পালা ঘটাচ্ছেন। উৎপাদনের তালিকায় যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন পণ্য। গড়ে উঠেছে ইলেক্ট্রনিক পণ্য, মুঠোফোন, টেলিভিশন ফ্রিজসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের কারখানা। এছাড়া, দেশে বড় বাজার তৈরি হওয়ার মৌলিক শিল্পে বিনিয়োগ ও কারখানার সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০ এবং রুপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে এবং মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প প্রতিমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে চলেছে। এর ফলে ইতোমধ্যে শিল্পায়ন, বিনিয়োগ ও ব্যবসা–বাণিজ্যে গতিলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই গতিশীলতা চলমান রাখতে শিল্প মন্ত্রণালয় শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন প্রকারের প্রণোদনা প্রদান করছে। গুণগত শিল্পায়নে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে।

সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা প্রদান শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অনন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি তাঁদেরকে টেকসই শিল্পায়নে বিনিয়োগ এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান দেশের শিল্পায়নে গভীর ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি)

(নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম. পি)
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা 'সিআইপি (শিল্প)-২০২১' হিসেবে নির্বাচিতদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় আমি আনন্দিত। আমি সিআইপি (শিল্প)-২০২১' হিসেবে নির্বাচিত শিল্প উদ্যোক্তাদের উষ্ণ অভিনন্দন জানাই।

শিল্পখাত বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম চালিকা শক্তি। দেশের ধারাবাহিক ইতিবাচক জিডিপি প্রবৃদ্ধির পেছনেও রয়েছে এখাতের উল্লেখযোগ্য অবদান। তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়ন কার্যক্রম প্রসারের ফলে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্পখাতের অবদান ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ইতোমধ্যে ৩৫ শতাংশ অতিক্রম করেছে। এই ধারা অব্যাহত রেখে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ঢেউ বাংলাদেশে এসে লেগেছে। এর ফলে দেশে জ্ঞানভিত্তিক ও পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়নের নতুন ধারা সূচিত হয়েছে। এ ধারা গতিশীল করতে শিল্প মন্ত্রণালয় বেসরকারিখাতকে সম্ভব সব ধরনের নীতি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের অনেক আগেই উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বর্তমান সরকার, শিল্প ও ব্যবসাবান্ধব সরকার। আমরা সব সময় ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে আসছি। গুণগত শিল্পায়নে তাদের অবদান বাড়াতে এ স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড', রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' 'জাতীয় এসএমই পুরস্কার' এবং 'ইন্সটিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট' ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

'সিআইপি (শিল্প)-২০২১' হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন ও কার্ড প্রদান সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অনন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। এটি নির্বাচিত শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে নিজ নিজ কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করবে। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নবীন শিল্প উদ্যোক্তারাও নিজেদের পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিকমানের শিল্প কারখানা স্থাপনে উজ্জীবিত হবেন। এর ফলে দেশে গুণগত শিল্পায়নের ধারা বেগবান হবে। একই সাথে বিশ্বমানের পণ্য ও সেবা উৎপাদনের প্রয়াস জোরদার হবে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিল্পখাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লালিত স্বপ্ন পূরণের পথে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।

আমি 'সিআইপি (শিল্প)-২০২১' প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম. পি)

কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের শিল্পখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নির্বাচিত ৪৪ জন শিল্প উদ্যোক্তার মাঝে "সিআইপি (শিল্প) ২০২১" সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজনে আমি আনন্দিত। এ সম্মাননা অর্জন শিল্প উদ্যোক্তাদের জীবনে একটি মাইলফলক।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম এ দেশের শিল্পখাতের উন্নয়ন ও বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি রোধ এবং গ্রামীণ সহায়তা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি শিল্পখাতের উন্নয়নে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দেশের অর্থনীতিকে একটি শক্তিশালী ভিত্তিতে আসীন করার লক্ষ্যে শিল্পায়নের ধারাকে বেগবান করাই ছিলো তাঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই রক্ত ও আদর্শের সুযোগ্য উত্তরাধিকার বঙ্গকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের শিল্পায়নে বেসরকারিখাতকে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। এর ফলে শিল্পপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে দেশের শিল্পখাত অসামান্য অবদান রাখছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় যাত্রার শুরু থেকেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গতিশীলতা আনয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের কাজে সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান করে যাচ্ছে। দেশে একটি শক্তিশালী বেসরকারিখাত গড়ে তোলাই এ প্রয়াসের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় সব সময় নীতি সহায়তাসহ সংশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। শিল্পবান্ধব আইন, নীতি, বিধিমালা প্রণয়ন, শুল্ক ও কর কাঠামো নির্ধারণ, উদ্যোক্তাদের নীতি সহায়তা প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ ও মানোন্নয়নসহ সামগ্রিক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বেগবান করার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় সবসময় ক্যাটালিস্টের ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশে ইতোমধ্যে শক্তিশালী বেসরকারি শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গণ্ডি পেরিয়ে দেশব্যাপী মাঝারি ও ভারি শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং টেকসই শিল্পায়নের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে সরকারের দূরদর্শী ও বহুমাত্রিক পরিকল্পনার ফলে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্পের অবদান ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে অর্জিত ৩৩.৬৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৭.০৭ % তে উন্নীত হয়েছে।

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, টেকসই শিল্পায়নের প্রসার ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে শিল্পোদ্যোক্তাদের সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতি বছর এরূপ সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে দেশের বেসরকারি খাতের শিল্প উদ্যোক্তাদের গুণগত শিল্পায়নে উৎসাহিত করবে এবং সৃজনশীল কর্মকান্ডের মাধ্যমে শিল্পখাতে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে।

আমি সিআইপি (শিল্প)-২০২১ হিসেবে সম্মাননাপ্রাপ্ত সকল শিল্প উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা এবং এ আয়োজনের সাথে সংশিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্বাচিত শিল্প উদ্যোক্তাদের মাঝে" বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি" বা সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সন্মাননা প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা বিনির্মাণে শিল্পায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। শিল্পায়ন একটি জ্ঞানভিত্তিক আভিযাত্রা। কালের পরিক্রমায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বিত প্রয়াসে শিল্পায়নের গতিধারায় পরিবর্তন এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথম শিল্প বিপ্লব হতেই শিল্পায়নের উৎকর্ষ ও উন্নয়ন শুরু হয়। বিশ্ব বর্তমানে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধাপ অতিক্রম করছে। উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তির ব্যবহার পৃথিবীতে উৎপাদন পদ্ধতিতে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের সূচনা করেছে। উৎপাদন পদ্ধতিতে বাংলাদেশেও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা জোরদার করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং অষ্টম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় নিধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যোগ্য শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রদান প্রভূত গুরুত্ব বহন করে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর, স্মার্ট বাংলদেশ বিনির্মাণ, টেকসই শিল্পায়নের প্রসার এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সিআইপি সম্মাননা প্রদান ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। আমি পদক প্রাপ্ত শিল্পোদ্যোক্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সমৃদ্ধির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উত্তোরোত্তর উন্নতি কামনা করছি।

আমি সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

মোঃ মাহবুব হোসেন

মো: জসিম উদ্দিন
সভাপতি
এফবিসিসিআই

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি বা সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে এক অন্যতম উদীয়মান শক্তি। বিশ্ব সম্প্রদায়ের মতে বাংলাদেশ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। সরকারের সাথে বেসরকারি খাতের সম্মিলিত উদ্যোগেই দেশের এ অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের শিল্পায়নকে সমৃদ্ধ করতে শিল্প মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী দিকনির্দেশনার ফলে কাঙ্ক্ষিত এ উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে।

শিল্পখাতে গুনগত পরিবর্তনের অভিযাত্রায় বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদের অবদান অনন্য। বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি বা সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারের ধারাবাহিক পৃষ্ঠপোষকতার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। এ স্বীকৃতি উদ্যোক্তাদেরকে টেকসই শিল্প স্থাপন পণ্য বৈচিত্রকরণ, ও উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করবে। আমি আশা করি, দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের মেধা, সৃজনশীল চিন্তা এবং সংশিষ্ট কলাকৌশলের সঠিক চর্চার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা উপযোগী পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে।

এবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে সিআইপি পদকপ্রাপ্ত সকল শিল্পোদ্যোক্তা এবং সৃজনশীল এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ জসিম উদ্দিন

জাকিয়া সুলতানা
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দেশের শিল্প খাতে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'সিআইপি (শিল্প)-২০২১' প্রদান করা হচ্ছে। আমি 'সিআইপি (শিল্প)-২০২১' এর জন্য নির্বাচিত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিল্পোদ্যোক্তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন ছিল উৎপাদনভিত্তিক শিল্পসমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বিগত এক দশকে শ্রমবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই, সর্বজনীন, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন খাতের অবদান ৩৭.০৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার জাতীয় পর্যায়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২' -এর সাধারণ-সরকারি (শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান) ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিল্পবান্ধব নীতিকাঠামো ও যথাযথ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ১১২.২৪% বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে যা সকল মন্ত্রণালয়ের শীর্ষে। বিগত ৬২ বছরের মধ্যে এ বছর সর্বোচ্চ ২২.৩৩ লক্ষ মে. টন লবণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়েছে, দেশিয় কারখানায় ৯.৫০ লক্ষ মে. টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০.১০ লক্ষ মে. টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়েছে, প্রথমবারের মতো একর প্রতি ১৯ মে. টনের স্থলে ৮২ মে. টন আখ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়েছে এবং চামড়া শিল্পে ১.২৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক ও দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতা বা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদন ও পণ্যের বৈচিত্রকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় মেধাসম্পদ সুরক্ষায় ১০টি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং পণ্য ও সেবার জাতীয় মান সংরক্ষণের স্বীকৃতিস্বরূপ ১০৭টি অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা হয়েছে। বিগত দশকে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ১৫টি আইন, ৬টি বিধিমালা ও ১৮টি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিল্প খাতে সফল উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিতকরণে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সিআইপি (শিল্প) পুরস্কারের পাশপাশি 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার', 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার', 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' ও জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কারও প্রদান করা হচ্ছে। এ বছর জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) কোটায় ৬টি ও উন্মুক্ত কোটায় ০৮টি ক্যাটাগরির মধ্যে বৃহৎ শিল্প উৎপাদনে ২০ টি, বৃহৎ শিল্প সেবায় ০৫ টি, মাঝারি শিল্প উৎপাদনে ১০ টি, ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদনে ০২ টি এবং মাইক্রো শিল্পে ০১ টি প্রতিষ্ঠানকে সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা প্রদান করা হবে।

আমি 'সিআইপি (শিল্প)-২০২১' এর জন্য নির্বাচিত সকল প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি এবং এ আয়োজনের সাথে সংশিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাকিয়া সুলতানা

সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা

স্যুভেনির প্রকাশনা উপকমিটি

সার্বিক পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান

জনাব জাকিয়া সুলতানা
সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

মীর খায়রুল আলম, যুগ্মসচিব (জাস, সমন্বয়, প্রওম এবং এপিএ), শিল্প মন্ত্রণালয়	- আহ্বায়ক
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, যুগ্মসচিব (মান নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা সহায়তা), শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
বদরুন নাহার, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বিএসইসি	- সদস্য
শরিফ মোঃ মাসুদ, উপসচিব (বিসিআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
এ,এফ,এম, আমীর হোসেন, উপসচিব (আইন), শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
মোঃ মনিরুজ্জামান, উপসচিব (বিএসটিআই), শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
নূর-ই-খাজা আলামীন, উপসচিব (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা), শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
মোস্তাক আহমেদ, উপসচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
মোঃ আব্দুল মতিন, পরিচালক (প্রকৌশল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন), বিসিক	- সদস্য
ড. মোঃ ফয়সাল আবেদীন খান, উপসচিব (বাজেট ও হিসাব), শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
জনাব মোঃ সলিম উল্যাহ, সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
মোঃ মোস্তফা জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব (PRGIM), শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রোগ্রামার, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
আবুল বাসার মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, জনসংযোগ কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপসচিব (এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি), শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য-সচিব

সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা

শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা প্রদানের পটভূমি	২৫
০২	শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা	২৬
০৩	সিআইপি (শিল্প) ২০২১ হিসেবে সম্মাননা প্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২৭
০৪	বিগত সময়ে সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা প্রাপ্তদের তালিকা	৭৩
০৫	শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের স্থিরচিত্র	১২১

সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা

সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা প্রদানের পটভূমি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা প্রদানের পটভূমি

শিল্পায়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার ঘোষিত "রূপকল্প ২০৪১" অনুযায়ী ২০৪১ সালে একটি শিল্পোন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণের লক্ষ্যে কার্যকর শিল্পনীতি, শিল্প সহায়ক আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন, বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পসহ এসএমই শিল্পের উন্নয়ন, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পায়নের ধারাকে বেগবান করতে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৭.০৭% এবং ২০৩০ সালে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৪০% উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বেসরকারিখাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এসডিজি ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। যেহেতু শিল্পখাতসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেসরকারিখাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ ও পরিচালনায় সম্পৃক্ত বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্য হতে সরকার প্রতি বছর বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) নির্বাচন নীতিমালা ২০১৪ প্রণয়ন করে এবং বেসরকারিখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি, প্রণোদনা এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিবছর শিল্পকারখানায় বিনিয়োগ ও পরিচালনায় সম্পৃক্ত বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্য হতে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) সম্মাননা প্রদান করে থাকে। বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবছর বিভিন্ন সেক্টরে সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) জনকে সিআইপি (শিল্প) হিসেবে নির্বাচন করার সুযোগ রয়েছে। জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) পদাধিকারবলে যারা দেশের শিল্পখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, তাদের মধ্য হতে এই নীতিমালার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অনধিক ১০ (দশ) জন সদস্যকে এবং ৮টি ক্যাটাগরি বৃহৎ উৎপাদন, বৃহৎ সেবা, মাঝারি উৎপাদন, মাঝারি সেবা, ক্ষুদ্র উৎপাদন, ক্ষুদ্র সেবা, মাইক্রো ও কুটির শিল্পখাতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) জনকে নির্বাচন করা হয়। ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত ৩৮৮ জনকে সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২১ সালের জন্য এনসিআইডি পদাধিকারবলে ০৬ জন, বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন) ২০জন, বৃহৎ শিল্প (সেবা) ৫ জন, মাঝারি শিল্প (উৎপাদন) ১০ জন, ক্ষুদ্র শিল্প (উৎপাদন) ০২ জন এবং মাইক্রো শিল্পে ০১জনসহ সর্বমোট ৪৪ জনকে সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত সিআইপিগণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নকে আরও বেগবান করা এবং অর্জিত অগ্রগতিকে ধরে রাখা ভবিষ্যতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের শিল্প উদ্যোক্তাগণ যাতে স্বার্থক হন, সে লক্ষ্যে সরকার নানামুখি উদ্যোগ নিয়েছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের অভিঘাত বিবেচনায় নিয়ে দেশের শিল্পায়নকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার ও বেসরকারিখাত একসাথে মিলে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা প্রদান করা হয়ে থাকে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত শিল্প মন্ত্রণালয় একটি ঐতিহ্যবাহী মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে পাকিস্তান সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় ব্যাণিজ্য ও শিল্প (Commerce & Industries) বিভাগের মাধ্যমে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় শিল্প সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শাসনকালে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি সমৃদ্ধ দেশ গঠনে শিল্প বিকাশকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন ও দেশের শিল্প উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'ইপসিক' প্রতিষ্ঠা করা, যা আজ 'বিসিক' অর্থাৎ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সাবেক পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বাণিজ্য ও শিল্প ডিপার্টমেন্ট এর মাধ্যমে শিল্প সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নামে একটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। পরবর্তীতে শিল্প ও বাণিজ্য দু'টি আলাদা মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভুক্ত পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনও শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক হয়ে যায়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বর্তমানে ৪টি করপোরেশন, ৬টি দপ্তর/অধিদপ্তর, একটি বোর্ড এবং ২টি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন, মিশন এবং করপোরেশন ও দপ্তরসমূহের তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো :

ভিশন: উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

মিশন: রপ্তানিযোগ্য ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সার উৎপাদন ও সরবরাহ, দক্ষ জনবল ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

করপোরেশন

- বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি)
- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)
- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

দপ্তর

- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)
- বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)
- বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
- ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
- পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)
- প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

বোর্ড

- বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

ফাউন্ডেশন

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)
- ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)

বর্তমানে ৯টি অনুবিভাগের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অনুবিভাগগুলো হচ্ছে:

- জাস, সমন্বয়, প্রওম ও এপিএ
- প্রশাসন
- রাষ্ট্রায়ত্ত করপোরেশন
- বিসিক, এসএমই ও বিটাক
- নীতি, আইন ও আস
- মান নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা সহায়তা
- আইসিটি, ইনোভেশন ও পলিসি রিসার্চ এন্ড গ্লোবাল ইস্যুজ ম্যানেজমেন্ট
- জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া, বিরা, বেখা ও বিআইএম
- পরিকল্পনা

সিআইপি (শিল্প) ২০২১

সম্মাননা প্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শেখ ফজলে ফাহিম

সভাপতি
২০১৯-২০২১
দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
(এফবিসিসিআই)

জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) পদাধিকারবলে

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

Mr. Sheikh Fazle Fahim is an entrepreneur and community leader with extensive experience in business development and social impacts in economy, education, arts, health, sports, innovation and entrepreneurship. Fahim is a board member of multiple domestic and international institutions. He received prestigious domestic and international awards including Commercial Important Person (CIP), Government of Bangladesh, Certificate of Merit from World Customs organization and International Construction Business Award from the Global Trade Leaders' Club to name a few.

He is the President of D-8 Chamber of Commerce and Industries (D-8 CCI). Chair, Indian Ocean Rim Business Forum, trade and investment body of Indian Ocean Rim Association. In addition, he is Vice President of Confederation of Asia Pacific Chamber of Commerce and Industries (CACCI), Vice President of South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC), Chamber of Commerce and Industries (SCCI) representing eight South Asian countries.

Fahim's contributions towards regional, bilateral and multilateral initiatives is evident through his leadership at private-public platforms of the WTO, D-8, ASEAN, SAARC, BIMSTEC, BBIN, SRCIC, OIC, APTA and at the Commonwealth. Fahim served as President (2019-2021), Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries (FBCCI), national umbrella trade and investment organization, Global Advisor (2019-2020), Commonwealth Enterprise Investment Council (CWEIC), trade and investment wing of Commonwealth, Executive Committee Member (2018-2020), Silk Route International Chambers of Commerce (SRCIC). Fahim's expertise in providing breakthrough leadership with a view to achieving corporate social strategies, building coalition to support sustainable development enabling technology, innovation and drive agile organizational performance is highlighted through his civic standing in the community.

Fahim is currently the Managing Director of Obsidian Bangladesh Ltd, a conglomerate with business interest in technology, education, healthcare, manufacturing, distribution, EPC and trading. He is the Chairman of RHS Group Ltd, a conglomerate engaged in energy, new media, construction, FMCG etc. He earlier worked as the Financial Adviser at the Edward Jones Investments, a global financial organization. With an academic background in Masters of Liberal Arts in Political Economy from the St. Edwards University in Austin Texas, United States; as part of the master's program, he also attended Harvard University in Cambridge, Massachusetts, United States.

CIP (Industry) 2021 award has been given to Sheikh Fazle Fahim for his outstanding contribution in the field of Industry.

জনাব কামরান তানভিরুর রহমান

সভাপতি

(২০১৯-২০২১)

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

(বিইএফ)

জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) পদাধিকারবলে

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

Mr. Kamran T. Rahman is the President of Bangladesh Employers' Federation (BEF). He is also the Chairman and Managing Director of The Kapna Tea Co. Ltd. and Pubali Jute Mills Limited. He has also served as a Member of the Governing Body of the International Labour Organization (ILO), Geneva and as the Regional Vice-President of the International Organisation of Employers (IOE), Geneva, for Asia and the Pacific. In addition, he has also served in the past as a Director of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI), Vice President of the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka (MCCI), Chairman of Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) and as a Vice Chairman of the Bangladeshiyo Cha Sangshad (Bangladesh Tea Association). He also served as a member of the National Wages and Productivity Commission for state-owned enterprises, Labour Code Review Committee, Minimum Wage Board and Jute Sector Advisory Committee, Government of Bangladesh. Mr. Rahman is a Mechanical Engineer by profession.

CIP (industry) 2021 award has been given to Mr. Kamran Tanvirur Rahman for his Significant contribution in the field of Industry.

জনাব মোহাম্মদ আলী খোকন

সভাপতি

(২০১৮-২০২১)

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস

এসোসিয়েশন (বিটিএমএ)

জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ
(এনসিআইডি) পদাধিকারবলে

বাণিজ্যিক
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি
(শিল্প)
২০২১

Mr. Mohammad Ali Khokon born on the 25th December 1962 and earned M.Sc from Jagannath University. He is the Chairman of Maksons Group. Maskons group has Maksons Spinning Mills Limited, Metro Spinning Limited. Maskon Textiles Limited, La-Muni Appealers Ltd, Gardenia Wears ltd, Maksons Denim & Apparels Limited, Maksons Properties & Development Limited, Makcot International, Mak Fashion, Mak Sourcing Limited and Mutual Capital Limited. Mohammad Ali Khokon was also the director of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industry (FBCCI) and International Chamber of Commerce (ICC) He was ex-director of Bangladesh German Chamber of Commerce and industry (BGCCI) and President of Bangladesh Textiles Mills Association (BTMA). He has different social affiliations like Permanent Member of Dhaka Club Limited and Donor Member Gulshan, Uttara and banani Club Limited.

Mr. Mohammad Ali Khakon has been awarded CIP (Industry) 2021 for his significant contribution in the field of Industry

মিজ্ রুপালি হক চৌধুরি

সভাপতি

(২০১৯-২০২১)

ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কামার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই)

জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) পদাধিকারবলে

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

Mrs. Rupali Chowdhury is an MBA from IBA, University of Dhaka, and completed her graduation with Honours in Chemistry from the University of Chittagong.

She started her career with Multinational Pharmaceutical & Chemical Company, 'Ciba Geigy (Bangladesh) Limited', in 1984 in the Department of Planning Information and Control and worked there for about six and a half years. She held the post of the Brand Manager while leaving Ciba Geigy (Bangladesh) Limited in 1990.

Mrs. Rupali Chowdhury joined Berger Paints Bangladesh Limited in 1990 as Planning Manager and during her tenure she worked for various departments such as Marketing, Sales, Distribution, Planning and Systems under different supervisory capacities. Ms. Chowdhury was promoted to the position of Managing Director of the Company on 1 January 2008. She is also the Managing Director of Jenson & Nicholson (Bangladesh) Limited, a 100% subsidiary of Berger Paints Bangladesh Limited and Director of Berger Becker Bangladesh Limited, a joint venture between Berger Paints Bangladesh Limited and Becker Industrial Coatings Holding AB Sweden and Berger Fosroc Limited (a joint venture between Berger Paints Bangladesh Limited and Fosroc International Limited, UK) dealing with Construction Chemicals, which was formed during her tenure as MD She is associated with many organizations and performed his duties properly in all respects .

Mrs. Chowdhury has been awarded CIP (Industry) 2021 for her outstanding performance in the Industrial sector.

জনাব এ কে এম সেলিম ওসমান

সভাপতি
(১০১৯-২০২১)
বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স
এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন
(বিকেএমইএ)

জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ
(এনসিআইডি) পদাধিকারবলে

বাণিজ্যিক
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি
(শিল্প)
২০২১

জনাব এ কে এম সেলিম ওসমান এমপি ১৯৫৮ সালের ২৬ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় পৈতৃক নিবাস ঐতিহাসিক 'বায়তুল আমানে' জন্মগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে হাতে গোনা যে কয়েকজন তরুণ স্বাবলম্বিতা অর্জনের পাশাপাশি সংগঠক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম এ.কে.এম সেলিম ওসমান এমপি। নীটওয়্যার খাতের সফল উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এই খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বিকেএমইএ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ সরকার, বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠী এবং নীট উদ্যোক্তাদের সাথে নিয়ে এই খাতের যুগোপযোগী আধুনিকায়ন, নীটপণ্যের বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার সম্প্রসারণে ধারাবাহিকভাবে সচেষ্ট আছেন। এই খাতের শ্রমিক অসন্তোষ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার পাশাপাশি শতভাগ কমপ্লায়েন্ট ফ্যাক্টরি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষিত ও শ্রমজীবি জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণতকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আগামী স্বপ্নের বাংলাদেশ গঠনে তিনি সাংগঠনিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব এ.কে.এম সেলিম ওসমান 'উইজডম অ্যাটায়ার্সের' স্বত্বাধিকারী। নারায়ণগঞ্জের মানুষের কল্যাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন। রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণের মত বিষয়াদির বাইরেও দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চলে নিজস্ব খরচে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়া, এলাকার মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ, সর্বোপরি পরিকল্পিত শিল্পায়ন তথা প্রাচ্যের ডান্ডি খ্যাত নারায়ণগঞ্জকে আধুনিক শিল্প-শহর হিসেবে পরিচিতিকরণে তাঁর অবদান রয়েছে।

নীট খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বিকেএমইএ'র প্রতিষ্ঠাকালীন সংগঠক ও বর্তমান সভাপতি এ.কে.এম সেলিম ওসমান এমপি একাধারে এফবিসিসিআই এর পরিচালক ও নারায়ণগঞ্জ চেম্বার এন্ড কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব এ কে এম সেলিম ওসমানকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব আনোয়ার উল আলম চৌধুরী

সভাপতি
(২০১৯-২০২১)
বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ
(বিসিআই)

জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ
(এনসিআইডি) পদাধিকারবলে

বাণিজ্যিক
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি
(শিল্প)
২০২১

Mr. Anwar-ul Alam Chowdhury, a prominent and a visionary businessman of Bangladesh is the Managing Director of Evince Group, President of Bangladesh Chamber of Industries (BCI), President of Dhaka University Alumni Association (DUAA), Director of FBCCI, Executive Board Member of International Chamber of Commerce (ICC) & Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI).

He was born in Dhaka on 23 November, 1959 in a respectable Muslim family. He completed his Bachelors of Management from Dhaka University. Furthermore, to pursue Master of Business Administration, he went to the USA. He Started his journey as a start-up entrepreneur in 1983 & set-up a Export Oriented Garments Industry named "Evince Garments Limited" and today became one of the successful entrepreneurs having Textile & Garments Industries as well as retails business and employed more than 10,000 employees under the Evince Group. He is a visionary business leader who is always optimistic and find out the opportunities in any circumstances.

He loves the nation and devoted his life for the young generation. Being a president of BGMEA in 2007-2009, he set agenda for the industry - (1) Uplift country image (2) Development of human resources through professional courses for the management team and through technical & vocational courses, skill development for the workers (3) Compliance of the industry (4) Eco-friendly atmosphere of the factory an so on.

As a president of BCI (Bangladesh Chamber of Industries) he tried to bring forward some of the opportunities for the policy maker as well as for the entrepreneurs. The areas are Light engineering industries, Halal goods, Agro process industries, Blue economy. He often brings forward in the discussion that "Education must be based on Industry requirement". For that reason higher studies, professional courses, technical & vocational courses must be designed in a way through proper course curriculum and the development of teachers capacity so that students can cater the industry requirement.

As a part of his Corporate Social Responsibility, he is involved and regularly contributes to the various welfare activity programs. He is a member of Gulshan Shooting Club, Gulshan Youth Club and Kurmitola Golf Club. As a social person he is a member of Uttara Club, Banani Club and life member of Bangladesh Diabetic Association.

Mr. Anwarul-ul Alam Chowdhury has been awarded CIP (Industry) 2021 for his significant contribution to the industrial sector.

জনাব এরিক এস. চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা অংশীদার

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

জনাব এরিক এস, চৌধুরী স্কয়ার গ্রুপ এর চেয়ারম্যান জনাব স্যামুয়েল এস, চৌধুরীর একমাত্র পুত্র এবং বাংলাদেশের শিল্পায়নের অন্যতম পুরোধা ও কিংবদন্তী ব্যাক্তিত্ব ও স্কয়ার গ্রুপ এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত স্যামসন এইচ চৌধুরীর পৌত্র। মিঃ চৌধুরী ২রা জুলাই ১৯৮৪ সালে জন্মগ্রহন করেন। তিনি বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড কলেজে অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন এবং ২০০৭ সালে বাওয়ার্ড কমুউনিটি কলেজ, সিঙ্গাপুর থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে উচ্চতর ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সাউদার্ন ক্রস ইউনিভার্সিটি, নিউ সাউথ ওয়েলস, অস্ট্রেলিয়ার ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (MDIS) এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। জনাব এরিক এস চৌধুরী ২০১০ সালে ম্যানেজমেন্ট কোঅর্ডিনেটর হিসেবে স্কয়ার গ্রুপে যোগদান করেন।

১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। পাবনা ও গাজীপুরে স্থাপিত স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্-এ রয়েছে সর্বাধুনিক ও বিশ্বমানের উৎপাদন ফ্যাসিলিটিজ। প্রায় ১৫ হাজার দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে ও কঠোর মান নিয়ন্ত্রণে উৎপাদিত হয় বিশ্বমানের ঔষধ সামগ্রী। প্রায় শতভাগ অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে স্কয়ার ফার্মা ৫০টির অধিক দেশে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ রপ্তানি করছে। কোম্পানির বর্তমান বার্ষিক টার্নওভার ৬,৬৪০ (ছয় হাজার ছয়শত চল্লিশ) কোটি টাকা।

দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্কয়ার গ্রুপ বর্তমানে ২৮টি কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত। এখানে রয়েছে, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্, স্কয়ার টেক্সটাইলস্, স্কয়ার ফ্যাশন্স, স্কয়ার ট্রয়লেট্রিজ, স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ, স্কয়ার হসপিটালস্, মাছরাঙ্গা কমিনিউকেশনস, স্কয়ার ডেনিমস্, স্কয়ার ইনফরমেটিক্স, স্কয়ার লাইফসায়েন্স, স্কয়ার এগ্রো ডেভেলপমেন্ট, ফার্মা প্যাকেজেজ, সাবাজপুর টি কোম্পানি লিমিটেড, স্কয়ার এভিয়েশন এবং স্কয়ার হেলথ্ ইত্যাদি।

ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব এরিক এস. চৌধুরীকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব আলীহুসাইন আকবরআলী

চেয়ারম্যান

বিএসআরএম স্টীলস লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

স্টিল জগতের ইতিহাসে বাংলাদেশে বিএসআরএম একটি প্রিয় নাম। সুদীর্ঘ প্রায় ৭১ বছর ধরে বিএসআরএম দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সুদীর্ঘ এ পথচলায় মানুষের যে আস্থা ও ভালবাসা আমাদের উপর তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা করি এবং সে বিশ্বাস ভবিষ্যৎ দিনগুলোতেও যাতে অটুট থাকে সেজন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও অবিরত ভাবে ছুটে চলা। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এবং মালিক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিএসআরএম আজকে এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

বিএআরএম স্টিলস্ লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং মে, ২০০৮ ইংরেজী সাল প্রতিষ্ঠিত। এটি একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমরা কাঁচামাল সংগ্রহ করি। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আকারের এম.এস রড। বর্তমানে বিএআরএম গ্রুপে প্রায় ৪,০০০ (চার হাজার) লোকের মত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন এবং আমরা নিকট ভবিষ্যতে আরও বিলেট এবং রি-রোলিং করখানা স্থাপন করতে যাচ্ছি যার কাজ সমাপ্ত হলে আরো কয়েক শত লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। উল্লেখ্য, বিএসআরএম গ্রুপের বর্তমান বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার) কোটি টাকার অধিক এবং বিগত তিন বছরে বিএসআরএম গ্রুপ ৭.১২৩ (সাতহাজার একশত তেইশ) কোটি টাকারও অধিক ভ্যাট, ট্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি বিল সহ অন্যান্য বিল বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিগত তিন বছরে বিএসআরএম ছয় কোটি উনিশ লাখ টাকার অধিক জনকল্যাণে ব্যয় করেন। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বাংলাবাজারস্থ বোরহানী বিএসআরএম স্কুল সম্পূর্ণ বিনাবেতনে গরীব ও দুঃস্থ শিশুদের বিগত একদশক ধরে পাঠদান করে আসছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার, বেষ্ট ব্র্যান্ড ট্রফি, বেষ্ট প্রেজেনটেড এ্যানুয়াল রিপোর্ট, বেষ্ট বিজনেস এ্যাওয়ার্ড (আইসিএবি), পরিবেশ পদক, এসসিবি-এফই সিএসআর, ২০১৩-২০১৪, ২০১৫-২০২১৫ এবং ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৯-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকৌশল বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারসহ অত্র প্রতিষ্ঠান নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উপর অবিচল থাকা আমাদের কোম্পানির উন্নতির অন্যতম প্রধান সোপান হিসেবে বিবেচিত। কারখানায় পরিবেশ সুরক্ষার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা যেমনিভাবে আমরা প্রতিশ্রুতিদ্ধ, তেমনিভাবে পণ্যের আন্তর্জাতিক গুণগত মান বজায় রেখে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা বা জাতীয় প্রবৃদ্ধিসহ সার্বিক অর্থনীতিকে গতিশীল রাখা আমাদের কোম্পানির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের স্টিল সেক্টর যেন আমদানি মুক্ত থাকে এবং অহেতুক দেশের বৈদেশিক মুদ্রা যাতে অপচয় না হয় সেটিও আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় থাকে। শুধু তাই নয় ইতোমধ্যে আমাদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি এবং অদুর ভবিষ্যতে রপ্তানি যাতে আরো বৃদ্ধি পায় সে লক্ষ্যে আমাদের পদচারণা অব্যাহত রয়েছে।

দেশের গর্ব পদ্মা সেতু, কর্ণফুলি টানেল, বঙ্গবন্ধু সেতু, মেঘনা গোমতী সেতু, শাহ আমানত সেতু, মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার সেতুসহ অসংখ্য প্রধান প্রধান স্থাপনার সহযোগী হতে পেরে বিএসআরএম গর্বিত।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব আলীহুসাইন আকবরআলীকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব মোঃ ইলিয়াস মৃধা

চেয়ারম্যান

প্রাণ ডেইরি লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

জনাব ইলিয়াছ মৃধা ১৯৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ফিন্যান্স বিষয়ে এম বি এ ডিগ্রী অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি প্রাণ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রাণ ডেইরি লিঃ এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৩ সালে নরসিংদীর ঘোড়াশালে পঞ্চাশ একর জায়গার উপর প্রাণ ডেইরি লিঃ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি একটি কৃষি উদ্যোগ শুরু করনে, যা দেশের খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি ৭৪২৪ জন মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

তিনি ভারত, জাপান, সিঙ্গাপুর সহ পৃথিবীর বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিল্প ব্যবস্থাপক এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রাণ মানে জীবন, আর জীবনের স্বার্থে প্রাণ সব সময় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ হল বাংলাদেশের একটি প্রখ্যাত খাদ্য ও পানীয় পণ্য উৎপাদক কোম্পানি। এটি ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এখন খাদ্য ও পানীয় উৎপাদনের বিভিন্ন সেক্টরে অংশগ্রহণ করছে। প্রাণ গ্রুপের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। প্রাণ বর্তমানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, মিনারেল ও পানীয় পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, টমেটো প্রসেসিং, স্ন্যাক্স ও কনফেকশনারি, মিল্ক প্রসেসিং ও অন্যান্য উৎপাদন সম্পর্কিত বিভাগে একটি পেশাদার পোর্টফোলিও রয়েছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির পণ্য ১৪৫টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হয় এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে সম্প্রসারিত হয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে প্রাণ বাংলাদেশের বাজারের শীর্ষ স্থানে রয়েছে।

প্রাণ ডেইরি লিঃ বাংলাদেশে দুধ উৎপাদন এবং দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রাণ ডেইরি হাব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি দুধ সংগ্রহ করে এবং তাদের ন্যায্য মূল্য প্রদান করে। এছাড়াও, প্রাণ কৃষকদের গরু পালনে উৎসাহিত করে এবং দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলে সবুজ দুগ্ধ খাত গড়ে তুলতে কাজ করে। প্রাণ বাংলাদেশে ১৫০০০ নিবন্ধিত কৃষকদের সাথে সরাসরি কাজ করছে। এর মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করে এবং দেশে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে। এছাড়াও প্রাণ কৃষকদের ডেইরি একাডেমি দল দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়ে গরু পালন ও আর্থিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মোঃ ইলিয়াস মৃধাকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

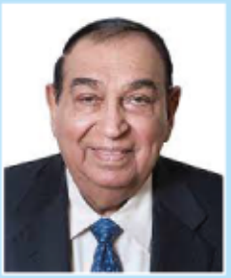

জনাব মোবারক আলী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

Mr. Mubarak Ali is the Managing Director of Olympic Industries Limited, a leading consumer goods company in Bangladesh. With over 60 years of business experience, he has played a significant role in the company's growth and success. He is known for his strategic planning, innovative thinking, and strong leadership skills. Under his guidance, Olympic has expanded its product range, increased production capacity, and entered new markets. His ability to identify emerging trends and adapt to changing market dynamics has helped the company staying ahead of its competitors. Born in 1933 in Kanpur, India, Mubarak Ali was raised in a business-oriented family and exposed to the intricacies of running a successful business from a very young age, as his family owned and operated several small-scale enterprises.

Mr. Mubarak Ali, along with his family, founded Bengal Carbide Limited, a prosperous battery industry, in 1979. However, given that diversification required to support the company's growth objectives, the company changed its name to Olympic Industries Limited and entered the biscuits and confectionery industries in 1996. Under the leadership of Mubarak Ali, the company soon experienced considerable growth and expansion, including the introduction of a vast range of new products and brands, which helped increase its market share and established itself as the leader in the food industry in Bangladesh.

Receiving the 'President's Industrial Development Award' and being recognized as a CIP multiple times by the Ministry of Industries are great honours and testament to his dedication to the industrial development in Bangladesh. Additionally, he received the 'Business Excellence Award' on the occasion of FBCCI's 50th anniversary for his contribution to the development of industry in Bangladesh. Olympic, under his leadership, is regularly awarded the position of highest VAT taxpayer by the National Board of Revenue. It is apparent that Mubarak Ali's leadership and vision have played a significant role in the success of Olympic Industries Limited.

Apart from his professional achievements, Mubarak Ali is also known for his philanthropic work. He has been actively involved in various social initiatives aimed at improving the lives of underprivileged communities in Bangladesh. He believes that businesses have a responsibility to contribute to society and has been a strong advocate of corporate social responsibility. Mubarak Ali's leadership style is characterized by his commitment to excellence, integrity, and teamwork. He has been an inspiration to many young entrepreneurs in Bangladesh and has played a crucial role in shaping the country's business landscape. Being a member of the board of trustees of BUHS (Bangladesh University of Health Sciences), a life member of Dhaka Club, and a member of Lions Club, His work as a senior Scout and Volunteer for 20 years is also a testament to his commitment to helping others. As past Vice President & Treasurer of Lions Club, Mubarak Ali has also been involved in promoting and supporting various social welfare programs, including healthcare, education, and disaster relief efforts in Bangladesh.

Today, Mubarak Ali is considered as one of the most influential business leaders in Bangladesh. His entrepreneurial spirit, dedication, and commitment to excellence continue to inspire and motivate others to strive for success.

Mr. Mobarak Ali has been awarded CIP (Industry) 2021 for his outstanding contribution to the industrial sector .

জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ জাবের

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড নোমান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান যা ২০০০ সালে আর্ন্তজাতিক বাজারে হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে "হোম টেক্সটাইল" শিল্পে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা এবং গ্রাহকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রাহকদের মন জয় করা।

জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড (জেডজেড) একটি ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড হোম টেক্সটাইল প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক যেখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি রয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ২২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ পণ্য ইউরোপ আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়ে আসছে। সরকারের ব্যবসাবান্ধব নীতি সহায়তা ও চমৎকার অবকাঠামো এবং সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার ফলে জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড বাণিজ্য মন্ত্রনালয় কর্তৃক টানা এগারো বার দেশের সেরা রপ্তানিকারক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। রপ্তানি ও উৎপাদনের ক্যাপাসিটি বিবেচনায় এটি বিশ্বেও দ্বিতীয় বৃহত্তম হোম টেক্সটাইল কারখানা।

জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড ব্যবসায়ের বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের জন্য অত্যন্ত দক্ষ আরএন্ডডি এবং ইনোভেশন টিম রাতদিন কাজ করে যাচ্ছে। জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড এর পণ্য কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি হয়ে আসছে এবং প্রতি বছর নতুন বাজার সম্প্রসারণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড আন্তর্জাতিক ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত কমপ্লায়েন্স মেনে পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ের জন্য বিদ্যুৎ শক্তির বিকল্প ব্যবহার এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড শীর্ষ অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে এবং তারা এটিকে তাদের প্রধান সিএসআর হিসাবে বিবেচনা করে।

জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড সৌরশক্তির ব্যবহার এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ঠিক রাখার জন্য বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে জলাধার তৈরি করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলছে। এ প্রতিষ্ঠান গর্বের সাথে বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় খুচরা বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশি ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করে চলছে।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

ড. আরিফ দৌলা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

Dr. Arif Dowla has been the Group CEO for 15 years of one of the largest business conglomerates in Bangladesh, having 37 business units and 17000+ employees, Main Businesses are Pharmaceuticals, Biotechnology, Agribusiness, Consumer Brands, Retail Chain, Motors and Plastics. Several of the businesses are market leaders in the country. Most of the Business are linked to the underlying development of the economy of Bangladesh in critical and enabling growth sectors. Technology adoption and digitalization are core focus areas for driving the growth of the businesses. ACI Group won "Enterprise of the Year" award from DHL-Daily Star in 2011. He served as Chairman of Mutual Trust Bank for two years (2012-2014) and Vice Chairman for four years (2007-2011). He has been appointed as Honorary Consul of Belgium in Bangladesh since 2011. He was honorable Young Global Leader of the World Economic Forum in 2009. Dr. Dowla holds a Ph.D in Mathematics from University of California, San Diego and is a member of the American Mathematical Society.

Dr. Arif Dowla has been awarded CIP (Industry) 2021 for his significant contribution to the Industrial sector.

ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান ১৯৫৩ সালের ১ নভেম্বর বগুড়া জেলার শারিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত নারচি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৮ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৃতিত্বের সাথে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্তমানে সারা দেশে পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ২৭ টি শাখা রয়েছে, যার প্রত্যেকটি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা খাতে সাফল্যের সাথে পথ প্রদর্শক হিসেবে এগিয়ে আছে। তিনি ২০০৫ সালে মানসম্পন্ন ঔষধ সেবার লক্ষ্যে পপুলার ফার্মাসিটিক্যালস্ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত করেন। ২০০৯ সালে তিনি দেশের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন পপুলার স্পেশালাইজড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে পপুলার মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। তিনি ২০১৩ সালে বিজনেস এশিয়া কর্তৃক "বাংলাদেশের ১০০ জন সফল শিল্পপতি" হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

২০১৬ সালে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) হিসাবে মনোনীত হন। বেসরকারি চিকিৎসা খাতে কোভিড -১৯ মহামারি মোকাবেলায় বিশেষ অবদানের জন্য এবং বাংলাদেশে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্বাস্থ্যসেবায় ব্যতিক্রমধর্মী, অনুকরণীয় ও অনন্য অবদানের জন্য তাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন (BPMCA) এর যৌথ উদ্যোগে তাকে "আজীবন সম্মাননা পুরস্কার" এ ভূষিত করা হয়।

ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমানকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব এ,এস,এম, মাঈনউদ্দিন মোনেম
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আবদুল মোনেম লিঃ

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

With the motto—touching Lives, Building Capabilities—Abdul Monem Limited (AML) claims its supremacy in the private entrepreneurship in Bangladesh. Under the dynamic leadership of ASM Mainuddin Monem (Managing Director-AML), the company has remained uncompromising about environment-friendly and quality outputs, safety and due-time delivery. This earned its reputation and gave it an international standard.

AML passionately expanded its activities in the vast arena of infrastructural development which includes mega projects like approach road to Padma Multipurpose bridge, MRT Project, Karnaphulli Tunnel Project, Kalna Bridge Project, Kalshi Flyover Project, SASEC-1 (WP-02), SASEC-2 (WP-05 & 07), Sylhet Cantonment Project, Cox's Bazar Termac Project, Mirersorai Project, NRBRP Project, Jalshiri Abashon Project etc. Besides AML is the bottler of Coca Cola, has Private Economic Zone and a sugar refinery. It is the producer of Igloo ice cream, Igloo milk and dairy products, food items and snacks, environment friendly bricks, bitumen and some other selected construction materials.

Starting as a family owned business, AML has transformed into a multi-disciplinary modern day business group. AML is now a platform of a 10,000 talented and highly skilled workforce engaged in diversified business operations.

AML, as the country's one of the largest infrastructural developer, has been involved in many vital projects since its inception. These quest for infrastructural development led them to construct high-rise buildings, hydraulic structures and the facilities, airport, river jetty and terminals, bus terminals, factories and so on.

Besides creating job opportunities in its diversified business operations, Abdul Monem Limited considers that it has a lot more to do for the progress and wellbeing of the society. The company has established a non-profit organization, AM Foundation, to provide the survival means to the underprivileged people.

Mr. ASM Mainuddin Monem has been awarded CIP (Industry) 2021 for his significant contribution to Industrial sector.

আলহাজ মোহাম্মদ মামুন ভূইয়া

চেয়ারম্যান

ফারিহা নীট টেক্স লিঃ

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

আলহাজ মোহাম্মদ মামুন ভুইয়া নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনার গাঁ পৌরসভায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি ফারিহা নীট টেক্স লিমিটেড (এসরোটেক্স গ্রুপ)-এর চেয়ারম্যান। ফারিহা নীট টেক্স লিমিটেড (এসরোটেক্স গ্রুপ) গার্মেন্টস শিল্পের প্রধান রপ্তানিকারক হিসেবে আজ বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বাধিক মর্যাদায় অবস্থান করছে।

১৯৯৭ সালে ফারিহা নীট টেক্স লিমিটেড (এসরোটেক্স গ্রুপ) মাত্র ২৮টি মেশিনের ২টা লাইন নিয়ে তৈরি পোশাক শিল্প হিসেবে বৃহৎ নারায়ণগঞ্জ জেলায় যাত্রা শুরু করে। গার্মেন্টস শিল্পের পাশাপাশি তার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইটি এবং আবাসন উল্লেখযোগ্য। জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় তিনি ২০১০-২০১১ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পেয়েছেন।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মোহাম্মদ মামুন ভূইয়াকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব অঞ্জন চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

জনাব অঞ্জন চৌধুরী বাংলাদেশের একজন সফলতম ব্যবসায়ী এবং স্কয়ার গ্রুপের অন্যতম পরিচালক। অঞ্জন চৌধুরী ১৯৫৪ সালের ১৭ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে একজন প্রশিক্ষিত ও চৌকস কমান্ডো হিসেবে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ফ্লোরিডা থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তিনি একজন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও বিশেষভাবে সমাদৃত। তাছাড়াও তিনি একজন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচিত্র প্রযোজক। তিনি স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ, স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিঃ, মাছরাঙা টেলিভিশন সহ আরও অন্যান্য একাধিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও গঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত থাকা ছাড়াও বহু দেশি-বিদেশি সামাজিক সংগঠনকে এ বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা ও দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছেন। জনাব অঞ্জন চৌধুরী তাঁর ব্যবসায়িক ও মানব হিতৈষী গুণাবলী দ্বারা ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেশ কয়েকবার সি আই পি এবং ২০০৮ সাল হতে অদ্যাবধি তিনি সর্বোচ্চ আয়করদাতা হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

সকলের জন্য খাঁটি মানের খাদ্যপণ্য নিশ্চিত করার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই জনাব অঞ্জন চৌধুরীর দূরদর্শী নেতৃত্বে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ ২০০১ ইং সালে যাত্রা শুরু করে। যাত্রা শুরুর অল্প সময়ের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ভোক্তাসাধারণের আস্থা অর্জনে সামর্থ্য হয়। মানসম্মত পণ্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার অভিপ্রায় থেকেই প্রতিষ্ঠানটি ২০০৫ সালে ISO ৯০০১ স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করে। মানসম্পন্ন খাদ্যপণ্য উৎপাদন, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বাজারে নতুন নতুন পণ্য বাজারজাত করে প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের অবস্থান আরো শক্তিশালী করে। সম্প্রতি স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্যপণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য FSSC ২২০০০ স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করার পাশাপাশি ২০১৫ সালে প্রথম বাংলাদেশি কনজুমার পণ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে অত্যন্ত সম্মানজনক USFDA অনুমোদন পায়।

বর্তমানে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ 'রাঁধুনী', 'রুচি', 'চাষী', 'চপস্টিক' এবং 'আরাম' নামে পাঁচটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের পণ্য বাজারজাত করছে। বর্তমানে রাঁধুনী' ব্র্যান্ডের পণ্যসম্ভারে আছে গুঁড়া মশলা, মিক্স মশলা, শস্য পণ্য, ভোজ্য তেল। অন্যদিকে, তারুণ্যের ব্র্যান্ড 'রুচি' এর পণ্যসম্ভারে রয়েছে স্ন্যাকস জাতীয় পণ্য; যেমন চানাচুর, সস, আচার সহ নানা মুখরোচক খাবারের সমারোহ। 'চাষী' স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ-এর অন্যতম আরেকটি ব্র্যান্ড। সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে চিনিগুড়া চাল সংগ্রহ করে 'চাষী' ব্র্যান্ড এর পণ্য বাজারজাত করা হয়ে থাকে। 'স্বাদ এবং পুষ্টির আস্থা' নিয়ে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ বাজারজাত করছে তিনটি সুস্বাদু ফ্লেভারে টেস্টিং সল্ট মুক্ত ইনস্ট্যান্ট নুডল্‌স ব্র্যান্ড 'চপস্টিক'। এছাড়াও আম, কমলা ও আপেলের তিনটি ভিন্ন স্বাদের শতভাগ খাঁটি ফলের রস বাজারে এনেছে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ এর ব্র্যান্ড 'আরাম'। স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ গুণগত মানসম্মত নতুন নতুন পণ্য প্রতিযোগিতামূলক দামে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ভোক্তাসেবা নিশ্চিত করে দেশের খাদ্যপণ্যের বাজারে শক্তিশালী ও দৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করে চলেছে।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব অঞ্জন চৌধুরীকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

ইঞ্জিঃ মোঃ সফিকুর রহমান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

হ্যামস গার্মেন্টস লিঃ

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

ইঞ্জিঃ মোঃ সফিকুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক হ্যামস গার্মেন্টস লিঃ চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালে কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সাথে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি বিভিন্ন বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে নিজেই শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠান হ্যামস্ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানি শিল্পে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে সুনামের অধিকারী। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি দিনদিন আরও বৃহৎ আকারে এবং নতুন-নতুন অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সংযোজনের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ব্যবসায়িক সফলতার পাশাপাশি দীর্ঘদিন থেকে তিনি বিভিন্ন পেশাজীবী, সামাজিক ও ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন । বিশেষ করে তিনি বাংলাদেশের টেক্সটাইল প্রকৌশলীদের একমাত্র পেশাজীবি সংগঠন দি ইন্সটিটিউসন অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার এন্ড টেকনোলজিস্টস (আইটিইটি) বাংলাদেশ এর একজন জনপ্রিয় মুখ। তিনি আইটিইটি'র-বর্তমান চতুর্দশ কাউন্সিল-এর সভাপতি। তিনি একাধারে বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ(বিসিসিসিআই)এর একজন পরিচালক ; দি ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি) -র টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন- এর সাবেক সভাপতি; বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড গার্মেন্টস ওয়াশিং ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স এসোসিয়েশন (BEOGWIOA) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি; খিলা বাজার হাই স্কুল এন্ড কলেজ, শাহরাস্তি চাঁদপুর- এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও লায়ন্স ক্লাব DIST. ৩১৫ ই১-এর ভাইস চেয়ারপার্সন।

তিনি বিভিন্ন জনহিতৈষী কাজে আত্ম- নিবেদিত এবং নিয়মিত নিজ এলাকা চাদপুরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, মসজিদ- মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদানে ও বৃত্তি প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও এলাকার ছাএছাত্রীদের বিভিন্ন খ্যাতনামা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ও চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। প্রাকৃতিক দূর্যোগকালীন সময়ে অসহায় মানুষদের পাশ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং ঈদ ও পূজায় সাধারণ মানুষেদের আর্থিক সহযোগিতা ও উপহারসামগ্রী প্রদান করে থাকেন। সামাজিক বিভিন্ন অবদানের জন্য তিনি মাদার তেরেসা শান্তি পদক, মহাত্মা গান্ধী স্বর্নপদক এবং অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক পুরস্কারে ভূষিত হন।

গার্মেন্টস শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব সফিকুর রহমানকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব কামাল উদ্দিন আহম্মদ

উদ্যোক্তা পরিচালক

বাদশা টেক্সটাইলস লিঃ

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

জনাব কামাল উদ্দিন আহাম্মদ ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের অন্যতম শিল্প নগর নারায়ণগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আলহাজ্ব মোঃ বাদশা মিয়া বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের অন্যতম পথিকৃত ও বাদশা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। জনাব কামাল উদ্দিন আহাম্মদ বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের আধুনিকায়ন ও সামগ্রিক উন্নয়নে তাহার পিতার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশের টেক্সটাইল শিল্পে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জনাব কামাল উদ্দিন আহাম্মদ ২০১৫ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক "বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি" (CIP) নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনি বাদশা টেক্সটাইল্‌স লিঃ সহ রপ্তানি বানিজ্যে পর পর ৬ বার স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। কামাল ইয়ার্ণ লিমিটেড, পাইওনিয়ার নীটওয়্যারস (বিডি) লিঃ এবং পাইওনিয়ার ডেনিম লিমিটেড নামের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে অত্যন্ত সফল ও সন্তোষজনক ভাবে পরিচালনা করে আসছেন।

বাদশা টেক্সটাইল্‌স লিঃ ২০০০ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে যাত্রা শুরু করে যা, বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ১০০% রপ্তানিমূখী সুতা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। বৃহৎ বিনিয়োগ শ্রেণীভূক্ত এই প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে উন্নত মানের কাঁচা তুলা আমদানি করতঃ উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নীট ও ওভেনসহ বিভিন্ন প্রকারের গুনগত মান সম্পন্ন সুতা উৎপাদন করে দেশের সুতার চাহিদা পূরণসহ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের জাতীয় রপ্তানি ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখে আসছে। বাৎসরিক ৭০ হাজার মেট্রিক টন সুতা উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন বাদশা টেক্সটাইল্‌স লিঃ এ বর্তমানে ৫ হাজার লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান রয়েছে, যার ৭০% কর্মজীবি নারী। জাতীয় রপ্তানি বানিজ্যে বিশেষ ভাবে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি-রৌপ্য ও ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে সর্বোচ্চ রপ্তানি কারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি-স্বর্ণ পদক ও সনদ প্রাপ্ত হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত মানুষের মাঝে শিক্ষা বিস্তার সহ সামাজিক দায়িত্ব পালনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

টেক্সটাইলস শিল্পখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব কামাল উদ্দিন আহম্মদকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

মিজ্ মাহরীন নাসির

পরিচালক

মীর সিরামিক লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

মীর সিরামিক লিমিটেড বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সিরামিক টাইলস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি। মীর সিরামিক এর প্রতিষ্ঠাতা, জনাব মীর নাসির হোসেন, বাংলাদেশের ব্যবসায়ী জগতের একজন বিশেষ ব্যাক্তিত্ব এবং এফবিসিসিআই এর প্রাক্তন সভাপতি। আমদানিকৃত টাইলস এর উপর নির্ভরতা কাটিয়ে বাংলাদেশেই উন্নতমানের টাইলস উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে মীর নাসির হোসেন ২০০১ সালে মীর সিরামিক লিঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

অগ্রযাত্রার শুরু থেকেই মীর সিরামিক ইটালি থেকে আমদানিকৃত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি স্পেন, ইটালি, মালয়শিয়া ও থাইল্যান্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সেরা মানের কাঁচামাল আমদানি করে থাকে।

মীর সিরামিক লিমিটেডের সুদক্ষ পরিচালনা বোর্ড, একদল দক্ষ ও অভিজ্ঞ উৎপাদনকর্মী নিয়োগ এবং তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, বিশ্ব সেরা কাঁচামাল, দক্ষ কর্মী ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে মীর সিরামিক লিমিটেড একযুগ ধরে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টাইলস্ উৎপাদন করে আসছে যা, বাংলাদেশের অবকাঠামো তৈরিতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ রক্ষায় সর্বদাই সচেতন। এই লক্ষ্যে energy recapture, waste materials recovery, effluent treatment plant সহপরিবেশ বান্ধব সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা কারখানাটি সুসজ্জিত।

প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫১৭.৫৬ মিলিয়ন টাকা । মীর সিরামিক লিঃ বিভিন্ন সাইজের প্রায় ৪৫০ এর উপরে ডিজাইনের টাইলস উৎপাদন করে যাহার দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫,৩০০ বর্গমিটার।

মীর সিরামিক লিমিটেড এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের provident fund, Hajj, group insurance ও চিকিৎসাভাতাসহ বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে কারখানার নিকটস্থ মসজিদ, মাদ্রাসা, দুঃস্থ মানুষের মাঝে বিভিন্ন সময় আর্থিক সহযোগিতা ও খাদ্য দ্রব্য প্রদান করে আসছে।

সিরামিক শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মিজ্ মাহরীন নাসিরকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব উজমা চৌধুরী

পরিচালক

ডিউরেবল প্লাস্টিক লিঃ

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

উজমা চৌধুরী, নাটোরের অভিজাত চৌধুরী পরিবারে থেকে এসেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বানিজ্যে স্নাতক (সম্মান) অর্জন করে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস রাজ্যের একজন নিবন্ধিত সিপিএ। ডালাসের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতক সম্পন্ন করার পর তিনি পেট্রোলিয়াম শিল্পে ৭ বছরের ও বেশি সময় ধরে হিসাব পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি হিউস্টন চ্যাপ্টারে সেক্রেটারি হিসাবে ৪ বছর ধরে সিপিএ এর জন্য আমেরিকান মহিলা সোসাইটিতে কাজ করেছেন। অক্টোবর ২০০৮ সাল থেকে তিনি দেশের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় সংগঠন প্রাণ-আর এফ এল গ্রুপের পরিচালক (অর্থ) হিসাবে নিয়োজিত আছেন।

মিসেস চৌধুরী বর্তমানে আন্ডার প্রিভিলেজড চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম (ইউসিইপি) এর অর্থ ও নিরীক্ষা কমিটির সদস্য এবং মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই) এর সদস্য।

ডিউরেবল প্লাস্টিক লিমিটেড গাজীপুরের মূলগাঁওয়ে ২০০৯ সালের ৫ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জুলাই ২০০৯ এ বানিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। ডিউরেবল প্লাস্টিক মুলত প্লাস্টিক হাউজহোল্ড ও প্লাস্টিক ফার্নিচার পণ্য উৎপাদন করে দেশীয় বাজারে সরবরাহের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করে বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ডিউরেবল প্লাস্টিক লিমিটেডের নিয়োজিন কর্মী সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। রপ্তানি বানিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখায় বাংলাদেশ সরকারের বানিজ্য মন্ত্রণালয় কতৃক জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৯-২০২০ নির্বাচিত হয়। ডিউরেবল প্লাস্টিক লিমিটেড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব উজমা চৌধুরীকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব হাফিজুর রহমান খান

চেয়ারম্যান

রানার অটোমোবাইলস লিঃ

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রানার অটোমোবাইলস পিএলসি। যার পথ চলা শুরু হয় ২০০০ সাল থেকে। নিজেস্ব ব্র্যান্ডের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের মোটরসাইকের একমাত্র পরিবেশক হিসেবে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি। দেশে বাংলাদেশে অটোমোবাইলস শিল্পে অসামান্য অবদান রেখে প্রতিষ্ঠানটি আজ মোটরসাইকেলের পাশাপাশি নিজেস্ব ফ্যাক্টরীতে ব্যাপক পরিসরে থ্রী-হুইলার উৎপাদন, বিক্রয় ও বিপণন কার্যক্রমও পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়াও অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়েছে রানার মোটরস লিমিটেড, রানার ট্রেডিং লিমিটেড, রানার লুব অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেড, রানার প্রপার্টিজ লিমিটেড, বন্ডস্টেইন টেকনোলজিস লিমিটেড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ। পাশাপাশি দেশের সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনায় সদা সচেষ্ট।

অটোমোবাইলস শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব হাফিজুর রহমান খানকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব মোঃ সোহেল রানা

চেয়ারম্যান

উইনার স্টেইনলেস স্টীল মিলস লিঃ

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

উইনার স্টেইনলেস স্টীল মিলস লি. এর চেয়ারম্যান মোঃ সোহলে রানা ঐতিহ্যবাহী বিক্রমপুর নামে খ্যাত মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার গাঁওদিয়া ইউনিয়নের রানাদিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। কিশোর বয়স থেকে ব্যবসা, উৎপাদন ও মানব সেবার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিলো।

পিতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে তার ব্যবসায় হাতে খড়ি। লেখাপড়া শেষ করে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসার শুরু থেকেই শিল্প উৎপাদন, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, আমদানি নির্ভরশীলতা থেকে দেশকে স্বনির্ভর করার স্বপ্ন তার চিন্তাভাবনায় ছিলো। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে স্টেইনলেস স্টীল প্রোডাক্ট আমদানি নির্ভরশীল নয়। তিনি বাংলাদেশে স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, দ্যা ফ্যাডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সক্রিয় সদস্য। তিনি বাংলাদেশ ব্যাবসায়ী প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে ভারত সফর করেন। ২০১৮ সালে ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ৭৭তম সাধারণ পরিষদের আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হন। ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে ৩১ তম CACCI সম্মেলনে এবং ১০ম বিশ্ব চেম্বার কংগ্রেস, সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া- তে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন।

দেশে- বিদেশে বিভিন্ন ব্যবসায়িক সম্মেলন ও কর্মশালায় সফলতার সাথে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি দেশে- বিদেশে দক্ষতার সাথে বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠণের সাথে কাজ করে চলছেন।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মোঃ সোহেল রানাকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব আহমেদ আরিফ বিল্লাহ

উদ্যোক্তা পরিচালক

তাসনিয়া ফেব্রিক্স লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

তাসনিয়া ফেব্রিক্স লিমিটেড একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ২০১০ সালে মাসকো গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে যাত্রা শুরু করে। বছরের পর বছর ধরে টেকসই প্রবৃদ্ধি ও বিদেশি ক্রেতাদের সাথে যুক্ত থেকে এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজ অবস্থানকে মজবুত করেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিলো ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা এবং গুণগত মানের পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবচয় রোধ, কাইজান ও ৫ এস পদ্ধতি অনুসরন করে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে বিধায় প্রতিষ্ঠানের প্রোডাকটিভিটি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাসনিয়া ফেব্রিক্স লিমিটেড গতানুগতিক কিছু পণ্যের উপর নির্ভর না করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করে আসছে। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের দক্ষতা, আন্তরিকতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সর্বাধুনিক ও স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ গুনগত মানের পণ্য উৎপাদনপূর্বক বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ক্রেতাদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি একটি সুদক্ষ পরিচালনা বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের সমন্বয়ে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ব্যবসায়ী সমাজের বহুল পরিচিত, উচ্চ শিক্ষিত, সজ্জন ব্যক্তিত্ব জনাব আহমেদ আরিফ বিল্লাহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৫, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি-রপ্তানি) নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০১৮ ও ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্রীড়া, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে প্রতিষ্ঠানটি বদ্ধপরিকর। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য সার্বক্ষণিক ডাক্তার, নার্সসহ প্রশিক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারী টিম রয়েছে। দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি সামজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডকেও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, ট্রাফিক কার্যক্রম, বিনামূল্যে গাছ বিতরণ, বৃক্ষ রোপন অভিযান, মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও স্কুলে অনুদান এবং অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে আর্থিক সহযোগিতাসহ বাসস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব আহমেদ আরিফ বিল্লাহকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব আব্দুল হাই সরকার

চেয়ারম্যান

সোহাগপুর টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

Mr. Abdul Hai Sarker is one of the most successful entrepreneur and industrialist in Bangladesh for more than 4 decades with eminence. He was born on 15 December, 1946 in a respectable Muslim family of Sirajganj. He obtained his Post-Graduation Degree in Management from the University of Dhaka in the year 1970. Soon after completing his study, he established his own business named Purbani Traders. Subsequently he turned this business undertaking into full-fledged 'Purbani Group' since 1974. Now it is one of the largest & oldest Textile conglomerates spreading over agro-processing & seafood business in Bangladesh.

Mr. Sarker was a fellow member of Liverpool based International Cotton Association (ICA), an international accredited body of cotton in the world of which he was the Associate Director for consecutive 6 (six) years.

Over and above, he is also one of the founders of Dhaka Bank Limited holding the position of founder Chairman and also current chairman. He was the President of Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), a national trade body of Yarn & Fabrics manufactures for successive 2 (two) terms. In addition, he was the Director of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industries (FBCCI).

He has been awarded as Commercial Important Person (CIP) for several times by the Government of Bangladesh in recognition of his remarkable contribution to the national economy. Apart from his business activities, Mr. Sarker is also actively involved with various CSR activities as well in Bangladesh. He is also running a free pediatric clinic for children below 5 years of age since last several years. He was also the former Chairman of the ESTCDT (Education, Science, Technology & Cultural Development Trust) of the Independent University, Bangladesh (IUB) for 2 terms. He has also established school, college, mosques etc.

He has been awarded the CIP (Industry) 2021 for his significant contribution in the field of Industry

জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদ

চেয়ারম্যান

এনভয় টেক্সটাইলস লিঃ

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড বাংলাদেশের একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী ডেনিম ফ্যাব্রিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যা ২০০৮ সালে বার্ষিক ১৬ মিলিয়ন গজ উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু করে এবং বর্তমানে তা ৫০ মিলিয়ন গজে উন্নীত হয়েছে। এটি একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান যেটি ২০১২ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। ২০১৬ সালের অক্টোবর হতে কোম্পানির স্পিনিং প্রকল্প থেকে বাণিজ্যিকভাবে সুতা উৎপাদন শুরু হয় এবং বর্তমানে সেখানে দৈনিক সর্বোচ্চ ৭০ টন সুতা উৎপাদন করা সম্ভব। ২০১৬ সালে এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড বিশ্বের প্রথম লিড সার্টিফাইড প্লাটিনাম ডেনিম মিল হিসেবে অনন্য সম্মানে ভূষিত হয়েছে। জ্বালানি ও পরিবেশ পরিকল্পনায় নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি হিসেবে আমেরিকার গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল এনভয় টেক্সটাইলসকে এ সনদ প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান জনবলের সংখ্যা প্রায় ৩০০০।

এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা ১ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠানটি অনুদান প্রদান করে থাকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সম্পূর্ণ নিজ খরচে শিশুদের জন্য একটি বার্ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড বহন করে থাকে। এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড ২০০৯ সাল হতে এখন পর্যন্ত ১০ বার জাতীয় রপ্তানি পদক এবং ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০২০ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান প্রকৌশলী জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদ ২০১৭ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতৃক "স্পিনিং ও টেক্সটাইল খাতে ৪র্থ এবং সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী নির্বাচিত হয়েছেন এবং তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ "করবাহাদুর পরিবার" সম্মানে ভূষিত হয়ে আসছেন। তিনি ১৯৯১ সাল থেকে প্রতি বছর সিআইপি খেতাব পেয়ে আসছেন। জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এবং মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), ঢাকার সভাপতি হিসেবে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন। জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদ ২০২০ সালে স্প্যানিশ রয়্যাল অর্ডার অফ মেরিট-এর নাইট অফিসারের মর্যাদাপূর্ণ উপাধিতে ভূষিত হন।

টেক্সটাইল শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব ইমরান করিম
ভাইস চেয়ারম্যান
কনফিডেন্স পাওয়ার হোল্ডিংস লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

A visionary entrepreneur at core, Mr. Imran Karim completed his Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering and his Bachelor of Arts in Economics in 2003 from the University of Rochester. In 2003, he was involved with "Who's Who of United States" that comprises of the top 0.5% of all university students in USA. Subsequently, Mr. Imran Karim joined Confidence Group in 2003 as the Director of Confidence Cement Ltd. However, his first endeavor was not particularly successful. Nevertheless, he did not yield in the face of an early failure, rather enjoying and valuing it for the lessons; eventually taking over the business development of Confidence Infrastructure Ltd.

In 2006, under his guidance, Confidence Infrastructure Ltd. started producing telecom towers and within the same year, became the market leader. Currently, Confidence Infrastructure Ltd. has almost 70% of the market share in both transmission towers and telecom towers in Bangladesh. After his first successful endeavor, he decided to expand into other sectors with Confidence Group, in alliance with Energypac, opened an 11 MW power plant in 2009, followed by a 108 MW power plant in 2015. Currently under Confidence Power Holdings Ltd. the Group owns and operates 400MW power plants and is developing another 1.1GW.

In 2012, Confidence Group entered the telecommunication market, under the name Digicon Telecommunication. Under his leadership, Digicon took a lead role in the formation of International Gateway Operators' Forum (IOF), and made the sector profitable for all stakeholders. Later, Confidence Group also ventured into battery manufacturing, quickly becoming a market leader in the industry. He served as the President of Bangladesh Independent Power Producers' Association (BIPPA) from 2019 to 2022.

In 2016, for his outstanding entrepreneurial accomplishment, he was chosen as one of the winners of the JCI Ten Outstanding Young Persons of Bangladesh, an award given out by Junior Chamber International Bangladesh.

Leadership, Respect, Cooperation, Integrity and Innovation; all these 5 values are the main driving force of Mr. Imran Karim, a visionary entrepreneur who would like to see Confidence Group among the top 3 most valued and revered socially and environmentally compliant conglomerates in Bangladesh.

He has been awarded the CIP (Industry) 2021 for his significant contribution in the field of Industry

খন্দকার মনির উদ্দীন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এস.টি.এস হোল্ডিংস লিঃ

বৃহৎ শিল্প (সেবা)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

জনাব খন্দকার মনির উদ্দিন ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং একই বছর ব্যবসায়িক কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি এস.টি.এস হোল্ডিংস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। গত তিন দশক ধরে তিনি সফলভাবে শান্তা গ্রুপ প্রতিষ্টা করেছেন, যা পূর্বে রাপ্তানি- ভিত্তিক আরএমজি উৎপাদন শিল্পের মালিকানাধীন ছিল। জনাব মনির উদ্দিন শান্তা হোল্ডিংস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা, প্রোমোটার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং দেশের রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের একজন। তিনি ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও সাবেক চেয়ারম্যানও ছিলেন। তিনি গত প্রয় এক দশক যাবৎ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সিআইপি নির্বাচিত হয়ে আসেছেন।

এসটিএস গ্রুপ বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউজ যা বাংলাদেশে বিশ্বমানের শিক্ষা ও স্বাস্থাসেবা প্রদানে অমূল্য অবদান রেখে চলেছে। ১৯৯৭ সালে যাত্রা শুরু করে ভারতের তথা এশিয়ার বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা Apollo Hospitals Enterpeises Ltd (AHEL) এর সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় দেশের প্রথম বিশ্বমানের আধুনিক Multi Specialty Tretiary Care হাসপাতাল Apollo Hospitals Dhaka স্থাপন করেছেন। এটি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম এবং একমাত্র হাসপাতাল যা যুক্তরাষ্ট্রস্থ Joint Commission Internationl (JCI) এর সনদপ্রাপ্ত। তাছাড়া এসটিএস গ্রুপ ঢাকার বসুন্ধরায় প্রতিষ্ঠা করেছে International School Dhaka যা যুক্তরাজ্যস্থ Council of International School (CIS) এর তত্ত্বাবধনে পরিচালিত। এসটি এস গ্রুপ ঢাকার উত্তরায় Delhi public School (DPS) Society, India এর সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় স্থাপন করেছে আন্তর্জাতিক মানের DPS STS School Dhaka. তিনি ব্যবসায়িক উদ্যেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং ঢাকায় অবস্থিত উল্লেখযোগ্য ক্লাবের সদস্য।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খন্দকার মনির উদ্দীনকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব জাকারিয়া শাহিদ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এসবি টেল এন্টারপ্রাইজেস লিঃ

বৃহৎ শিল্প (সেবা)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

জনাব জাকারিয়া শাহিদ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জনাব শাহিদ তাঁর MBA শেষ করে বিশ্ব বিখ্যাত জার্মান কোম্পানি SIEMENS এ কর্মজীবন শুরু করেন যেখানে তিনি ইন্ডাস্ট্রি ও কনজিউমার প্রোডাক্টস বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। তিনি সেখানে ১০ বছরেরও বেশি সময় কাজ করেন এবং নিজের প্রতিষ্ঠান শুরু করার লক্ষ্যে SIEMENS ছেড়ে আসেন।

জনাব শাহিদ ২০০৯ সালে নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এডিসন গ্রুপের প্রতিষ্ঠা করেন। জাকারিয়া শাহিদ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার আবেগ এবং উৎসাহ এডিসন গ্রুপকে বিভিন্ন ব্যবসায়িক খাতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মোবাইল ফোন উৎপাদন, ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং ও এক্সপোর্ট, পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন, প্রডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এবং বিক্রয়, মার্কেটিং, প্রপারটিজ, লজিস্টিকস, রিয়েল এস্টেট এবং ইলেকট্রনিক্স।

জনাব শাহিদ এর তত্ত্বাবধানে এডিসন গ্রুপ এর প্রতিষ্ঠান সিম্ফনি মোবাইল টানা ৪ বছর বাংলাদেশের বেস্ট ব্র্যান্ড এর খেতাব অর্জন করে এবং এখনও সর্বোচ্চ মার্কেট শেয়ার নিয়ে ১ নম্বর পজিশন ধরে রেখেছে। এছাড়াও সিম্ফনি বাংলাদেশের এক মাত্র মোবাইল ফোন ব্র্যান্ড যারা বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে।

এডিসন ফুটওয়্যার ২০২১ সালে গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড পায় এবং ২০২২ সালে এডিসন গ্রুপ আই এস ও সার্টিফিকেট অর্জন করে। আর এগুলো সম্ভব হয়েছে জনাব শাহিদ এর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে। ব্যাক্তিগত ভাবে জনাব শাহিদ বাংলাদেশ মোবাইল ইম্পোর্টার্স এসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক, ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন এর ডাইরেক্টর এবং ল্যাটিন আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স এর ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি জনাব শাহিদ দেশে ও বিদেশে ব্যবসা উন্নয়ন সংক্রান্ত অসংখ্য প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গোষ্ঠীর সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব জাকারিয়া শাহিদকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

প্রকৌঃ মোঃ আতিকুর রহমান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (সেবা)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

প্রকৌশলী মোঃ আতিকুর রহমান বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্‌নোলজি, ঢাকা থেকে ১৯৬৭ সালে বি, এস, সি ইঞ্জিঃ (সিভিল) ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পাশ করার পরপরই সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। পরবর্তীতে সরকারি চাকরি হতে অব্যাহতি নিয়ে ১৯৭৭ সালে দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড প্রতিষ্ঠার পর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ব্যবসায়িক জগতে প্রবেশ করেন। দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড দেশের অনেক নির্মাণ কাজ সফলতার সম্পন্ন করেছেন।

বহুবছর যাবত নিজ গ্রামে হাইস্কুল (ছোট তুলাগাঁও হাই স্কুল) এর সভাপতি ও আড্ডা ডিগ্রী কলেজের নির্বাহী কমিটির সদস্য, নিজ গ্রামে মহিলাদের জন্য ছোট তুলাগাঁও মহিলা কলেজ নামে একটি ইন্টারমেডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। তিনি ছোট তুলাগাঁও জামে মসজিদ নির্মাণ, আলহাজ ওয়াহেদ আলী ছাত্রাবাস নির্মাণ (ছোট তুলাগাঁও), আলহাজ্ব ওয়াহেদ আলী মেমোরিয়াল চিকিৎসা কেন্দ্র (ছোট তুলাগাঁও), ছিদ্দিক্কুন নেসা মহিলা মাদ্রাসা, বরুড়া, কুমিল্লা এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণ মুলক সংস্থার সাথে জড়িত।

সেবামূলক মানদন্ডে দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারর্স লিমিটেড আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানটি একটি বৃহৎ শিল্প। অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য প্রতিষ্ঠানটির লোকবল-১৫০০ জনেরও অধিক। প্রতিষ্ঠানের জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য এবং প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ২১৫ কোটি টাকারও অধিক। প্রতিষ্ঠানটি দেশের জনসাধারনের জন্য আবাসন শিল্প, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্পকারখানা, পাওয়ার স্টেশন নির্মানে বিশেষ অবদান রাখছে। প্রকৌঃ মোঃ আতিকুর রহমান পেশাগত কাজে ইউ এস এ, কানাডা, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, জার্মানী, ভারত , থাইল্যান্ড শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করেন।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মোঃ আতিকুর রহমানকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব এস.এম. কামাল উদ্দিন

চেয়ারম্যান

কনকর্ড রিয়েল এস্টেট এন্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (সেবা)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

জনাব এস.এম. কামালউদ্দিন, ১৯৪৩ সালে যশোরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। দৃঢ় সংকল্প, মহান লক্ষ্য এবং জন্মভূমির প্রতি গভীর ভালবাসা নিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ দেশের ভেঙ্গে পড়া অবকাঠামো পুনঃনির্মাণের প্রচেষ্টা শুরু করে, এস.এম. কামালউদ্দিন তাদের মধ্যে অন্যতম। শুরু হয় সমৃদ্ধির বাংলাদেশ গড়ার যাত্রা। তিনি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন কনকর্ড। এস.এম. কামালউদ্দিনের হাত ধরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি ব্রিজ পুনঃনির্মিত হয়। সেই সাথে বেশ কিছু সড়ক প্রকল্প, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত সেতু মেরামত, বন্দর পুনর্বাসন প্রকল্প, কারখানা ভবন ইত্যাদি পুনঃনিমার্ণ শুরু করেন।

পরবর্তীতে দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সাথে সাথে স্বাধীনতাত্তোর দেশের মানুষের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তায় কারখানা, বাণিজ্যিক স্থাপনা এবং আবাসন ভবন নির্মাণের দিকে জনাব এস.এম কামালউদ্দিন মনোনিবেশ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে তখনকার সময় বহুতল বিশিষ্ট ভবন "বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ভবন", জনতা ব্যাংক ভবন, জীবন বীমা টাওয়ার, আইডিবি ভবন, ৯ মাসের মধ্যে জাতীয় ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, পুলিশ প্লাজা, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রধান প্যাসেন্জারে বিল্ডিং, ভিভিআইপি টার্মিনাল, ৩য় টার্মিনাল নির্মাণে অংশগ্রহণসহ নানা উন্নয়ন প্রকল্প নির্মাণ করেন।

জনাব এসএম কামালউদ্দিনের দিকনির্দেশনায় কনকর্ড মাত্র ৮৯ দিনে নির্মাণ করে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ। কনকর্ডের নির্মিত শুধুমাত্র এটিই একমাত্র অনুকরণীয় অনন্য স্থাপত্য নয়। ৪ দশকের অধিক সময় ধরে এস.এম. কামালউদ্দিনের পরিচালনায় কনকর্ড গ্রুপ উৎকর্ষতা, মান এবং সময়নিষ্ঠ সেবা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে কনকর্ড পরিবারের ১৪ টি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সদা নিয়োজিত । কনকর্ড তৈরি করেছে এক সাফল্য গাঁথা, ১২০০ টি বহুল পরিচিত প্রকল্প ও ১০,০০০-এর বেশি এপার্টমেন্ট ইউনিট। কনকর্ড সর্বোচ্চ দক্ষতায় নির্মাণ করে চলেছে আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন, সাশ্রয়ী আবাসন ও স্যাটেলাইট টাউনসহ বিভিন্ন নির্মাণ।

এস.এম. কামাল উদ্দীনের দূরদর্শী সিদ্ধান্তে বারিধারা থেকে মাত্র ২০ মিনিটের দূরত্বে গড়ে ওঠে পরিবেশ বান্ধব সামগ্রী দিয়ে তৈরি বাংলাদেশের প্রথম দূষণমুক্ত স্যাটেলাইট নগরী লেকসিটি কনকর্ড। মধ্যবিত্ত পরিবারের আবাসনের কথা চিন্তা করে গড়ে তোলা প্রকল্পটিতে রয়েছে শিশুদের খেলার মাঠ, মসজিদ, প্রশস্ত ফুটপাথ ও জগিং ট্রাক। লেকসিটি কনকর্ডে আছে নিজস্ব ক্যাম্পাসসহ স্কুল, অভিজাত রেস্টুরেন্ট, পার্টি সেন্টার, অত্যাধুনিক শপিং কমপ্লেক্স এবং আধুনিক সুবিধাসহ জিমনেশিয়াম। সকল নাগরিক সুবিধার পাশাপাশি লেকসিটি কনকর্ডে রয়েছে সার্বক্ষণিক পানি ও কার পার্কিং সুবিধা। আরো আছে বিদ্যুৎ- গ্যাস সংযোগ ব্যবস্থা। শিশু-কিশোরদের সুস্থ্য বিনোদন প্রদানের লক্ষ্যে এস.এম কামালউদ্দিন-ই প্রথম বাংলাদেশে বিশ্বমানের থিম পার্ক ফ্যান্টাসি কিংডম চালু করেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় তৈরি করে চট্টগ্রামে ফয়েস লেক, এক্সট্রিম রেসিং গো-কার্ট, ওয়াটার পার্ক ও রিসোর্ট। তাছাড়া বায়ু-দূষণরোধে কনকর্ডের চেয়ারম্যান এস এম কামাল উদ্দিন ২০ বছর আগে বাংলাদেশে প্রথম গ্রীন ব্রিক উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু করে। পরিবেশ দূষণ ও সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর কনকর্ডকে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২০ প্রদান করে। সেই সাথে ডেইলিস্টার ডিএইচএল বিজনেস অ্যাওয়ার্ড, আইসিকিউ অ্যাওয়ার্ড, বিআইডি ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি সামিট অ্যাওয়ার্ডসহ ইএসএসএবি সেফটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ভূষিত হয় কনকর্ড গ্রুপ।

রিয়েল এস্টেট শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব এস.এম. কামাল উদ্দিনকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব মনজুরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
ইষ্টার্ন হাউজিং লিঃ

বৃহৎ শিল্প (সেবা)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

Eastern Housing Limited (EHL) was incorporated in 1964 as a Private Limited Company under the Companies Act, 19 13 . In 1993 the company registered itself with Registrar of Joint Stock Companies and Firms (RJSC) as a Public Limited Company and is one of the largest Real Estate Company in the private sector. Eastern Housing Limited is the only public listed real estate company in Bangladesh listed in Dhaka & Chittagong Stock Exchange.

Eastern Housing Limited was formed under the leadership of Mr. Jahurul Islam to reduce the housing problems of Dhaka city. It started its work by successfully implementing a project of building 700 houses in Pallabi Thana, Dhaka and acquiring 910 acres (3.68 square kilometers) of land . It was the first to provide low-cost housing to the residents of Bangladesh After taking over by present Chairman Mr. Monzurul Islam, it turned out to be one of the most trusted companies in the housing sector within a short span of time. Till 2022 , Eastern Housing Limited has built more than 6200 residential and 4800 commercial units. In addition to that, EHL has developed more than 2100 Acres of land in the housing arena.

The company is involved in developing both residential and commercial properties including shops, showrooms, office buildings and apartments. It is also one of the leading companies involved in selling plots of land by providing a total infrastructure including electricity, sewerage , gas, water etc. EHL has projects outside Dhaka also..

Eastern Housing Limited has achieved a lot of Local and International Awards over the years. Company 's Founder Chairman Jahurul Islam has been awarded for special contribution in the real estate sector of Bangladesh by RAHAB in 2016 . The Company has also been awarded the prestigious' AECA SIA' Award for its project 'THE STATESMAN' as an exam-ple of outstanding architectural achievement in the Family residence category in Asia in the year 2019. The company has also been awarded' ICSB National Award' for Corporate Governance Excellence several times.

He has been awarded the CIP (Industry) 2021for his significant contribution in the field of Industry.

জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান

চেয়ারম্যান

বিশ্বাস পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিডস লিঃ

মাঝারি শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

বাংলাদেশের এগ্রো শিল্পের অন্যতম উদ্দোক্তা জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ১৯৭১ সালে গাজীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। দেশের খাদ্য চাহিদাপূরণ, আধুনিকায়ন ও সামগ্রিক উন্নয়নে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এগ্রো শিল্পে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ২০১৫ সালে জাতীয় মৎস্য পুরষ্কারে (রৌপ্য) ভূষিত হন এবং ২০১৭-২০১৮ করবর্ষে গাজীপুর জেলায় ২য় সেরা করদাতা, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ কর বর্ষে গাজীপুর জেলায় ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে ১ম সেরা করদাতা নির্বাচিত হন। তিনি ২০২১-২০২২ করবর্ষে ব্যবসায়ী ক্যাটাগরিতে ট্র্যাড কার্ড গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রসা, মসজিদ ও এতিমখানার মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত মানুষের মাঝে শিক্ষা বিস্তারসহ বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

বিশ্বাস পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিডস লি. বাংলাদেশের অন্যতম প্রাণি ফিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানটি ২০০২ সালে যাত্রা শুরু করে এবং বর্তমানে মাঝারি বিনিয়োগে শ্রেণিভুক্ত এই প্রতিষ্ঠানটি ইন্ডিয়া, ইউএসএ, ইউরোপ, কানাডা, রাশিয়া, ইউক্রেন, ভিয়েতনাম, চায়না প্রভৃতি দেশ হতে উন্নত মানের কাঁচামাল আমদানি করে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার মাধ্যমে মান সম্পন্ন পোল্ট্রি ফিড, ফিস ফিড এবং ক্যাটল ফিড উৎপাদন করে স্থানীয় বাজারে ডিলার এর মাধ্যমে বিক্রয় করে থাকে। দেশের প্রোটিন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিশ্বাস পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিডস লি. নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪৭৫,০০০ মে.টন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বৃহৎ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বেকার যুব সমাজকে প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ দিয়ে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলছে।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমানকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

মিজ্ আক্তার জাহান হাসনিন মুক্তাদির

ভাইস-চেয়ারম্যান

ইনসেপ্টা ভ্যাকসিন লিমিটেড

মাঝারি শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

মিজ্ আক্তার জাহান হাসনিন মুক্তাদির বাংলাদেশের প্রথম জীবন রক্ষাকারী আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইনসেপ্টা ভ্যাকসিন লি. এর ভাইস চেয়ারম্যান ও কর্ণধার। মেধা, পেশাদারিত্ব, বিচক্ষণতা ও কর্ম-সৃজনশীলতায় তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সুদক্ষ নেতৃত্ব দিয়ে তিনি র‍্যাবিস, হেপাটাইটিস-বি, টাইফয়েড, টিটেনাস, জরায়ু মুখের ক্যানাসারের ভ্যাকসিনসহ জীবনরক্ষাকারী প্রধান প্রধান ভ্যাকসিনের উৎপাদন ও চাহিদার নিশ্চয়তা তৈরিতে বড় ধরণের ভূমিকা পালন করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইনসেপ্টার ভ্যাকসিন প্লান্ট এখন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কাছে এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মাসিতে স্নাতকোত্তর আক্তার জাহান হাসনিন মুক্তাদির আশির দশকে ফার্মাসিউটিক্যালস জগতে প্রবেশ করেন এবং নিজের দক্ষতা ও মেধার উন্মেষ ঘটান। দীর্ঘ পথচলায় ২০১১ সালে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ইনসেপ্টা ভ্যাকসিন লি.-এর ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিজেকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করেন। সেই থেকে তিনি বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে গোটা বাংলাদেশকেই ভ্যাকসিন সুরক্ষার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

আক্তার জাহান হাসনিন মুক্তাদির পেশাগত দক্ষতার উৎকর্ষতায় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে উচ্চপর্যায়ের একাধিক সভা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। নিজে পেশার বাইরে তিনি দেশের অধিকার বঞ্চিত শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নেও নিরবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মিজ্ আক্তার জাহান হাসনিন মুক্তাদিরকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব আব্দুস সোবহান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আকো-টেক্স লিমিটেড

মাঝারি শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

অকো-টেক্স লিমিটেড একটি শতভাগ রপ্তানি মূখী নীট গার্মেন্টস প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। এতে রয়েছে একঝাঁক দক্ষ, অভিজ্ঞ, কর্মোদ্দমী, আন্তরিক ও পরিশ্রমী জনশক্তি, যাঁরা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গুণগত মানের পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে দেশের রাজস্ব আহরণে গুরুত্ব পূর্ণ অবদান রাখছেন এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আস্থা অর্জন করে চলেছে।

অকো-টেক্স লিমিটেড-এর পথচলার পেছনে যিনি মূল কারিগর হিসেবে ভুমিকা রেখে চলেছেন তিনি হলেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান। এই শিল্পোউদ্যোক্তা শুরু থেকেই মানুষের মৌলিক চাহিদার দিকে খেয়ালরেখে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল টেকসই ব্যবসা যার ভিত্তি হলো, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন। এই কোম্পানির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মধ্যে রয়েছে নীটিং, ডাইং, কাটিং, প্রিন্টিং, এম্ব্রয়ডারী, সুইং, ওয়াশিং এবং ফিনিশিংসহ সর্বোপরি প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অপূর্ব সেটআপ। মালিক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর সম্মিলিত প্রয়াসে অকো-টেক্স লিমিটেড প্রতিনিয়ত একত্র হয়ে কাজ করে চলছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অকো-টেক্স লিমিটেড স্থায়ী উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশ এর চেষ্টায় তৎপর, যাতে রপ্তানি বাণিজ্য টেকসই হয়। এজন্য বাৎসরিক ২০ শতাংশ হারে উন্নয়ন ধরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ২০০৩ সাল হতে শুরু করে অদ্যাবধি অকো-টেক্স লিমিটেড অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। অকো-টেক্স লিমিটেড সম্মানিত ক্রেতাগণ ঃ Bestseller A/S, Celio, Springfield, Craghoppers, US Pollo Assn,Tesco, Toray, Lerros, Haca Direct, Canadian Tire Corporation (CTC), Jako, Willson Imports, Tendam, Street One, Benetton সহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান। স্বীকৃতি ও সার্টিফিকেটসমূহ ঃ গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন, কর্মীবান্ধব কর্মপরিবেশ ও সেবা প্রদান করায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নানা সার্টিফিকেশন ও মেম্বারশীপ অর্জন করেছে, যেমনঃ ISO-45001, ACCORD, BSCI, WRAP, OEKOTEX-100, GOTS, OCS, SEDEX, C-TPat, UNGC, SAC, Water Foot Print, Pact এছাড়া, অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

সর্বোপরি, অকো- টেক্স লিমিটেড মনে করে যে উন্নয়ন ও গুণগত মানের কোন সীমা নেই, এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। তাই এখানে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, প্রেরণা ও প্রেষণা প্রদান নিশ্চিত করার পাশাপাশি শ্রমিক, কর্মকর্তা, সমাজ ও পরিবেশের কল্যাণে নানা সিএসআর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব আব্দুস সোবহানকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জিন্নাত নিটওয়্যারস লিমিটেড

মাঝারি শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

জনাব মোঃ আবদুল জব্বার ডিবিএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ডিবিএল গ্রুপ ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি পারিবারিকভাবে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। তিনি বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব। জনাব মোঃ আবদুল জব্বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে অবস্থিত টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে।

জনাব মোঃ আবদুল জব্বার পরিবর্তনশীল বিশ্ববাজারে প্রবাহ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং অনুগত। তিনি CSR এবং Sustainability সম্পর্কে উৎসাহী। তিনি ডিবিএল গ্রুপের খ্যাতি এবং ক্রমাগত সাফল্য বিকাশ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। তার গতিশীল নেতৃত্ব কোম্পানীর প্রবৃদ্ধি এনেছেন যার ফলে ডিবিএল গ্রুপের আরো বহুমুখী শিল্পের বিবর্তন ঘটেছে। ফলশ্রুতিতে তিনদশকের ব্যবধানে ডিবিএল গ্রুপ তার মূল ব্যবসা গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইলের পাশাপাশি অন্যান্য শিল্প যেমন সিরামিক টাইলস, ফার্মাসিউটিক্যালস, ড্রেজিং, টেলিকম, লাইফস্টাইল, এবং আইটি ব্যবসা শুরু করেছে। ২০২১-২০২২ইং অর্থ বছরে ডিবিএল এর বার্ষিক টার্নওভার ছিল ৮৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ইউএন গ্লোবাল কমপ্যাক্টে স্বাক্ষরকারী হওয়ার কারণে, জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার ডিবিএলের টেকসই কার্যক্রমকে জাতিসংঘের এসডিজির সাথে সংযুক্ত করেছেন।

জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন ইনভেস্টর অ্যাসোসিয়েশন এর ভাইস চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারর্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমইএ) এর প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি গ্লোবাল কমপ্যাক্ট নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের বোর্ড মেম্বার এবং ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কর্মাস (আইসিসি), বাংলাদেশ এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে (ডব্লিউইএফ) ডিবিএলকে প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ২০ তম ডি এইচ এল - ডেইলি স্টার বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ডে সেরা ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব ২০২১ হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার বাংলাদেশ সরকারের বানিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাক্রমে রপ্তানি ও শিল্প উভয় বিভাগে একাধিকবার সিআইপি নির্বাচিত হয়েছেন।

শিল্পখাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মোঃ আব্দুল জব্বারকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব হুমায়ূন কবির বাবলু

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

রোমানিয়া ফুড এ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড

মাঝারি শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

রোমানিয়া ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড ও আরটিভি এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর পরিচালক জনাব হুমায়ূন কবির বাবলু (সিআইপি) দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট শিল্পপতি। তিনি দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবক জনাব মোরশেদ আলম (এমপি) এর ছেলে। জনাব হুমায়ূন কবির বাবলু ১৯৭৩ সালে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জনাব হুমায়ূন কবির বাবলু লস এঞ্জেলস সিটি কলেজ এবং ক্যালিফোনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট থেকে বিবিএ (ব্যচেলর অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেসন) এবং এমবিএ সম্পন্ন করেন।

তিনি বিভিন্ন সময়ে রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখ্যযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রপ্তানিতে (স্বর্ণ) পদক ও সিআইপি প্রাপ্ত হন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্ম-কন্ডের (CSR) এর সাথে জড়িত। বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের দেশ-বিদেশে চিকিৎসা এবং ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে আসছেন। প্রতিষ্ঠানটি আন্তজার্তিক মানের কমপ্লায়েন্স (ISO-২২০০০-২০০৫) মেইনটেইন করে আসছে। সামাজিক দায়দায়িত্ব হিসাবে-"মোরশেদ আলম ফাউন্ডেশন"এর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কাজে জড়িত যেমনঃ মসজিদ, মাদ্রাসা, মোরশেদ আলম উচ্চ বিদ্যালয় এবং গরীব দুঃখিদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, বিবাহ এবং বিভিন্ন ধরণের সাহায্য সহযোগিতা ইত্যাদি।

তিনি পরিচালক হিসেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ, মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড, ইউনাইটেড হস্পিটাল লিঃ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে রোমানিয়া ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ বেঙ্গল মিডিয়া কর্পোরেশন লিঃ (আরটিভি), বেঙ্গল উইন্ডসর থার্মোপ্লাস্টিকস্ লিঃ, লিনেক্স টেকনোলজিস লিঃ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এফবিসিসিআইএর সাবেক কার্যকরী পরিষদের মেম্বার এবং বিপিজিএমইএর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব হুমায়ুন কবির বাবুলকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব মোঃ এনামুল হাসান খান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেড

মাঝারি শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

দেশের প্রসিদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রমি এগ্রো ফুডস্ লিঃ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোঃ এনামুল হাসান খান (সিআইপি) যিনি রাজধানীর উত্তরখানসহ বৃহত্তর উত্তরার একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ইসলাম শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, গণকবরস্থান, কল্যাণ ট্রাস্ট ও চিত্তবিনোদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশের স্বনামধন্য খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রমি এগ্রো ফুডস্ লিঃ এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোঃ এনামুল হাসান খান এর সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৯৮২ সাল থেকে বাণিজ্যে পথ চলা শুরু করে। পূর্বে বিভিন্ন নামে পরিচালিত হয়ে ২০০২ সাল থেকে প্রমি এগ্রো ফুডস্ লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। উন্নতমানের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশে ও বিদেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করছে। উন্নতমানের খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ISO-22000:2005, BSTI, HALAL সনদ লাভ করে। বর্তমানে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩০০০ জন জনবল সম্পৃক্ত। শিল্প প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক মেশিনারিজ দ্বারা সুসজ্জিত। উৎপাদন, বিক্রয় ও বিপণনে উন্নত অবকাঠামো সম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠানের দৈনিক প্রায় ৩০০ টন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে উৎপাদন খাতে ঢাকা জেলার সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর পরিশোধকারী হওয়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সম্মাননা স্বীকৃতি লাভ করে। এগ্রো প্রসেসিং পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপির নিকট থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ পদক) গ্রহণ সহ রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০১৯ প্রাপ্ত হয়। ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ এনামুল হাসান খান একাধিকবার বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) নির্বাচিত হন।

এগ্রো ফুডস শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব এনামুল হাসান খানকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

মিজ্ ফাহিমা আক্তার

চেয়ারম্যান

মাসকো পিকাসো লিমিটেড

মাঝারি শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

মাসকো পিকাসো লিমিটেড একটি রপ্তানিকারী প্রিন্টিং ও এমব্রয়ডারীকারক প্রতিষ্ঠান। মাসকো পিকাসো লিমিটেড ২০১৪ সালে নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও পণ্যের বহুমুখীকরনের চিন্তা ভাবনা নিয়ে একটি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ও অভিজ্ঞ, কর্মোদ্যমী জনবল, আন্তরিক এবং এক ঝাঁক অত্যান্ত পরিশ্রমী কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৪ সাল থেকে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে এই প্রতিষ্ঠানটি তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

মাসকো পিকাসো লিমিটেড উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবচয় রোধ, কাইজান, ৫এস এবং উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন টুলস্ ও কৌশল ব্যবহার করে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে, ফলে এখানে কর্মরত সকল শ্রমিকের যেমন দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের দক্ষ গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক ভোক্তার চাহিদার কথা বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে নতুন নতুন ডিজাইন সৃষ্টির মাধ্যমে ভোক্তার সন্তুষ্টি ও আস্থা অর্জন করে আসছে।

মাসকো পিকাসো লিমিটেড একটি সুদক্ষ পরিচালন বোর্ড দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ব্যবসায়ী জগতের বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব জনাব ফাহিমা আক্তার উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন সম্মানীত পরিচালক। যিনি সততা, নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার আলোকে যথাযথ কমপ্লাইন্স অনুসরণ করে এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান মেনে ব্যবসা পরিচালনায় অনন্য অবদান রেখে চলেছেন। তিনি বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি এর স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০২০ প্রাপ্ত হয়েছেন।

মাসকো পিকাসো লিমিটেড একটি কর্মী-বান্ধব প্রতিষ্ঠান যেখানে কর্মীদের কল্যাণ এবং দক্ষতা উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শ্রমিকদের অর্জিত ছুটি নগদায়ন, গ্রুপ বীমা এবং প্রতিমাসের বেতন-ভাতা পরবর্তী মাসের সর্বোচ্চ ০৭(সাত) তারিখের মধ্যে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যেকের নিজ নিজ হিসাব নম্বরে প্রদান করে হয়ে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, ট্রাফিক কার্যক্রম, মহামারি ও অতিমারি সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারণা, বৃক্ষ রোপন অভিযান, মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও স্কুলে অনুদান এবং অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে আর্থিক সহযাগিতাসহ বাসস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব ফাহিমা আক্তারকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

টর্ক ফ্যাশনস লিঃ

মাঝারি শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে ১৯৯৬ সালে পিটি বাটমস টেক্সটাইলের কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে রেমন্ড ইউকো ডেনিম প্রাইভেট লিমিটেড এর এজেন্টশিপের মাধ্যমে তিনি তার ব্যবসা জীবন শুরু করেন। একজন তরুণ উদ্যমী উদ্যোক্তা হিসেবে টেকসই উন্নয়ন, ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদানের লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন টর্ক ফ্যাশনস লিমিটেড। বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নামকরা কিছু ব্র্যান্ডেড কোম্পানি যেমন-জারা, স্প্রিংফিল্ড, টাকো, অশান, ট্যাপ আ লয়েল(টাও), নেক্সট, জেমো, জুলস, পিংকি ইত্যাদি টর্ক ফ্যাশনস লিমিটেড এর নিয়মিত গ্রাহক। সাফল্য ও অগ্রগতির এক দশকের কম সময়ে তিনি আরও তৈরি করেন টর্ক অ্যাপারেলস লিমিটেড, টর্ক প্রিন্টিং এন্ড এমব্রয়ডারি লিমিটেড, এইচ.কে. রওশন শিপিং লাইন্স লিমিটেড। এছাড়াও তিনি বহুল প্রচলিত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ডেইলি অবজারভারের একজন সফল পরিচালক।

মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)- এর স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্রেড ফেয়ার এর চেয়ারম্যান। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)- এর স্ট্যান্ডিং কমিটি অন আরএমজি সেক্টরের সহ-সভাপতি। ফ্রান্স বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিআইএফবি)- এর ট্রেজারার,বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সিকিউটিভ এ্যাসোসিয়েশন (বিজিইএ)- এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ২ মেয়াদে বাংলাদেশ ইন্ডেন্টিং এজেন্টস এ্যাসোসিয়েশন- এর একজন পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন বাংলাদেশে ব্যবসা প্রসারের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করছেন। তিনি ব্র্যান্ড বাংলাদেশের প্রসারে এবং অ্যাপারাল ডিপ্লোম্যাসির অংশ হিসেবে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও মেলায় বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বিশেষ সফরসঙ্গী হিসেবে ২০২২ সালের সংযুক্ত আরব আমিরাত ভ্রমণ করেন।

সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন রোটারি ইন্টারন্যাশনাল (ডি-৩২৮১)-এর রিজিওনাল এডভাইজার, হাজী তাজুল ইসলাম নুরানি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, সাঙ্গিশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় ও ধোড়করা কাদেরিয়া আলিয়া মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির সভাপতি এবং চৌদ্দগ্রাম ডায়বেটিক হাসপাতালের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি তাঁর এলাকার অসংখ্য গরিব শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার খরচ বহন করছেন এবং এলাকার গরিব অসহায় ছাত্র ছাত্রীদেরকে পড়াশোনা শেষে চাকরি পেতে সাহায্য করে থাকেন। তিনি যে কোন প্রকারের দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ও ঈদে অসহায় মানুষের পাশে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করে সমাজে পরোপকার ও মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মুহাম্মদ কামাল উদ্দিনকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব আব্দুল ওয়াহেদ

চেয়ারম্যান

জিন্নাত এপ্যারেলস লিমিটেড

মাঝারি শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

আবদুল ওয়াহেদ ডিবিএল গ্রুপের চেয়ারম্যান। তিনি বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ব্যাক্তিত্ব। জনাব আবদুল ওয়াহেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

ডিবিএল গ্রুপ ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি পারিবারিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ১৯৯১ সালে তিন ভাই একসংগে দুলাল ব্রাদার্স লিমিটেড নামে একটি কারখানা স্থাপন করে পোশাক রপ্তানি ব্যবসা শুরু করে।

টেক্সটাইল প্রযুক্তিতে তাদের দক্ষতা দুলাল ব্রাদার্স লিমিটিডকে স্পিনিং, নিটিং, ডাই, ফিনিশিং, প্রিন্টিং, ওয়াশিং, এবং প্যাকেজিংয়ের শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্পে বিনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে এবং অত্যাধুনিক মেশিনারিজ ব্যবহার করে এই কারখানাসমূহ সাফল্যের সাথে কাজ করে।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সক্রিয়ভাবে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সহায়তাকারীর সাথে জড়িত। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একাধিক স্কুলের পরিচালনা পর্ষদে রয়েছেন।

জনাব ওয়াহেদ সাহেব একজন বীরমুক্তিযোদ্ধা। একজন সুবক্তা হিসেবে তিনি সামাজিক এবং ব্যবসায়িক ফ্রন্টের বিভিন্ন প্রোগ্রামে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানবতার প্রতি সহানুভূতি দিয়ে ভাল ব্যবসা করা হয়। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একাধিকবার সিআইপি নির্বাচিত হন।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব আব্দুল ওয়াহেদকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব মোঃ মাহিদুল ইসলাম খান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মেসার্স সিটাডেল এ্যাপারেলস লিঃ

মাঝারি শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

মোঃ মাহিদুল ইসলাম খান, মেসার্স সিটাডেল এ্যাপারেলস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মেসার্স সিটাডেল এ্যাপারেলস লিঃ, ওনাস গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ২০০১ সাল থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোষাক শিল্পে যাত্রা শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠান রপ্তানিতে প্রতি বছর ১৫ থেকে ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে এগিয়ে চলছে। বিগত ১০ বছর যাবত এই প্রতিষ্ঠানটি মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে সিআইপি অর্জন করে চলছে। গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকেও সিআইপি সম্মাননা প্রাপ্ত হন। চলতি বছর এই প্রতিষ্ঠান প্রায় ১৭০ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করেছে।

মোঃ মাহিদুল ইসলাম খান শুধু একজন সফল উদ্যোক্তাই নন, তিনি সমাজের অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য বিভিন্ন প্রকার কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। গরিব ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা, বাসস্থান ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে স্কুল, মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মাণ সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে ত্রাণ, শীতবস্ত্র, আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান এবং দেশে বিরাজমান বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করে চলেছেন।

বর্তমানে তিনি বিজিএমইএ এর ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজির একজন সম্মানিত ট্রাস্টি। তাছাড়া তিনি ফ্রান্স বাংলাদেশ চেম্বার অব কামার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

শিল্পখাতে অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মহিদুল ইসলাম খানকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

চৌধুরী কামরুজ্জামান

পরিচালক

রংপুর ফাউন্ড্রী লিঃ

ক্ষুদ্র শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

এখন থেকে ৪০ বছর আগে একসময় দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট ছিল। সেসময় বিশুদ্ধ পানির অভাবে মানুষ পানিবাহিত নানান রোগে আক্রান্ত হতো। এছাড়া তীব্র পানি সংকটে ফসলের বিস্তর মাঠ অনেকটা মরুভূমিতে পরিণত হতো ও তীব্র খাদ্য সংকট সৃষ্টি হতো। এ সংকট নিরসনে দেশের উত্তরাঞ্চলের গরিব জনগণের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি ও কৃষিকাজে সেচের পানি সরবরাহে কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতি তৈরির মাধ্যমে ১৯৮১ সালে রংপুর ফাউন্ড্রী লিমিটেড এর যাত্রা শুরু হয়।

রংপুর ফাউন্ড্রী লিমিটেড ঢালাই লোহার মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে আসছে। কোম্পানির প্রধান পণ্য সমূহের মধ্যে রয়েছে নলকূপ ও এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ও অন্যান্য কৃষি ও সেচ সহায়ক যন্ত্রপাতি।

রংপুর ফাউন্ড্রী লিমিটেড এর পণ্য বাজারে দীর্ঘদিন ধরে ক্রেতার কাছে আস্থা অর্জন করে আসছে। বিশুদ্ধ পানি ও সেচ কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের পাশাপাশি গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠান ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। এছাড়া দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও কৃষি সহায়ক নানা যন্ত্রপাতি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে

পরিচালক চৌধুরী কামরুজ্জামান ১৯৯৫ সালে কোম্পানিতে যোগদান করেন এবং সেসময় থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। রংপুর ফাউন্ড্রী লিমিটেড প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের সহযোগী একটি প্রতিষ্ঠান। চৌধুরী কামরুজ্জামান রংপুর ফাউন্ড্রি'র পাশাপাশি গ্রুপের অন্যান্য কোম্পানিকে এগিয়ে নিতে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বর্তমানে গ্রুপের অধীনে ১ লাখ ৪৫ হাজার জনবল কাজ করছে। এছাড়া বিশ্বের প্রায় ১৪৫টি দেশে এসব প্রতিষ্ঠানের পণ্য নিয়মিত রপ্তানি হচ্ছে।

বিপণনে ২৪ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চৌধুরী কামরুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ব্যবসায়িক কাজে ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশ নিয়েছেন। চৌধুরী কামরুজ্জামান কর্মজীবনে সফলতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সময় সম্মানজনক নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব চৌধুরী কামরুজ্জামানকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব মোঃ মাহবুব আলম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এরফান এগ্রো ফুড লিমিটেড

ক্ষুদ্র শিল্প (উৎপাদন)

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

সফল শিল্পোদ্যোক্তা মোঃ মাহবুব আলম ১৯৯১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন পড়াশুনা সম্পন্ন করে দ্বিতীয় প্রজন্ম হিসাবে ২০১৪ সাল থেকে "এরফান গ্রুপ"- এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। সব সময় চেয়েছিলেন তাঁর মাধ্যমেই যেন হাজার হাজার বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয় আর সেই ভালোলাগা, একাগ্রতা অত্যন্ত নিষ্ঠা, কাঠোর পরিশ্রম, এবং সততার সাথে ছিল সময়োপযোগি দূরদৃষ্টির কারণে আজ তিনি একজন তরুন সফল ব্যবসায়ী।

তিনি ২০১৪ সালে এরফান এগ্রো ফুড লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে কাজ শুরু করেন। এই প্রতিষ্ঠান মূলত বিভিন্ন ধরনের চাল জাতীয় পণ্য যেমন- চিনিগুঁড়া সুগন্ধি, সম্পাকাটারি সুগন্ধি চাল, বাংলামতি চাল ইত্যাদি কৃষক থেকে ধান সংগ্রহ করে তা সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে চাল উৎপাদন ও "এরফান" ব্যান্ড সুনামের সাথে সারা বাংলাদেশের বাজারজাত করে আসছে। এই প্রজেক্টে সকল প্রকার আধুনিক মিল মেশিনারিজ ব্যবহার এবং ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে চাল উৎপাদন করা হয়।

পরবর্তীতে তিনি কৃষি প্রক্রিয়াজাত উন্নতমানের খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বিপণনের লক্ষ্যে "এরফান সুপার ফুডস লিমিটেড" নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন যা গাজীপুর মাওনায় অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের তিনি এফ এম সি জি রিটেইল জগতে প্রবেশ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যেম উন্নতমানের কাঁচামাল থেকে এরফান ব্র্যান্ড এর বিভিন্ন ভোগ্য পণ্য যেমন- চাল, মুড়ি, সেমাই, নুড্‌লস, সস্, চাটনি, সফট ড্রিংকস পাউডার, মটর ভাজা, ডাল ভাজা ইত্যাদি উৎপাদন করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বাজারজাত করে আসছেন। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন- আমেরিকা, সুইডেন, ইতালি, ডেনমার্ক, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশে এই সকল পণ্য রপ্তানি করছেন।

এগ্রো ব্যবসার পাশাপাশি পর্যটন খাতে ব্যবসা সম্প্রসারন এর লক্ষ্যে এরফান গ্রুপের নতুন সহযোগী প্রতিষ্ঠান "স্কাই ভিউ ইন" নামে একটি তিন তারকা মানের হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ব্যবসা চাঁপাইনাবাবগঞ্জের বাণিজ্যিক এলাকায় স্থাপন করেন। এই হোটেল বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৩৬টি এসি রুম আছে, এছাড়াও রেস্টুরেন্ট, ব্যাংকুয়েট হল, রুফ টপ রেস্টুরেন্ট আছে। স্কাই ভিউ ইন চাঁপাইনবাবগঞ্জের ইতিহাসে প্রথম তিন তারকা মানের হোটেল।

এছাড়াও ব্যবসায়িক সংগঠন সাথে যুক্ত এফবিসিসিআই এর ২০২১-২০২৩ স্ট্যান্ডিং কমিটির কো-চেয়ারম্যান এবং তিনি এফবিসিসিআই এর সদস্য। বাংলাদেশ অটো মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিল মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক। এছাড়াও তিনি সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে স্কুল, কলেজ মাদ্রাসা, মসজিদ, ওয়েলফেয়ার ফান্ড এর মাধ্যমে হত দরিদ্রদের মাঝে উপবৃত্তিপ্রদান, চিকিৎসা সেবা, গরিব মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এলাকায় ত্রান বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ করে অসহায়দের মাঝে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

এগ্রো ফুড শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মোঃ মাহবুব আলমকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

জনাব এম.এ.সবুর

স্বত্ত্বাধিকারী

মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ

মাইক্রো শিল্প

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) ২০২১

মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ বাংলাদেশের একটি বিশুদ্ধ দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এ শিল্পের বিকাশ এবং বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের পুষ্টির চাহিদা এবং গরুর দুধের সংকট মেটানোর পাশাপাশি বেকার সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে মাসকো গ্রুপের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব এম. এ সবুর ২০১৪ সালে মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ নামে একটি দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সম্পূর্ণ ভেজালমুক্ত দুধ এবং দুগ্ধজাতীয় পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশের জনগনকে দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করা। ভোক্তাদের জন্য উৎপাদিত পণ্যের মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান সংকল্পবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত কর্মীদের সহযোগিতায় এবং আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠান বর্তমানে সর্বোচ্চ গুনগত মানসম্পন্ন দুধ ও দুগ্ধজাতীয় পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতে সক্ষম।

পরিবেশের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন ব্যতীত উক্ত প্রতিষ্ঠানের দুধ উৎপাদন ক্রমান্বয়ে সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গাভীর দুধ দোহন ব্যবস্থা ও গাভীর শরীরে বিশেষ ডিভাইস স্থাপনের মাধ্যমে গাভীর গর্ভাবস্থাসহ শারীরিক সকল অবস্থা মোবাইল ও কম্পিউটারের মাধ্যমে বার্তা সংরক্ষণ করা হয়। খামারের খাদ্য সমূহ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে পরীক্ষিত ও মান নির্ণয়ের পর যথার্থ বলে বিবেচিত হলেই গরুর খাদ্য হিসাবে খাওয়ানো হয়। নিয়োজিত জনবলকে ডেইরী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার কার্যক্রম বিদ্যমান। প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত অবস্থা, হেলথ এবং সেফটি নীতিমালা রয়েছে যা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বায়ু গ্যাস প্রকল্প বিদ্যমান রয়েছে যার বর্জ্যসমূহ দিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে থাকে।

মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ সবুজ প্রকৃতি গড়ার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে গাছ বিতরন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে অনুদান প্রদান করে থাকে।

ডেইরী শিল্পখাতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা

বিগত সময়ের সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা প্রাপ্তদের তালিকা

সিআইপি (শিল্প ২০১৭ : ৪৮(আটচল্লিশ) জন

(ক) এনসিআইডি পদাধিকারবলে ঃ ০৬ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১	জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ	সভাপতি দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফ বি সি সি আই) ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
০২	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	সভাপতি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বিজিএমইএ কমপেক্স, ২৩/১ পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৩	মিজ রুপালী হক চৌধুরী	প্রেসিডেন্ট ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি শামা হোমস, এপার্টমেট # সি-৩, বাড়ী # ৫৯, সড়ক # ১, বক # আ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
০৪	মিজ সেলিমা আহমদ	প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি গুলশান গ্রেস, এপার্টমেন্ট ২/সি, বক-সিডবিউএস (সি) সাউথ এভিনিউ, গুলশান ১, ঢাকা-১২১২
০৫	জনাব সালাহউদ্দিন কাশেম খান	প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) চেম্বার ভবন, ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
০৬	মির্জা নূরুল গণী শোভন	সভাপতি জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি বাংলাদেশ (নাসিব) মেজবাহ উদ্দিন পাজা (৭ম তলা), ৯১ নিউ সার্কুলার রোড-১২১৭

(খ) বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন) খাতে ঃ ১৫ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১	জনাব আলীহোসাইন আকবরআলী	চেয়ারম্যান বিএমআরএম স্টীলস্ লিঃ আলী ম্যানশন, ১২০৭/১০৯৯ সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
০২	জনাব মোহাম্মদ আলী তালুকদার	চেয়ারম্যান ডিএন্ডএস প্রিটি ফ্যাশনস লিঃ বাড়ী-৮, রোড-১৪ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোন, গুলশান, ঢাকা-১২১২
০৩	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিন্নাত ফ্যাশনস লিমিটেড বিজিএমই কমপ্লেক্স (১৩তলা), ২৩/১ পান্থপথ লিংক রোড, ঢাকা-১২১৫
০৪	জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক	পরিচালক জেএমআই রিরিঞ্জেস এন্ড মেডিকেল ডিভাইসেস লিঃ ৭/এ, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
০৫	জনাব বি.এম.শোয়েব	ব্যবস্থাপনা পরিচালক নান্নু স্পিনিং মিলস লিঃ ১০৯ ইসলামপুর রোড, ঢাকা।
০৬	ইঞ্জিঃ মোঃ সফিকুর রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক হ্যামস গার্মেন্টস লিঃ বাড়ী-৭২, রোড-৩, ব্লক-বি, নিকেতন, গুলশান-২, ঢাকা।
০৭	জনাব মোঃ পারভেজ রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
০৮	জনাব এস.এ.কে একরামুজ্জামান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরএকে সিরামিক্স (বাংলাদেশ) লিঃ আরএকে টাওয়ার (৮ম, ৯ম ও ১০ম তলা), ১/এ জসিম উদ্দিন এভিনিউ, সেক্টর-৩, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
০৯	জনাব ফিরোজ আলম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেংগল পলি এন্ড পেপার স্যাক লিঃ বেংগল হাউজ, ৭৫, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা।

(খ) বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন) খাতে ঃ ১৫ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১০	জনাব মোঃ বাদশা মিয়া	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাদশা টেক্সটাইল লিঃ কনফিডেন্স সেন্টার (১১তলা), খ-৯, প্রগতি স্বরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২
১১	প্রকৌঃ মোঃ আবু নোমান হাওলাদার	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিবিএস ক্যাবলস লিঃ গ-৬৪, মধ্যবাড্ডা, প্রগতি স্বরণি, ঢাকা-১২১২।
১২	জনাব সাফওয়ান সোবহান	পরিচালক বসুন্ধরা পেপার মিলস লিঃ বসুন্ধরা সিটি, ১৩/ক/১ পান্থপথ, ঢাকা।
১৩	মিজ্ মাহরীন নাসির	পরিচালক মীর সিরামিক লিঃ বাড়ী-১৩, সড়ক-১২ ধানমন্ডী আ/এ, ঢাকা-১২০৯।
১৪	জনাব অঞ্জন চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ স্কয়ার সেন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা
১৫	জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউনিভার্সেল জিন্স লিঃ, প্লট নং-০৯-১১, সেক্টর-৬/এ, চট্টগ্রাম ইপিজেড, চট্টগ্রাম

(গ) বৃহৎ শিল্প (সেবা) খাতে ঃ ০৫ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১	খন্দকার মনির উদ্দীন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এস টিএস হোল্ডিং লিঃ (এ্যাপোলো হসপিটালস লি) বাড়ী নং ৩৪৬এ, রোড-১২, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা
০২	জনাব সাজেদুল ইসলাম	ভাইস চেয়ারম্যান নাভানা রিয়েল এস্টেট লিঃ বাড়ী-৩/এ, রোড-৯০, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০৩	প্রকৌশলী মোঃ আতিকুর রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স ভবন, ৬৯ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
০৪	মীর নাসির হোসেন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মীর আক্তার হোসেন লিঃ বাড়ী-১৩, সড়ক-১২, ধানমন্ডী আ/এ, ঢাকা
০৫	জনাব মোহাম্মদ রিয়াদ আলী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইন্ট্রাকো রিফিউলিং স্টেশন লিঃ বাসা-৪০, রোড-৯, ব্লক-জে, প্রগতি স্বরণি, বারিধারা, ঢাকা

(ঘ) মাঝারি শিল্প (উৎপাদন) খাতে ঃ ০৯ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১	জনাব মোহাম্মদ ফায়জুর রহমান ভূঞা	স্বত্বাধিকারী মেসার্স জজ ভূঞা টেক্সটাইল মিলস গাউছিয়া কাসেম সেন্টার (৮ম তলা), ১০/২ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা
০২	জনাব মোঃ এনামুল হাসান খান	চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রমি এগ্রো ফুডস লিঃ ৪৬ আব্দুল্লাপুর, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
০৩	জনাব আব্দুস সোবহান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক অকো-টেক্স লিমিটেড বাড়ী নং ১০৩, নদার্ন রোড, ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা
০৪	জনাব মোঃ মাহিদুল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স সিটাডেল এপারেলস লিঃ ১৫/বি, ডিআইটি রোড, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ঢাকা-১২১৯
০৫	জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন ভূইয়া লিটন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাধবদী ডাইং ফিনিশিং মিলস লিঃ ছোট গদাইরচর, মাধবদী, নরসিংদী

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০৬	জনাব আরিফ আহমেদ চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফুওয়াং ফুডস লিঃ বাড়ী নং ৫৫, সড়ক নং ১৭, বনানী আ/এ, ঢাকা-১২১৩
০৭	জনাব আজমাত রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারইস্ট ড্রেসেস লিমিটেড: এম-২, সেকশন-৭, মিরপুর শিল্প এলাকা ঢাকা-১২১৬
০৮	জনাব মোহাম্মদ মুছা মিয়া	চেয়ারম্যান কুলিয়ারচর সী ফুডস (কক্সবাজার) লিমিটেড এর এম সেন্টার (৩য় তলা) ১০১ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২
০৯	জনাব জেড এম গোলাম নবী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বসুমতি ডিসট্রিবিউশন লিঃ সিংগাইর রোড, নন্দখালী, তেঁতুলঝোড়া, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা।

(ঙ) মাঝারি শিল্প (সেবা) খাতে ঃ ০৩ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১	জনাব সফিউল ইসলাম	চেয়ারম্যান নাভানা লিঃ ঢাকা-১২০৮। নাভানা টয়েটা সেন্টার, ২০৫-২০৭ তেজগাঁও শি/এ,
০২	মিসেস জেসমিন সুলতানা	পরিচালক শান্তা হোল্ডিংস লিমিটেড শান্তা ওয়েস্টার্ন টাওয়ার (লেভেল-১০), ১৮৬, বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩	খান মোঃ আফতাবউদ্দিন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্পেক্ট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড বাড়ী -১৭, সড়ক-১০৬, ব্লক-সিইএন (এফ), গুলশান-২, ঢাকা।

(চ) ক্ষুদ্র শিল্প (উৎপাদন) খাতে ঃ ০৫ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১	জনাব ইউ এম আশেক	ব্যবস্থাপনা পরিচালক অন্বেষা স্টাইল লিঃ বাড়ী ৪৪৮, রোড-২৮, মিরপুর ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা।
০২	জনাব মোঃ মোঃ আলী হোসেন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোনালী ফেব্রিক্স এন্ড টেক্সটাইল মিলস (প্রাঃ) লিঃ ছোট গদাইরচর, মাধবদী পৌরসভা, মাধবদী, নরসিংদী
০৩	জনাব মোঃ মিজবার রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক কিয়াম মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুমারগাড়া, কুষ্টিয়া।
০৪	জনাব রেজাউল করিম	পরিচালক আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লিঃ ১৩৬ উত্তর সাটিরপাড়া, বিলাসদী, পো+থানা+জেলা-নরসিংদী
০৫	সৈয়দ হারুন গণি	পরিচালক হান্ড্রেড প্লাস এক্সপো লিঃ পায়রা-৩ ঝর্ণারপাড়, সিলেট

(ছ) ক্ষুদ্র শিল্প (সেবা) খাতে ঃ ০১ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১	জনাব মোঃ রুহুল আলম আল মাহবুব	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড খাজা প্যালেস, ৭৬/বি (৩য় ও ৪র্থ তলা), ১১, বীর উত্তম খাদেমুল বাসার সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১৩

(জ) মাইক্রো শিল্প (সেবা) খাতে ঃ ০২ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১	জনাব আবুল কালাম ভূইয়া	ব্যবস্থাপনা পরিচালক যমুনা মিটার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ১৬৫, নবাবপুর রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০
০২	জনাব যশোদা জীবন দেবনাথ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক টেকনোমিডিয়া লিমিটেড এনএসসি টাওয়ার (১০ম তলা), ৬২/এ পুরানা পল্টন ঢাকা -১০০০

(জ) কুটির শিল্প খাতে ঃ ০২ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১	জনাব আদম তমিজি হক	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স হক ড্রাইলেস লিঃ হক সেন্টার, ৩৭ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণী তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা
০২	মিজ্ মাসুদা ইয়াসমিন উর্মি	প্রোপ্রাইটর স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস ৪০৯, টোকিও স্কয়ার, জাপান গার্ডেন সিটি মোহাম্মদপুর, ঢাকা

সিআইপি (শিল্প) ২০১৬ : ৫৬ (ছাপান্ন) জন

(ক) এনসিআইডি পদাধিকারী ঃ ০৮ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১	জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ	সভাপতি দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফ বি সি সি আই) ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
০২	জনাব এ কে আজাদ	সভাপতি বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বি সি আই) বিসিআইসি ভবন (৪র্থ তলা), ৩০-৩১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
০৩	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	সভাপতি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বিজিএমইএ কমপেক্স, ২৩/১ পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার, ঢাকা ।
০৪	জনাব এ কে এম সেলিম ওসমান	সভাপতি বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), প্রধান কার্যালয়ঃ প্রেস ক্লাব ভবন, ২য় তলা, ২৩৩/১, বি বি রোড, নারায়ণগঞ্জ
০৫	মিজ রুপালী হক চৌধুরী	প্রেসিডেন্ট ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি শামা হোমস, এপার্টমেট # সি-৩, বাড়ী # ৫৯, সড়ক # ১, বক # আ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
০৬	মিজ সেলিমা আহমদ	প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি গুলশান গ্রেস, এপার্টমেন্ট ২/সি, বক-সিডবিউএস (সি) সাউথ এভিনিউ, গুলশান ১, ঢাকা-১২১২
০৭	জনাব তপন চৌধুরী	প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন ইউনিক ট্রেড সেন্টার (লেভেল ৮), ৮ পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০৮	মির্জা নূরুল গণী শোভন	সভাপতি জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি বাংলাদেশ (নাসিব) মেজবাহ উদ্দিন পাজা (৭ম তলা), ৯১ নিউ সার্কুলার রোড-১২১৭

(খ) বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন) খাতে ঃ ২০ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১	জনাব আলী হোসাইন আকবর আলী	চেয়ারম্যান বিএসআরএম স্টিলস্ লিঃ আলী ম্যানশন, ১২০৭/১০৯৯ সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
২	জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউনিভার্সেল জিন্স লিঃ প্লট নং ০৯-১১, সেক্টর ৬/এ, চট্টগ্রাম ইপিজেড, চট্টগ্রাম
৩	জনাব মোঃ পারভেজ রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া
৪	ড আরিফ দৌলা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ সি আই লিঃ ২৪৫, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
৫	জনাব আমের আলী হোসাইন	ব্যস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিঃ আলী ম্যানশন, ১২০৭/১০৯৯, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
৬	জনাব আব্দুস ছামাদ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (নোমান)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ আদমজী কোর্ট (৫ম তলা) ১১৫-১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
৭	জনাব তানভীর আহমেদ	পরিচালক কসমোপলিটন ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ হাইজ নং-১৭, রোড নং-১৫, সেক্টর-৩, রবীন্দ্র সরণী, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৮	জনাব আব্দুল মোনেম	ব্যস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মোনেম লিঃ মোনেম বিজনেস ডিসট্রিক্ট, ১১১, বি আর সি দত্ত রোড, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫
৯	প্রকৌশলী মোঃ আবু নোমান হাওলাদার	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস লিঃ বাসা-২৬, রোড-৩, বক- আই, বনালী, ঢাকা-১২১৩
১০	মির্জা সালমান ইস্পাহানী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক পাহাড়তলী টেক্সটাইলস এন্ড হোসিয়ারী মিলস ইস্পাহানী বিল্ডিং, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
১১	আলহাজ আব্দুল মামুন ভূইয়া	চেয়ারম্যান ফারিহা নিট টেক্স লিঃ বাড়ি-৮৫, রোড-০৪, বক-বি, বনানী, ঢাকা-১২১৩
১২	জনাব মোঃ শামসুর রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম আর এস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া
১৩	জনাব কে, এম, রেজাউল হাসনাত	ব্যস্থাপনা পরিচালক মেসার্স ভিয়েলাটেক্স লিঃ ২৯৭, খরতৈল, গাজীপুর সাতাইশ রোড, টঙ্গী, গাজীপুর
১৪	জনাব আব্দুল হাই সরকার	চেয়ারম্যান সোহাগপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ রিচমিন্ড কনকর্ড (৬ষ্ঠ তলা), গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
১৫	সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর	মনোনীত মালিক পরিচালক প্যাসিফিক জিন্স লিঃ প্লট নং ১৪-১৯, সেক্টর-০৫, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম
১৬	জনাব অঞ্জন চৌধুরী	ব্যস্থাপনা পরিচালক স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ স্কয়ার সেন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
১৭	ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান	ব্যস্থাপনা পরিচালক পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ শেলটেক পান্থকুঞ্জ ১৭ শুক্রাবাদ, পশ্চিম পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১৮	জনাব কুতুব উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান, এনভয় টেক্সটাইলস্ লি এনভয় টাওয়ার, (৫ম ফ্লোর-৮ম ফ্লোর) ১৮/ই, লেক সার্কাস, কলাবাগান, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫
১৯	জনাব মোঃ বাদশা মিয়া	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাদশা টেক্সটাইলস লিঃ কনফিডেন্স সেন্টার (১১ তলা), খ-৯, প্রগতি সরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২
২০	জনাব সায়েম সোবহান	উদ্যোক্তা পরিচালক মেঘনা সিমেন্ট মিলস লিঃ বসুন্ধরা সিটি, ১৩/ক/১, পান্থপথ, ঢাকা

(গ) বৃহৎ শিল্প (সেবা) খাতে ঃ ০৫ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১	খন্দকার মনির উদ্দীন	ব্যস্থাপনা পরিচালক এস টি এস হোল্ডিংস লিঃ বাড়ি নং ৮/এ, রোড-১৪৩, গুলশান-১, ঢাকা
২	জনাব সাজেদুল ইসলাম	ভাইস চেয়ারম্যান নাভানা রিয়েল এস্টেস লিঃ বাড়ি নং- ৩/এ, রোড ং-৯১, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
৩	জনাব এস এম কালাম উদ্দীন	চেয়ারম্যান কনকর্ড রিয়েল এস্টেট এন্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ কন কর্ড সেন্টার, ৪৩ উত্তর বাণিজ্যিক এলাকা গুলশান-ঢাকা-১২১২
৪	চৌধুরী হাসান মাহমুদ	ব্যস্থাপনা পরিচালক জিএমই এগ্রো লিঃ জি এম ই হাইজ, বাড়ি-২১, রোড-১৩, বক-জি, নিকেতন গুলশান, ঢাকা
৫	ডঃ তৌফিক এম সেরাজ	ব্যস্থাপনা পরিচালক শেলটেক (প্রাঃ) লিঃ শেলটেক টাওয়ার, ৫৫ বীর উত্তম কাজী নুরুজ্জামান সড়ক, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা

(ঘ) মাঝারি শিল্প (উৎপাদন) খাতে ঃ ১২ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১	জনাব আহসান খান চৌধুরী	পরিচালক আরএফএল প্লাস্টিকস্ লিঃ প্রাণ-আর এফ এল সেন্টার, ১০৫, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।
২	জনাব এনামুল হাসান খান	চেয়ারম্যান প্রমি এগ্রো ফুডস লি. ৪৬, আব্দুল্লাহপুর, উত্তরা, ঢাকা।
৩	জনাব আব্দুস সোবহান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক অকো-টেক্স লিমিটেড বাড়ি নং ১০৩, নর্দান রোড, ওএইচএস, বারিধারা, ঢাকা।
৪	জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন ভূইয়া লিটন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাদবদী ডাইং ফিনিশিং মিলস লিঃ ছোট গদাইরচর, মাধবদী, নরসিংদী।
৫	জনাব আরিফ আহমেদ চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফু-ওয়াং ফুডস লি. বাড়ি নং ৫৫, সড়ক নং ১৭, বনানী আ/এ, ঢাকা।
৬	জনাব রামজুল সিরাজ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ্যাকোয়া মিনারেল টারপেনটাইন এন্ড সলভেন্টস প্লান্ট লি., সাউথ এভিনিউ টাওয়ার, বাড়ি-৫০, রোড-০৩, ০৭ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা।
৭	জনাব মোঃ মাহিদুল ইসলাম খান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স সিটাডেল এপারেলস লি., ৯৫/বি, ডিইটি রোড, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।
৮	জনাব আবুদল জব্বার মোল্লা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জালালাবাদ ফ্রোজেন ফুডস লি. ১৬ হাজী মহসিন রোড, খুলনা।

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৯	জনাব জেড এম গোলাম নবী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বসুমতি ডিসট্রিবিউশন লি. নন্দখালি, তেতুলঝোড়া, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা।
১০	জনাব এ এস এম মঈনউদ্দিন মোনেম	পরিচালক ইগলু ফুডস লি., মোনেম বিজনেস ডিসট্রিক্ট ১১১ বীর উত্তম সিআর দত্ত রোড, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫।
১১	জনাব মোঃ মজিবর রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি আর বি পলিমার লি., বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
১২	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশাররফ স্পিনিং মিলস (প্রা.) লি. মোশাররফ টাওয়ার-২ (৪র্থ তলা), শেখেরচর, বাবুরহাট, নরসিংদী।

(ঙ) মাঝারি শিল্প (সেবা) খাতে ঃ ৩ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১	খান মোঃ আফতাব উদ্দিন	চেয়ারম্যান স্পেক্ট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লি., বাড়ি-১৭, সড়ক-১০৬, ব্লক-সিইএন (এফ), গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
২	মিজ জেসমিন সুলতানা	পরিচালক শান্ত প্রোপার্টিস লি. শান্তা ওয়েস্টার্ন টাওয়ার, লেভেল-১০, ১৮৬ বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩	জনাব তানভিরুল হক প্রবাল	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিল্ডিং ফর ফিউচার লি. গগন শিরিশ (তয় ও ৪র্থ তলা) ৭৬ ও ৭৬/১ পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫।

(চ) ক্ষুদ্র শিল্প (উৎপাদন) খাতে ঃ ৫ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১	জনাব মোঃ মিজবার রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক কিয়াম মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি. বিসিক শিল্প নগরী, কুমারপাড়া, কুষ্টিয়া
২	মিজ ফারহানা মোনেম	চেয়াম্যান ফুজি ইংক ইন্ডাস্ট্রিজ লি. জিএই হাউস বাড়ি নং-২১, রোড নং-১৩, ব্লক-জি, নিকেতন গুলশান, ঢাকা-১২১২ ।
৩	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ মাহিন	চেয়ারম্যান আরএমএম লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ লি., লেভেল-০৬, স্যুট-৬০১, কনকর্ড, ঢাকা-১২১৫ ।
৪	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	ভাইস চেয়ারম্যান রানার ব্রিকস লি. ১৩৮/১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ।
৫	জনাব মোহাম্মদ আবু শাহরিয়ার	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সবজীয়ানা লি. তাহের টাওয়ার (৯ম তলা), ১০ গুলশান উত্তর বা/এ গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ।

(ছ) ক্ষুদ্র শিল্প (সেবা) খাতে ঃ ০১ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১	জনাব নুরুল কাইয়ুম খান	চেয়ারম্যান কিউএনএস কনটেইনার সার্ভিসেস লিঃ প্লট নং- ৬৪-৬৬, সেক্টর-৭, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম

(জ) মাইক্রো শিল্প খাতে ঃ ০১ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১	জনাব যশোদা জীবন দেবনাথ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক টেকনোমিডিয়া লিমিটেড এনএসসি টাওয়ার (১০ম তলা), ৬২/এ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ।

(ঝ) ক্ষুদ্র শিল্প (সেবা) খাতে ঃ ০১ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১	জনাব সানাউল হক বাবুল	স্বত্বাধিকারী এবি ফ্যাশন মেকার ২৮ মিরপুর রোড (গোল্ডেন গেইট শপিং সেন্টার), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ।

সিআইপি (শিল্প) ২০১৫ : ৫৬ (ছাপান্ন) জন

(ক) এনসিআইডি পদাধিকারী ঃ ০৭ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১	কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ	সভাপতি দি ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০২	জনাব আবুল কালাম আজাদ	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাষ্ট্রিজ (বিসিআই), বিসিআইসি ভবন (৪র্থ তলা), ৩০- ৩১ দিলকুশা, বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০৩	জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, ২৩/১ পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৪	জনাব এ.কে.এম. সেলিম ওসমান এমপি	সভাপতি, বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) প্রেস ক্লাব ভবন, ২য় তলা, ২৩৩/১, বিবি রোড, নারায়ণগঞ্জ।
০৫	মিজ রুপালী হক চৌধুরী	প্রেসিডেন্ট, ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) শামা হোমস, এপার্টমেন্ট # সি-৩, বাড়ী # ৫৯, সড়ক # ১, ব্লক # আই, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
০৬	মিজ সেলিমা আহমাদ	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, গুলশান গ্রেস, এপার্টমেন্ট ২/সি, ব্লক-সিডব্লিউএস (সি), সাউথ এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
০৭	জনাব তপন চৌধুরী	প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন, ইউনিক ট্রেড সেন্টার(লেভেল-৮), ৮ পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

(খ) বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন) খাতে ঃ ২০ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০৮.	জনাব মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারিহা নীট টেক্স লিঃ বাড়ী-৩৪৫, রোড-২৫, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
০৯.	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইসলাম রি-রোলিং মিলস (প্রাঃ) লিঃ ২৩/০৩ বেগমগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা
১০.	জনাব মোবারক আলী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, আমিন কোর্ট, ৬২-৬৩ মতিঝিল, ঢাকা।
১১.	ড. আরিফ দৌলা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসিআই লিঃ ২৪৫ তেজগাও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৪
১২.	জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ	পরিচালক কামাল ইয়ার্ণ লিঃ কনফিডেন্স সেন্টার (১১ তলা), খ-৯, প্রগতি স্বরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
১৩.	জনাব সেলিম আহমেদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুপার রিফাইনারী (প্রাঃ) লিঃ এলিট হাউজ, সিডিএ এভিনিউ, চট্টগ্রাম।
১৪.	জনাব ফিরোজ আলম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেংগল পলি এন্ড পেপার স্যাক লিঃ বেংগল হাউজ, ৭৫ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা।
১৫.	জনাব মোঃ বাদশা মিয়া	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাদশা টেক্সটাইল লিঃ কনফিডেন্স সেন্টার (১১ তলা), খ-৯, প্রগতি স্বরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
১৬.	জনাব মোঃ পারভেজ রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
১৭.	জনাব আমের আলী হোসাইন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ ষ্টীল রি-রোলিং মিলস লিঃ আলী ম্যানশন, ১২০৭/১০৯৯ সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০।

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১৮	জনাব আবদুল মোনেম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল মোনেম লিঃ মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট, ১১১, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫।
১৯	জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউনিভার্সেল জিন্স লিঃ, প্লট নং-০৯-১১, সেক্টর-৬/এ, চট্টগ্রাম ইপিজেড, চট্টগ্রাম।
২০	মির্জা সালমান ইস্পাহানি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক পাহাড়তলী টেক্সটাইল এন্ড হোসিয়ারী মিলস, ইস্পাহানি বিল্ডিং, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
২১	সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর	মনোনীত মালিক পরিচালক প্যাসিফিক জিন্স লিঃ প্লট নং-১৪-১৯, সেক্টর-০৫, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম।
২২	হাজী ইউনুছ আহমদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোর টু শোর (বাংলাদেশ) লিঃ ৩৫/এএন্ডবি কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম।
২৩	জনাব এম আনিস উদ দৌলা	চেয়ারম্যান এসিআই ফরমুলেশন লিঃ এসিআই সেন্টার, ২৪৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৪।
২৪	জনাব অঞ্জন চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ স্কয়ার সেন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
২৫	জনাব তানভীর আহমেদ	পরিচালক কসমোপলিটন ইন্ডাষ্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ হাউজ নং-১৭, রোড নং-১৫, সেক্টর-৩, রবীন্দ্র স্মরণী, উত্তরা,ঢাকা-১২৩০।
২৬	জনাব কুতুব উদ্দিন আহমেদ,	চেয়ারম্যান, এনভয় টেক্সটাইলস্ লিঃ এনভয় টাওয়ার লিঃ (৫ম ফ্লোর-৮ম ফ্লোর) ১৮/ই লেক সার্কাস কলাবাগান, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫।
২৭	জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জেএমআই সিরিঞ্জেস এন্ড মেডিক্যাল ডিভাইসেস লিঃ ৭/এ শান্তিবাগ, ঢাকা।

(গ) বৃহৎ শিল্প (সেবা) খাতে ঃ ০৫ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
২৮.	খন্দকার মনির উদ্দীন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসটিএস হোল্ডিংস লিঃ, বাড়ী নং ৮/এ, রোড ১৪৩, গুলশান-১, ঢাকা।
২৯.	চৌধুরী হাসান মাহমুদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিএমই এগ্রো লিঃ জিএমই হাউস, বাড়ী-২১, রোড-১৩, ব্লক-জি, নিকেতন, গুলশান, ঢাকা।
৩০.	মিজ মাহবুবা নাসির	ব্যবস্থাপনা অংশীদার মীর আকতার হোসেন লিঃ সড়াক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।
৩১.	ডঃ তৌফিক এম সেরাজ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেলটেক (প্রাঃ) লিঃ শেলটেক টাওয়ার, ৫৫ বীর উত্তম কাজী নুরুজ্জামান সড়ক, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা
৩২.	জনাব সাজেদুল ইসলাম	ভাইস চেয়ারম্যান নাভানা রিয়েল এস্টেট লিঃ বাড়ী নং ৩/এ, রোড নং ৯১, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

(ঘ) মাঝারি শিল্প (উৎপাদন) খাতে ঃ ১২ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৩৩.	জনাব আহসান খান চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরএফএল পাষ্টিকস্ লিঃ প্রাণ-আর এফ এল সেন্টার, ১০৫, মধ্য বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা।
৩৪.	জনাব আব্দুস সোবহান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক অকো-টেক্স লিমিটেড বাড়ী নং ১০৩, নদার্ণ রোড, ডিওএইচএস, বারিধারা, ঢাকা।
৩৫.	জনাব আরিফ আহমেদ চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফু-ওয়াং ফুডস লিঃ বাড়ী নং ৫৫, সড়ক নং ১৭, বনানী আ/এ, ঢাকা।
৩৬.	জনাব জেড এম গোলাম নবী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বসুমতি ডিসট্রিবিউশন লিঃ সিংগাইর রোড, নন্দখালী, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা।
৩৭.	জনাব মোহাম্মদ ফায়জুর রহমান ভূঞা	স্বত্বাধিকারী মেসার্স জজ ভূঞা টেক্সটাইল মিলস নওপাড়া, মাধবী, নরসিংদী।

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৩৮.	জনাব মোঃ মাহিদুল ইসলাম খান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স সিটাডেল এপারেলস লিঃ ৯৫/বি, ডিআইটি রোড, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, ঢাকা।
৩৯.	জনাব মোঃ মফিজুর রহামান	চেয়ারম্যান কারমো ফোম এন্ড এ্যাডহেসিভ ইন্ডাঃ লিঃ ৯৫ মতিঝিল বা/এ, ইব্রাহীম চেম্বার (৫ম তলা) ঢাকা-১০০০।
৪০.	জনাব রামজুল সিরাজ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ্যাকোয়া মিনারেল টারপেন্টাইন এন্ড সলভেন্টস পাল্ট লিঃ সাউথ এভিনিউ টাওয়ার, বাড়ী-৫০, রোড-০৩, ০৭ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা।
৪১.	জনাব এ এস এম মঈনউদ্দিন মোনেম	পরিচালক ইগলু ফুডস লিঃ, মোনেম বিজনেস ডিসট্রিক্ট ১১১ বীর উত্তম সিআর দত্ত রোড, সোনারগাও রোড (পুরাতন), ঢাকা-১২০৫।
৪২.	জনাব মোঃ মজিবর রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি আর বি পলিমার লিঃ, বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
৪৩.	কাজী ইনাম আহমেদ	পরিচালক জেমিনি সী ফুডস লিঃ, বাড়ী নং ৪৪, রোড-১৬ (পুরাতন-২৭), ধানমন্ডি, ঢাকা।
৪৪.	জনাব মোঃ মাসুদ জামান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেলী ইয়ার্ণ ডাইং লিঃ এ, এইচ, টাওয়ার (১২ তলা), বাড়ী-৫৬, রোড-২, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা।

(ঙ) মাঝারি শিল্প (সেবা) খাতে ঃ ০৩ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৪৫.	খান মোঃ আফতাব উদ্দিন	চেয়ারম্যান স্পেক্টা ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ বাড়ী-১৭, সড়ক-১০৬, ব্লক-সিইএন (এফ), গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
৪৬.	মিজ জেসমিন সুলতানা	পরিচালক শান্তা প্রোপার্টিস লিঃ শান্তা ওয়েষ্টার্ন টাওয়ার ১৮৬ বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪৭.	জনাব নুরুল কাইয়ুম খান	চেয়ারম্যান কিউএনএস কনটেইনার সার্ভিসেস লিঃ প্লট নং-৬৪-৬৬, সেক্টর-৭, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম।

(চ) ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ঃ ০৪ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৪৮.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	ভাইস চেয়ারম্যান রানার ব্রিকস লিঃ ১৩৮/১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
৪৯.	জনাব ইউ এম আশেক	ব্যবস্থাপনা পরিচালক অন্বেষা ষ্টাইল লিঃ বাড়ী-৪৪৮, রোড-২৮, মিরপুর ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা।
৫০.	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ মাহিন	চেয়ারম্যান আরএম এম লেদার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ লেভেল-০৬, স্যুট-৬০১, কনকর্ড টাওয়ার, ১১৩, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।
৫১.	জনাব মোঃ মিজবার রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক কিয়াম মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুমারগাড়া, কুষ্টিয়া।

(ছ) ক্ষুদ্র শিল্প (সেবা) খাতে ঃ ০১ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৫২.	জনাব মোঃ খালিদ হোসেন খান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্পেক্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিঃ বাড়ী-১৭, সড়ক-১০৬, ব্লক-সিইএন (এফ), গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

(জ) মাইক্রো শিল্প খাতে ঃ ০২ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৫৩.	জনাব যশোদা জীবন দেব নাথ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক টেকনোমিডিয়া লিমিটেড এনএসসি টাওয়ার (১০ম তলা), ৬২/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
৫৪.	জনাব মোঃ লুৎফুল কবির	স্বত্বাধীকারী মেসার্স সান পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বাসা-২, সড়ক-২০, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা

(ঝ) কুটির শিল্প খাতে ঃ ০২ জন

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৫৫.	জনাব সানাউল হক বাবুল	স্বত্বাধিকারী এবি ফ্যাশন মেকার ২৮ মিরপুর রোড (গোলডেন গেইট শপিং সেন্টার), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।
৫৬.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (পরান)	স্বত্বাধিকারী জননী উইভিং ফ্যাক্টরী গ্রামঃ সাকরাইল (চান্দইর), পোঃ- গড়পাড়া, উপজেলা- মানিকগঞ্জ সদর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ।

সিআইপি (শিল্প)-২০১৪ : ৫৬ (ছাপান্ন) জন

(ক) এনসিআইডি পদাধিকারী ঃ ১২ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১.	জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ পিতাঃ মৃত কাজী বেলায়েত হোসেন মাতাঃ মৃত খাতেমুন্নেছা	সভাপতি ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০২.	জনাব এ. কে. আজাদ পিতাঃ মৃত-আব্দুল আজিজ মাতাঃ মিসেস মাজেদা বেগম	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই), বিসিআইসি ভবন (৪র্থ তলা), ৩০- ৩১ দিলকুশা, বা/এ, ঢাকা।
০৩.	জনাব মির্জা নূরুল গণি শোভন পিতাঃ মরহুম মির্জা জয়নুল আবেদীন মাতাঃ সালেহা খাতুন	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি বাংলাদেশ (নাসিব) মেজবাহ উদ্দিন পাজা (৭ম তলা), ৯১ নিউ সার্কুলার রোড, মৌচাক, ঢাকা।
০৪.	জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম পিতাঃ মৃত মমতাজ উদ্দিন আহমেদ মাতাঃ মাজেদা খাতুন	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, ২৩/১ পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৫.	জনাব তপন চৌধুরী পিতাঃ স্বর্গত স্যামসন এইচ চৌধুরী মাতাঃ মিসেস অনিতা চৌধূরী	সভাপতি বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিএফএ), চেম্বার বিল্ডিং, ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০৬.	মিসেস নাসরীন ফাতেমা আউয়াল পিতাঃ মৃত মোহাম্মদ শাহজাহান ভূঞা মাতাঃ মৃত মিসেস সালমা ভূঞা।	সভাপতি, উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব), এংকর টাওয়ার (৮ম তলা), ১০৮, বীর উত্তম সি, আর দত্ত রোড (নতুন), ১/১(বি), সোনারগাঁও রোড (পুরাতন), ঢাকা।
০৭.	জনাব এ. কে. এম. সেলিম ওসমান এম.পি পিতাঃ মরহুম আবুল খায়ের মোহাম্মদ সামসুজ্জোহা মাতাঃ নাগিনা জোহা	সভাপতি, বাংলাদেশ নীট ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), প্রধান কার্যালয়ঃ প্রেস ক্লাব ভবন, ২য় তলা, ২৩৩/১, বি. বি. রোড, নারায়ণগঞ্জ।
০৮.	মিজ সঙ্গীতা আহমেদ পিতা-ডঃ তোফায়েল আহমেদ মাতা-রেনু আহমেদ	সভাপতি বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি গুলশান গ্রেস, এপার্টমেন্ট-২সি(২য় তলা),হাউস নং-৮, ব্লক-সিডবিউএস(সি), সাউথ এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০৯.	জনাব মোহাম্মদ শামস-উজ জোহা পিতা-মরহুম মোহাম্মদ শামস-উল হক মাতা-হাসিনা হক	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ) আদমজী কোর্ট প্রধান ভবন (৫ম তলা), ১১৫-১২০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১০.	মিজ রুপালী হক চৌধুরী পিতা-প্রিয়দর্শন চৌধুরী মাতা-শালীনতা চৌধুরী	প্রেসিডেন্ট, ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই), শামা হোমস, এপার্টমেন্ট # সি-৩, বাড়ী # ৫৯, সড়ক # ১, ব্লক # আই, বনানী, ঢাকা।
১১.	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান পিতা-মরহুম মোহাব্বত আলী খান মাতা-মরহুম ফাতেমা খাতুন	সভাপতি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ঢাকা চেম্বার বিল্ডিং, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১২.	মিসেস রোকিয়া আফজাল রহমান পিতা-মরহুম খোন্দকার আলী আফজাল মাতা-মরহুমা সাঈদা আলী আফজাল	সভাপতি মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) চেম্বার বিল্ডিং, ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(খ) বৃহৎ শিল্প খাতে ঃ ২১ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১৩.	জনাব আব্দুস ছামাদ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (নোমান) পিতা-জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মাতা-মিসেস সুফিয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ আদমজী কোর্ট (৫ম তলা), ১১৫-১২০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
১৪.	জনাব আবদুল মোনেম পিতা-মরহুম মৌলভী আবদুল ওয়াহেদ মাতা-মিসেস হুসনা বানু	ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল মোনেম লিঃ, মোনেম বিজনেস ডিসট্রিক্ট, ১১১, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড সোনারগাঁও রোড (পুরাতন), ঢাকা।
১৫.	জনাব মোঃ পারভেজ রহমান পিতা-মোঃ মজিবর রহমান মাতা-মিসেস সেলিমা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
১৬.	জনাব সেলিম আহমেদ পিতা-মরহুম সিরাজ উদ্দিন আহমেদ মাতা-মরহুমা রাবেয়া সিরাজ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুপার রিফাইনারী (প্রাঃ) লিঃ এলিট হাউজ, সিডিএ এভিনিউ, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
১৭.	জনাব মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম পিতা-জনাব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁইয়া মাতা-মৃত মোছাঃ রাবেয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারিহা নীট টেক্স লিঃ, বাড়ী-৩৪৫, রোড-২৫, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১৮.	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম পিতা-জনাব মোঃ ইয়ার আলী মাতা-মিসেস আনোয়ারা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইসলাম রি-রোলিং মিলস (প্রাঃ) লিঃ ২৩/০৩ বেগমগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা।
১৯.	জনাব মোঃ শামসুর রহমান পিতা-জনাব মোঃ মজিবর রহমান মাতা-মিসেস সেলিমা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম আর এস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
২০.	মির্জা সালমান ইস্পাহানি পিতা-মরহুম মির্জা মেহেদী ইস্পাহানি মাতা-মিসেস রাজিয়া সুলতানা ইস্পাহানি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক পাহাড়তলী টেক্সটাইল এন্ড হোসিয়ারী মিলস, ইস্পাহানি বিল্ডিং, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
২১.	জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদ পিতা-মৃত মোঃ সাদাত আলী মাতা-মিসেস আম্বিয়া খাতুন	চেয়ারম্যান, এনভয় টেক্সটাইলস্ লিঃ এনভয় টাওয়ার লিঃ (৫ম ফ্লোর-৮ম ফ্লোর) ১৮/ই লেক সার্কাস কলাবাগান, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫।
২২.	জনাব তানভীর আহমেদ পিতা-জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদ মাতা-মিসেস রাশিদা আহমেদ	পরিচালক কসমোপলিটন ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ হাউজ নং-১৭, রোড নং-১৫, সেক্টর-৩, রবীন্দ্র স্মরণী, উত্তরা,ঢাকা।
২৩.	মিজ ফারহানা মোনেম স্বামী-চৌধুরী হাসান মাহমুদ মাতা-মিসেস মেহেরুননেসা	চেয়ারম্যান, ফুজি ইংক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড জিএমই হাউস, বাড়ী নং-২১, রোড নং-১৩, ব্লক-জি, নিকেতন, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
২৪.	জনাব এম.এ.জলিল পিতা-মুত এম.এ.গফুর মাতা-মিসেস আয়েশা আক্তার	ব্যবস্থাপনা পরিচালক পলো কম্পোজিট নীট ইন্ডাস্ট্রি লিঃ ২২৬ সিংগাইর রোড, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা
২৫.	জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন পিতা-মৃত আবদুল জলিল মাতা-মৃত আমেনা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউনিভার্সেল জিন্স লিঃ, প্লট নং-০৯-১১,সেক্টর-৬/এ, চট্টগ্রাম ইপিজেড, চট্টগ্রাম।
২৬.	জনাব অঞ্জন চৌধুরী পিতা-মৃত স্যামসন এইচ চৌধুরী মাতা-অনিতা চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্কয়ার কনজুমার প্রডাক্টস লিঃ স্কয়ার সেন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
২৭.	জনাব আলী হোসাইন আকবরআলী পিতা-মৃত আকবর আলী মাতা-মিসেস রুবাব বাই	চেয়ারম্যান বিএসআরএম স্টীলস্ লিঃ, আলী ম্যানশন, ১২০৭/১০৯৯ সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০।
২৮.	এম আনিস উদ দৌলা পিতা-মৃত খান বাহাদুর মোঃ ইসমাইল মাতা-মৃত কাওকাবুন নেসা	চেয়ারম্যান এসিআই ফরমুলেশনস লিঃ, এসিআই সেন্টার, ২৪৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৪।

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
২৯.	সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর পিতা-মোঃ নাছির উদ্দিন মাতা-সৈয়দা উম্মে হাবিবা বেগম	পরিচালক প্যাসিফিক জিন্স লিঃ প্লট নং-১৪-১৯, সেক্টর-০৫, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম।
৩০.	জনাব মে াঃ শাহজাহান পিতা-মৃত আলহাজ জালালউদ্দিন আহমেদ মাতা-মৃত আফিয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জালাল আহমেদ স্পিনিং মিলস লিঃ ইউনুস সেন্টার, লেভেল-১৯, ৫২-৫৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩১.	জনাব হাফিজুর রহমান খান পিতা-মৃত কোরেশ আলী খান মাতা-মৃত পরিজান নেছা	চেয়ারম্যান রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ ১৩৮/১, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮।
৩২.	খোদেজা ফরহাদ রুহী পিতা-মৃত এম.এ.মালেক মাতা-মৃত সাজেদা মালেক	চেয়ারম্যান ফার সিরামিকস লিঃ, টিএমসি বিল্ডিং (৪র্থ তলা), ৫২ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।
৩৩.	জনাব কাজী ইনাম আহমেদ পিতা-কাজী শাহেদ আহমেদ মাতা-মিসেস আমিনা আহমেদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জেম জুট লিমিটেড, বাড়ী নং-৪৪, রোড নং-১৬ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

(গ) মাঝারি শিল্প খাতে ঃ ৯ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৩৪.	জনাব মোঃ মাহিদুল ইসলাম খান পিতা-মৃত আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম খান মাতা-মৃত সাজেদা খানম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স সিটাডেল এপারেলস লিঃ ৯৫/বি, ডিআইটি রোড, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৯
৩৫.	জনাব মোহাম্মদ বদরুল হায়দার চৌধুরী পিতা-মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা মাতা-শাহেদা আক্তার	পরিচালক বিডি সীফুড লিঃ তাহের টাওয়ার (৯ম তলা), গুলশান উত্তর বা/এ, গুলশান-২, ঢাকা।
৩৬.	জনাব আব্দুস সোবহান পিতা-মোঃ আনসার আলী মাতা-জহুরা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অকো-টেক্স লিমিটেড বাড়ী নং ১০৩, নর্দার্ণ রোড, ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা।
৩৭.	জনাব জেড এম গোলাম নবী পিতা-মৃত কেতাব উদ্দিন মাতা-মোছাঃ জামেনা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ লতিফ টাওয়ার (লেভেল-৮), ৪৭ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৩৮.	জনাব মোঃ মজিবর রহমান পিতা-মৃত কিয়াম উদ্দিন মালিথা মাতা-মৃত ছিরাতুন্নেছা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি আর বি পলিমার লিঃ, বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
৩৯.	জনাব কাজী শাহেদ আহমেদ পিতা-মৃত কাজী আনিসুর রহমান মাতা-মৃত হাজেরা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জেমিনি সী ফুড লিঃ, বাড়ী নং-৪৪, রোড-১৬ (পুরাতন-২৭), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
৪০.	জনাব মোহাম্মদ তাফহীম আল-আজমী পিতা-মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা মাতা-শাহেদা আক্তার	পরিচালক বিডি ফুডস লিঃ তাহের টাওয়ার (৯ম তলা), ১০ গুলশান উত্তর বা/এ, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
৪১.	জনাব এস এম মিজানুর রহমান পিতা-এস.এম.আজিজুল আলম মাতা-নুসরাত আলম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এটলাস সী ফুড লিঃ রূপসা এ্যাপ্রোচ রোড, খুলনা।
৪২.	জনাব এ এস এম মঈনউদ্দিন মোনেম পিতা-আবদুল মোনেম মাতা-মেহেরুন নেছা	পরিচালক ইগলু ফুডস লিঃ, মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট ১১১ বীর উত্তম সিআর দত্ত রোড, সোনারগাও রোড, ঢাকা-

(ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ঃ ৬ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৪৩.	জনাব মোঃ মিজবার রহমান পিতা-মৃত নূর মহম্মদ বিশ্বাস মাতা-মৃত রানু রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক কিয়াম মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
৪৪.	জনাব মোঃ মাসুদ জামান পিতা-মৃত আলহাজ্জ আবুল কাশেম মাতা-মিসেস হোসনে আরা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেইলী ইয়ার্ণ ডাইং লিঃ এ,এইচ টাওয়ার (১২ তলা),বাড়ী-৫৬, রোড-২, সেক্টর-৩,উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
৪৫.	জনাব অনিরুদ্ধ কুমার রায় পিতা-স্বর্গীয় অমীয় কুমার রায় মাতা-গীতা রানী রায়	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফুটবেড ফুটওয়্যার লিঃ স্যুট-বি-৩, লেভেল-২, ব্লক-সিইএনএইচ, বাড়ি-০৬, রোড-১০৯, গুলশান-০২, ঢাকা-১২১২
৪৬.	জনাব আব্দুল হাই সরকার পিতা-মৃত আব্দুল করিম সরকার মাতা-মৃত হাজেরা খাতুন	চেয়ারম্যান করিম স্পিনিং মিলস লিঃ রীচমন্ড কনকর্ড (৬ষ্ঠ তলা), প্লট-৮/এ, ব্লক-সিইএস (এফ) ৬৮ বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, গুলশান বা/এ, ঢাকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৪৭.	মিসেস লুৎফা বেগম পিতা-হাজী আঃ হান্নান মিয়া মাতা-মোসাম্মৎ স্বপ্নাহার বেগম	পরিচালক আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লিঃ, আলী ভবন, ৯ ডিআইটি এভিনিউ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৪৮.	জনাব যশোদা জীবন দেবনাথ পিতা-গোপাল চন্দ্র দেবনাথ মাতা-শোভা দেবনাথ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক টেকনোমিডিয়া লিমিটেড এনএসসি টাওয়ার (১০ম তলা), ৬২/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

(ঙ) মাইক্রো শিল্প খাতে ঃ ২ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৪৯.	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ মাহিন পিতা-মৃত করম আলী সিকদার মাতা-ফাতেমা খাতুন	চেয়ারম্যান আরএমএম লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ লেভেল-০৬, স্যুট-৬০১, কনকর্ড টাওয়ার, ১১৩, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।
৫০.	জনাব সানাউল হক বাবুল পিতা-মৃত নূরুল হক ভূঁইয়া মাতা-সুফিয়া বেগম	স্বত্বাধিকারী এবি ফ্যাশন মেকার ২৮ মিরপুর রোড (গোলডেন গেইট) ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

(চ) কুটির শিল্প খাতে ঃ ৬ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৫১.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (পরান) পিতা-মৃত সনুর উদ্দিন মাতা-বেগম সোনাবান	স্বত্বাধিকারী জননী উইভিং ফ্যাক্টরী গ্রামঃ সাকরাইল (চান্দইর) পোঃ- গড়পাড়া, উপজেলা+জেলাঃ মানিকগঞ্জ।
৫২.	জনাব সাজেদুল ইসলাম পিতা-শফিউল ইসলাম মাতা-খালেদা ইসলাম	ভাইস চেয়ারম্যান নাভানা রিয়েল এস্টেট লিঃ বাড়ী-৩/এ, রোড-৯০, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
৫৩.	জনাব খন্দকার মনির উদ্দীন পিতা-মৃত কে, এম, মমতাজ উদ্দীন মাতা-মৃত সফুরা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসটিএস হোল্ডিংস লিঃ বাড়ী নং ৮/এ, রোড ১৪৩, গুলশান-১, ঢাকা।

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৫৪.	মিজ জেসমিন সুলতানা স্বামী-খন্দড়কার মনির উদ্দীন মাতা-হাওয়াতুন নেসা	পরিচালক শান্তা প্রপার্টিজ লিমিটেড সফুরা টাওয়ার (লেভেল-৩), ২০ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী বা/এ, ঢাকা
৫৫.	জনাব শফিউল ইসলাম পিতা-মৃত আফতাব উদ্দিন আহমেদ মাতা-মৃত রহিমা বেগম	চেয়ারম্যান নাভানা লিঃ নাভানা টয়োটা থ্রিএস সেন্টার ২০৫-২০৭ তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮।
৫৬.	ডঃ তৌফিক এম সেরাজ পিতা-মোঃ সেরাজউদ্দিন মাতা-ফাতেমা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেলটেক (প্রাঃ) লিঃ, শেলটেক টাওয়ার, ৫৫, বীর উত্তম কাজী নুরুজ্জামান রোড (পশ্চিম পান্থপথ), লেকসার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।

সিআইপি (শিল্প)-২০১৩ : ৫৪ (চুয়ান্ন) জন

(ক) এনসিআইডি পদাধিকারী ঃ ১১ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১.	জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ পিতাঃ মৃত কাজী বেলায়েত হোসেন মাতাঃ মৃত খাতেমুন্নেছা	সভাপতি ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) ফেডারেশন ভবন, ৬০,মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০২.	জনাব আবুল কালাম আজাদ পিতাঃ মৃত-আব্দুল আজিজ মাতাঃ মিসেস মাজেদা বেগম	সভাপতি বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাষ্ট্রিজ (বিসিআই) বিসিআইসি ভবন (৪র্থ তলা), ৩০- ৩১ দিলকুশা, বা/এ,ঢাকা-১০০০।
০৩.	জনাব জাহাঙ্গীর আলামীন পিতাঃ মৃত এ-কে সামসুল আলামীন মাতাঃ জাহানারা আলামীন।	সভাপতি বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) ইউনিক ট্রেড সেন্টার (লেভেল-৮) ৮ পান্থপথ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
০৪.	জনাব নাজমুল হক পিতাঃ মৃত মোজাম্মেল হক মাতাঃ মৃত ফজিলাতুন নেছা	সভাপতি বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ), আদমজী কোর্ট, প্রধান ভবন (৫ম তলা), ১১৫-১২০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০৫.	মিসেস নাসরীন ফাতেমা আউয়াল পিতাঃ মৃত মোহাম্মদ শাহজাহান ভূঞা মাতাঃ মৃত মিসেস সালমা ভূঞা।	সভাপতি উইমেন এন্ট্রারপ্রিনিয়ার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব), এংকর টাওয়ার (৮ম তলা), ১০৮, বীর উত্তম সিআর দত্ত রোড(নতুন) ১/১ (বি), সোনারগাঁও রোড (পুরাতন) , ঢাকা-১২০৫।
০৬.	এ. কে. এম. সেলিম ওসমান পিতাঃ মরহুম এ. কে. এম. সামসুজ্জোহা মাতাঃ নাগিনা জোহা	সভাপতি বাংলাদেশ নীট ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, প্রধান কার্যালয়ঃ প্রেস ক্লাব ভবন, ২য় তলা, ২৩৩/১, বি. বি. রোড, নারায়ণগঞ্জ।
০৭.	জনাব মোঃ সবুর খান পিতা- মোঃ ইউনুস খান, মাতাঃ রওশন আরা বেগম	সভাপতি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), ঢাকা চেম্বার বিল্ডিং, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
০৮.	জনাব মাহবুবুল আলম পিতাঃ মৃত নুরুল আলম সওদাগর মাতাঃ মৃত আনোয়ারা বেগম	সভাপতি চিটাগাং চেম্বার অব্ কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (সিসিসিআই) , চেম্বার হাউজ, ৩৮ আগ্রাবাদ বা/এ চট্টগ্রাম-৪০০০।
০৯.	জনাব মির্জা নূরুল গণি শোভন, পিতাঃ মরহুম মির্জা জয়নুল আবেদীন মাতাঃ সালেহা খাতুন	সভাপতি জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব) বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় স্কাউট ভবন (১৩ তলা), ৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক. কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১০.	জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম পিতাঃমৃত মমতাজ উদ্দিন আহমেদ মাতাঃ মাজেদা খাতুন	সভাপতি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, ২৩/১ পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১১.	জনাব তপন চৌধুরী পিতাঃ স্বর্গত স্যামসন এইচ চৌধুরী মাতাঃ মিসেস অনিতা চৌধূরী	সভাপতি বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, চেম্বার বিল্ডিং, ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা

(খ) বৃহৎ শিল্প খাতে ঃ ২১ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১২.	জনাব মোঃ পারভেজ রহমান পিতাঃ মোঃ মজিবর রহমান মাতাঃ মিসেস সেলিমা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
১৩.	জনাব আবদুল মোনেম পিতাঃ মৃত মৌলভী আবদুল ওয়াহেদ মাতাঃ হুসনা বানু	ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল মোনেম লিঃ মোনেম বিজনেস ডিসট্রিক্ট ১১১, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫।
১৪.	ড. আরিফ দৌলা পিতাঃ এম আনিস উদ দৌলা মাতাঃ মিসেস নাজমা দৌলা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসিআই লিঃ ২৪৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৪
১৫.	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন পিতাঃ মৃত হাজী আলী হোসেন মাতাঃ মিসেস রাবেয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়েষ্টার্ণ মেরিন শিপইয়ার্ড লিঃ, এইচবিএফসি বিল্ডিং (৫ম তলা), ১/ডি আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম -৪১০০।
১৬.	জনাব আলী হোসাইন আকবর আলী পিতাঃ মরহুম আকবর আলী আফ্রিকাওয়ালা মাতাঃ মিসেস রুবাব বাই	চেয়ারম্যান বিএসআরএম স্টীলস লিঃ আলী ম্যানশন, ১১৭৩/১২০৭, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০।
১৭.	জনাব আব্দুস ছামাদ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (নোমান) পিতাঃ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মাতাঃ সুফিয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ আদমজী কোর্ট (৫ম তলা), ১১৫-১২০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১৮.	মির্জা সালমান ইস্পাহানি পিতাঃ মৃত মির্জা মেহেদী ইস্পাহানি মাতাঃ রাজিয়া সুলতানা ইস্পাহানি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক পাহাড়তলী টেক্সটাইল এন্ড হোসিয়ারী মিলস, ইস্পাহানি বিল্ডিং, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
১৯.	খন্দকার কামরান বকর পিতাঃ মৃত খন্দকার আবু বকর মাতাঃ আমিনা বকর	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ জেড এন টাওয়ার প্লট-২, রোড-৮, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
২০.	জনাব মোঃ বাদশা মিয়া পিতাঃ আলহাজ্ব আব্দুল আজীজ মিয়া মাতাঃ মৃত হালিমা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাদশা টেক্সটাইল লিঃ ২৮ দিলকুশা বা/এ (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০।
২১.	জনাব কে এম রেজাউল হাসানাত পিতাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান মাতাঃ মোসাম্মৎ সাজ্জাদা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স ভিয়েলাটেক্স লিঃ ২৯৭, খরতৈল সাতাইশ রোড, গাজীপুরা টংগী, গাজীপুর
২২.	জনাব মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম পিতাঃ মোঃ ফজলুর রহমান ভূইয়া মাতাঃ মৃত রাবেয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারিহা নীট টেক্স লিঃ বাড়ী-৩৪৫, রোড-২৫, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
২৩.	জনাব এম আনিস উদ দৌলা পিতাঃ মৃত খান বাহাদুর মোঃ ইসমাইল মাতাঃ মৃত কাকাবুন নেসা	চেয়ারম্যান এসিআই ফরমুলেশন লিঃ এসিআই সেন্টার, ২৪৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৪।
২৪.	মিজ রুপালী হক চৌধুরী, স্বামীঃ আব্দুল হক মাতাঃ মিসেস শালীনতা চৌধুরী।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বার্জার পেইন্টস্ বাংলাদেশ লিঃ, বার্জার হাউস, বাড়ী-৮, রোড-২, সেক্টর-৩, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
২৫.	জনাব হাফিজুর রহমান খান পিতাঃ মৃত কোরেশ আলী খান মাতাঃ মৃত পরিজান নেছা	চেয়ারম্যান রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ ১৩৮/১, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮।
২৬.	জনাব মোঃ শাহজাহান পিতাঃ মৃত আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন আহমেদ মাতাঃ মৃত আফিয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জালাল আহমেদ স্পিনিং মিলস লিঃ ইউনুস সেন্টার, লেভেল-১৯, ৫২-৫৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
২৭.	জনাব মীর নাসির হোসেন পিতাঃ মরহুম আকেব হোসেন মাতাঃ মরহুমা জাহানারা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মীর সিরামিক লিঃ বাড়ী-১৩, সড়ক-১২, ধানমন্ডী আবাসিক এলাকা ঢাকা-১২০৬।
২৮.	জনাব মোঃ শামসুর রহমান পিতাঃ মোঃ মজিবর রহমান মাতাঃ মিসেস সেলিমা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম আর এস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
২৯.	বেগম কানিজ ফাতেমা জেরিন স্বামীঃ কে এম রেজাউল হাসানাত মাতাঃ বেগম কানিজ ফাতেমা নিলুফার	মনোনীত মালিক পরিচালক মেসার্স ভিয়েলাটেক্স স্পিনিং লিঃ ২৯৭, খরতৈল সাতাইশ রোড, গাজীপুরা টংগী, গাজীপুর
৩০.	জনাব সেলিম আহমেদ পিতাঃ মৃত সিরাজউদ্দিন আহমেদ মাতাঃ মৃত রাবেয়া সিরাজ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুপার রিফাইনারী (প্রাঃ) লিঃ এলিট হাউজ, সিডিএ এভিনিউ, চট্টগ্রাম।
৩১.	জনাব সেলিম আহমেদ পিতাঃ মৃত আলহাজ জালাল উদ্দিন আহমেদ মাতাঃ মৃত আফিয়া খাতুন	চেয়ারম্যান শাহ ফতেহউলাহ টেক্সটাইল মিলস লিঃ ইউনুস সেন্টার, লেভেল-১৯, ৫২-৫৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩২.	জনাব মঞ্জুরুল ইসলাম পিতাঃ মৃত জহুরুল ইসলাম মাতাঃ মিসেস সুরাইয়া বেগম	চেয়ারম্যান আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিঃ ইসলাম চেম্বার (১৩ তলা) ১২৫/এ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(গ) মাঝারি শিল্প খাতে ঃ ১০ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৩৩.	জনাব আব্দুস সোবহান পিতাঃ মোঃ আনসার আলী মাতাঃ জহুরা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক অকো-টেক্সে লিমিটেড বাড়ী নং ১০৩, রোড নং নদার্ণ রোড বারিধারা, ঢাকা-১২০৬।
৩৪.	জনাব মোঃ মজিবর রহমান পিতাঃ মৃত কিয়াম উদ্দিন মালিথা মাতাঃ মৃত ছিরাতুন্নেছা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি আর বি পলিমার লিঃ, বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৩৫.	জনাব এ এস এম মঈনউদ্দিন মোনেম পিতাঃ আবদুল মোনেম মাতাঃ মেহেরুন নেছা	মনোনীত মালিক পরিচালক ইগলু ফুডস লিঃ মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিকট ১১১ বীর উত্তম সিআর দত্ত রোড, সোনারগাও রোড, ঢাকা-১২০৫।
৩৬.	জনাব জেড এম গোলাম নবী পিতাঃ মরহুম কেতাব উদ্দিন মাতাঃ মোছাঃ জামেনা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ লতিফ টাওয়ার (লেভেল-৮), ৪৭ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
৩৭.	জনাব আব্দুল হক পিতাঃ মৃত হাজী আব্দুল কাদের মাতাঃ মৃত রহমত বেগম	চেয়ারম্যান রয়েল গ্রীণ প্রোডাক্টস লিঃ রুম নং- ৬১৮,৬১৯, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং ৯/এফ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩৮.	জনাব কেএসএম মোস্তাফিজুর রহমান পিতাঃ মৃত সৈয়দ জামান খন্দকার মাতাঃ মুত মোমেনা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ, ১৪/এ, ৩১/এ, কনকর্ড সেন্টার পয়েন্ট ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৩৯.	জনাব মোঃ শরীফুল আলম পিতাঃ হাজী সিদ্দিক মিয়া মাতাঃ মোসাৎ. রাশেদা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলম সোপ ফ্যাক্টরী লিঃ ৪০, মৌলভী বাজার, চকবাজার, ঢাকা-১১০০।
৪০.	জনাব মোঃ মাসুদ জামান পিতাঃ মৃত আলহাজ্ব আবুল কাশেম মাতাঃ মিসেস হোসনে আরা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেলী ইয়ার্ণ ডাইং লিঃ এ, এইচ, টাওয়ার (১২ তলা) বাড়ী-৫৬, রোড-২, সেক্টর-৩ উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
৪১.	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন পিতাঃ হাজী মোঃ মিজানুর রহমান মাতাঃ মৃত মাহেরা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ স্পিনিং মিলস (প্রাঃ) লিঃ মোশারফ টাওয়ার "২" (৪র্থ তলা), শেখেরচর, বাবুরহাট, নরসিংদী।
৪২.	জনাব মোঃ খায়রুল আনাম পিতাঃ মোঃ আশ্রাফ জমাদ্দার মাতাঃ সাফিয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক উইনসন অটো অয়েল মিলস পাটিখাল ঘাটা, পোঃ পাটিখাল ঘাটা, থানা-কাঠালিয়া, জেলা-ঝালকাঠি।

(ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ঃ ০৫ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৪৩.	জনাব মোঃ মিজবার রহমান পিতাঃ মৃত নুর মহম্মদ বিশ্বাস মাতাঃ মৃত রানু রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক কিয়াম মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
৪৪.	জনাব অনিরুদ্ধ কুমার রায় পিতাঃ স্বর্গীয় অমিয় কুমার রায় মাতাঃ গীতা রানী রায়	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এফ বি ফুটওয়্যার লিঃ স্যুট-বি-৩, লেভেল-২, বক-সিইএনএইচ, বাড়ি-০৬, রোড-১০৯, গুলশান-০২, ঢাকা-১২১২।
৪৫.	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ মাহিন পিতাঃ মৃত করম আলী সিকদার মাতাঃ ফাতেমা খাতুন	চেয়ারম্যান আরএম এম লেদার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ লেভেল-০৬, স্যুট-৬০১, কনকর্ড টাওয়ার, ১১৩, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।
৪৬.	জনাব ইউ এম আশেক পিতাঃ মরহুম আব্দুল মান্নান মাতাঃ মরহুম মাহমুদা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক অন্বেষা স্টাইল লিঃ ৯২/২, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
৪৭.	সৈয়দ আহম্মদ কিরণ পিতাঃ মাহবুবুর রহমান মাতাঃ পিয়ারা খাতুন	স্বত্বাধিকারী মেসার্স শোভা এন্টারপ্রাইজ মালতীনগর, বকশী বাজার রোড, বগুড়া সদর, বগুড়া

(ঙ) মাইক্রো শিল্প খাতে ঃ ০১ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৪৮.	জনাব আরিফ আহমেদ চৌধুরী পিতাঃ মৃত ফিরোজ আহমেদ চৌধুরী মাতাঃ মৃত মাজেরা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফু-ওয়াং ফুডস লিঃ বাড়ী নং ৫৫, সড়ক নং ১৭, বনানী আ/এ, ঢাকা-১২১৩।

(চ) কুটির শিল্প খাতে ঃ ০১ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৪৯.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (পরান) পিতাঃ মরহুম সনুর উদ্দিন মাতাঃ বেগম সোনাবান	স্বত্বাধিকারী জননী উইভিং ফ্যাক্টরী গ্রামঃ সাকরাইল (চান্দইর) পোঃ- গড়পাড়া, উপজেলা+জেলাঃ মানিকগঞ্জ

(ছ) সেবা শিল্প খাতে ঃ ০৫ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৫০.	জনাব কবির রেজা পিতাঃ মৃত হাবিবুর রহমান মাতাঃ মিসেস মনোয়ারা খাতুন	চেয়ারম্যান ঢাকা রিজেন্সী হোটেল এন্ড রিসোর্ট লিঃ প্লটঃ ০৪,০৬,৩১ ও ৩৩, এয়ারপোর্ট রোড, খিলক্ষেত, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।
৫১.	মিজ সোহেলা হোসেন স্বামীঃ মৃত মীর জাহির হোসেন মাতাঃ সাদেকা খাতুন	মনোনীত মালিক পরিচালক মীর আকতার হোসেন লিঃ বাড়ি-১৩, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।
৫২.	প্রকৌশলী মোঃ আতিকুর রহমান পিতাঃ মরহুম আলহাজ্ব ওয়াহেদ আলী মাতাঃ মরহুমা আলহাজ্ব সিদ্দিকুন্নেছা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স ভবন ৬৯, মহাখালী বা/এ, ফ্লোর-১১, ঢাকা-১২১২।
৫৩.	জনাব মির্জা আলী বেহরুজ ইস্পাহানী পিতাঃ মৃত মিয়া মেহেদী ইস্পাহানী মাতাঃ রাজিয়া সুলতানা ইস্পাহানী	চেয়ারম্যান এম.এম. ইস্পাহানী লিঃ ইস্পাহানী বিল্ডিং, ১৪-১৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৫৪.	জনাব তানভিরুল হক প্রবাল পিতাঃ মৃত আনোয়ারুল হক মাতাঃ মৃত খালেদা ইদিব চৌঃ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিল্ডিং ফর ফিউচার লিঃ গগণ শিরিশ (৩য় ও ৪র্থ তলা) ৭৬-৭৬/১ পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫

সিআইপি (শিল্প)-২০১২ : ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন

(ক) এনসিআইডি পদাধিকারী ঃ ০৮ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১.	জনাব এ. কে. আজাদ পিতাঃ মৃত-আব্দুল আজিজ মাতাঃ মিসেস মাজেদা বেগম	সভাপতি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০২.	সৈয়দ এরশাদ আহমেদ পিতাঃ মরহুম সৈয়দ জিয়া উদ্দিন আহমেদ মাতাঃ মরহুম জাহানারা বেগম	সভাপতি ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (এফআইসিসিআই), ''শ্যামা হাউজ'', এ্যাপা-সি-৩, বাড়ী-৫৯, রোড-১, বক-আই, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
০৩.	শেখ মোঃ আব্দুস সোবহান, পিতাঃ শেখ মোঃ শমসের আলী মাতাঃ মেহেরুন্নেসা	সভাপতি জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব), বাড়ী-০৪, রোড-১২, বক-জে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২।
০৪.	জনাব মোঃ সফিউল ইসলাম পিতাঃ মৃত মোঃ আকরাম হোসেন মাতাঃ মৃত নাজেরা বেগম	সভাপতি বাংলাদেশ গার্মেনট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, ২৩/১ পান্থপথ লিংক রোড, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
০৫.	জনাব মোঃ ফজলুল হক পিতাঃ মৃত-আমিন উদ্দিন, মাতাঃ হাফিজা খাতুন	সভাপতি বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, চেম্বার বিল্ডিং, ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০৬.	মিসেস নাসরীন ফাতেমা আউয়াল পিতাঃ মৃত মোহাম্মদ শাহজাহান ভূঞা মাতাঃ মৃত মিসেস সালমা ভূঞা।	সভাপতি উইমেন এন্ট্রারপ্রিনিয়ার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব), এংকর টাওয়ার (৯ম তলা), ১০৮, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড (নতুন), ১/১(বি), সোনারগাঁও রোড (পুরাতন), ঢাকা-১২০৫।
০৭.	জনাব এ. কে. এম. সেলিম ওসমান পিতাঃ মরহুম এ. কে. এম. সামসুজ্জোহা মাতাঃ নাগিনা জোহা	সভাপতি বাংলাদেশ নীট ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন প্রধান কার্যালয়ঃ প্রেস ক্লাব ভবন, ২য় তলা, ২৩৩/১, বি. বি. রোড, নারায়ণগঞ্জ।
০৮.	জনাব মোহাম্মদ শামস্-উজ জোহা, পিতাঃ মরহুম মোহাম্মদ শামস্-উল হক, মাতাঃ হাসিনা হক	সভাপতি বাংলাদেশ জুট স্পীনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ), ৫৫/এ, পুরানা পল্টন, ৪র্থ তলা, ঢাকা-১০০০।

(খ) বৃহৎ শিল্প খাতে ঃ ১৩ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০৯.	জনাব আলীহোসাইন আকবরআলী পিতাঃ মরহুম আকবর আলী আফ্রিকাওয়ালা মাতাঃ মিসেস রুবাব বাই	চেয়ারম্যান বিএসআরএম স্টীলস লিঃ আলী ম্যানশন, ১১৭৩/১২০৭, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০।
১০.	রূপালী চৌধুরী পিতাঃ মৃত প্রিয় দর্শন চৌধুরী মাতাঃ শালীনতা চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিঃ বার্জার হাউস, বাড়ী-৮, রোড-২, সেক্টর-৩ উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।
১১.	জনাব মোঃ পারভেজ রহমান পিতাঃ জনাব মোঃ মজিবর রহমান মাতাঃ মিসেস সেলিনা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
১২.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দীন পিতাঃ মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল জলিল মাতাঃ আলহাজ্ব আমেনা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউনিভার্সেল জিন্স লিঃ প্লট নং ৯-১১, সেক্টর নং ৬/এ, ইপিজেড, চট্টগ্রাম।
১৩.	জনাব আব্দুস সালাম মুর্শেদী পিতাঃ মরহুম মোঃ ইসরাইল মাতাঃ মরহুমা মোছাম্মৎ রিজিয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এনভয় টেক্সটাইল্স লিঃ ৪০০-বি খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৯।
১৪.	জনাব মোঃ শামসুর রহমান পিতাঃ জনাব মোঃ মজিবর রহমান মাতাঃ মিসেস সেলিমা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমআরএস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
১৫.	জনাব মির্জা সালমান ইস্পাহানী পিতাঃ মরহুম মির্জা মেহেদী ইস্পাহানী মাতাঃ রাজিয়া সুলতানা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক পাহাড়তলী টেক্সটাইল এন্ড হোসিয়ারী মিলস, ইস্পাহানী বিল্ডিং, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
১৬.	জনাব সেলিম আহমেদ পিতাঃ মরহুম সিরাজউদ্দিন মাতাঃ মরহুমা রাবেয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুপার রিফাইনারী (প্রাঃ) লিঃ, এলিট হাউজ, সিডিএ এভিনিউ, চট্টগ্রাম।
১৭.	জনাব আবদুল মোনেম পিতাঃ মরহুম মৌলভী আবদুল ওয়াহেদ মাতাঃ মিসেস হুসনা বানু	ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল মোনেম লিঃ মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট ১১১ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা।
১৮.	জনাব এম এ জলিল পিতাঃ মৃত এম এ গফুর মাতাঃ মিসেস আয়েশা আক্তার	ব্যবস্থাপনা পরিচালক পলো কম্পোজিট নীট ইন্ডাষ্ট্রিজ, ২২৬ সিংগাইর রোড, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা।

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১৯.	জনাব অঞ্জন চৌধুরী পিতাঃ মৃত স্যামসন এইচ চৌধুরী মাতাঃ অনিতা চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্কয়ার কনজুমার প্রডাক্টস লিঃ স্কয়ার সেন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
২০.	সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর পিতাঃ মোঃ নাসির উদ্দীন মাতাঃ মিসেস সৈয়দা উম্মে হাবিবা বেগম	মনোনীত মালিক পরিচালক জিন্স ২০০০ লিঃ, প্লট নং ৬৭, সেক্টর নং ৭, ইপিজেড, চট্টগ্রাম।
২১.	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন পিতাঃ মৃত হাজী আলী হোসেন মাতাঃ মিসেস রাবেয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়েষ্টার্ণ মেরিন শিপইয়ার্ড লিঃ, এইচবিএফসি বিল্ডিং (৪র্থ তলা), ১/ডি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

(গ) মাঝারি শিল্প খাতে ঃ ০৬ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
২২.	জনাব এম আনিস উদ দৌলা পিতাঃ মৃত খান বাহাদুর মোঃ ইসমাইল মাতাঃ মৃত কাকাবুন নেছা	চেয়ারম্যান এ সি আই ফরমুলেশন্স লিঃ, এসিআই সেন্টার, ২৪৫, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা।
২৩.	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান পিতাঃ জনাব নজির আহমদ মাতাঃ মরহুমা আম্বিয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক চিটাগাং ডেনিম মিলস লিঃ ৯/১০, এফআইডিসি রোড, কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম।
২৪.	জনাব মোঃ মিজবার রহমান পিতাঃ মরহুম নুর মোহাম্মদ বিশ্বাস মাতাঃ মরহুম রানু রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক কিয়াম মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
২৫.	জনাব মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম পিতাঃ মোঃ ফজলুর রহমান ভূইয়া মাতাঃ মৃত মোছাঃ রাবেয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসরোটেক্স লিঃ, বাড়ী-৩৪৫, রোড-২৫, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।
২৬.	জনাব দিপক ভৌমিক পিতাঃ মৃত অমূল্য ভৌমিক মাতাঃ মৃত অনিমা ভৌমিক	চেয়ারম্যান ল্যান্ডমার্ক ফেব্রিক্স লিঃ হাউজ নং বি/১৭২, রোড নং ২৩, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।
২৭.	জনাব মীর নাসির হোসেন পিতাঃ মরহুম আকের হোসেন মাতাঃ মরহুমা জাহানারা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মীর সিরামিক লিঃ , বাড়ী নং ১৩, বোড নং ১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯।

(ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ঃ ০৩ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
২৮.	জনাব অনিরুদ্ধ কুমার রায় পিতাঃ স্বর্গীয় অমিয় কুমার রায় মাতাঃ গীতা রানী রায়	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এফ বি ফুটওয়্যার লিঃ স্যুট-বি ৩, লেভেল-২, বক-০৬, রোড-১০৬, গুলশান-২, ঢাকা।
২৯.	কাজী নাবিল আহমেদ পিতাঃ কাজী শাহেদ আহমেদ মাতাঃ মিসেস আমিনা আহমেদ	স্বত্বাধিকারী জেম জুট মিলস লিঃ বাড়ী-৪৪, রোড-১৬,(পুরাতন-২৭), ধানমন্ডি, ঢাকা।
৩০.	জনাব ইফতেখার উদ্দিন ফরহাদ পিতাঃ মরহুম আকতারুজ্জামান মাতাঃ মরহুম মমতাজ বেগম	চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফার সিরামিকস লিঃ টিএমসি বিল্ডিং (৪র্থ তলা) ৫২ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

(ঙ) মাইক্রো শিল্প খাতে ঃ ০২ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৩১.	জনাব মোঃ মজিবর রহমান পিতাঃ মরহুম কিয়াম উদ্দিন মালিথা মাতাঃ মরহুমা ছিরাতুন্নেছা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিআরবি পলিমার লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
৩২.	জনাব কুতুব উদ্দিন আহমেদ পিতাঃ মরহুম মোঃ সাদত আলী মাতাঃ আম্বিয়া খাতুন	চেয়ারম্যান আরমর গার্মেন্টস লিঃ ৯৭ ডিআইটি রোড, রামপুরা, ঢাকা।

(চ) সেবা শিল্প খাতে ঃ ০৩ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৩৩.	প্রকৌশলী মোঃ আতিকুর রহমান পিতাঃ মরহুম আলহাজ্ব ওয়াহেদ আলী মাতাঃ মরহুমা আলহাজ্ব সিদ্দিকুন্নেছা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স ভবন, ৬৯, মহাখালী বা/এ, ফ্লোর-১১, ঢাকা-১২১২।
৩৪.	জনাব মির্জা আলী বেহরুজ ইস্পাহানী পিতাঃ মরহুম মির্জা মেহেদী ইস্পাহানী মাতাঃ রাজিয়া সুলতানা ইস্পাহানী	চেয়ারম্যান ইসলামিয়া আই হসপিটাল এন্ড এম.এ. ইস্পাহানী ইনস্টিটিউট অফ অফথালমোলজী, ফার্মগেট, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৩৫.	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল আউয়াল পিতাঃ মরহুম মেন্দি মিয়া মাতাঃ মরহুম আছিয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ, এসইএল সেন্টার, ২৯ বীর উত্তম কাজী নুরুজ্জামান সড়ক, পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

সিআইপি (শিল্প)-২০১০ : ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন

(ক) এনসিআইডি পদাধিকারী ঃ ১০ জন

ক্রমিক	নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১.	জনাব এ, কে, আজাদ পিতাঃ মৃত আবদুল আজিজ মাতাঃ মিসেস মাজেদা বেগম	সভাপতি এফবিসিসিআই, ফেডারেশ ভবন, ৬০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০২.	জনাব আবুল কাশেম খান পিতাঃ মৃত এ এম জহির উদ্দিন খান মাতাঃ আসমা জেড, খান	সভাপতি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), ঢাকা চেম্বার বিল্ডিং, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
০৩.	জনাব এম আনিস উদ-দোলা পিতাঃ মৃত খান বাহাদুর মোঃ ইসমাইল মাতাঃ মৃতঃ কাকাবুন নেছা	সভাপতি মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, চেম্বার বিল্ডিং ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০৪.	জনাব শাহেদুল ইসলাম পিতাঃ মৃত রফিকুল ইসলাম মাতাঃ মিসেস আজিজা খাতুন	সভাপতি বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাষ্ট্রিজ (বিসিআই) বিসিআইসি ভবন (৪র্থ তলা), ৩০- ৩১ দিলকুশা, বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০৫.	জনাব এ, এম,হামিম রাহ্‌মতউলাহ পিতাঃ মৃত এ এইচ আনোয়ারুল হক মাতাঃ মিসেস রাহ্‌মাত্ আরা বেগম	সভাপতি ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এফআইসিসিআই) প্রাইম ভিউ (০৩-৩০৩),৭, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
০৬.	জনাব এম, আবদুল লতিফ (মাননীয় এমপি) পিতাঃ মৃত ফজলুল হক মাতাঃ মৃত কুলসুমা খাতুন	সভাপতি চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (সিসিসিআই) চট্টগ্রাম চেম্বার হাউজ, ৩৮ আগ্রাবাদ বা/এ পোঃ বক্স-৪৮১ চট্টগ্রাম।
০৭.	জনাব শেখ মোঃ আবদুস সোবহান পিতাঃ শেখ মোঃ শমসের আলী মাতাঃ মেহেরুন নেছা	সভাপতি জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, (নাসিব) ৭৯, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭।
০৮.	জনাব আব্দুল হাই সরকার পিতাঃ মৃত আব্দুল করিম সরকার মাতাঃ মৃত হাজেরা খাতুন	সভাপতি বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) ইউনিক ট্রেড সেন্টার (লেভেল-৮) ৮ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
০৯.	জনাব নাজমুল হক পিতাঃ মৃত মোজাম্মেল হক মাতাঃ মৃত ফজিলাতুন নেছা	সভাপতি বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ), আদমজীকোট, মেইল বিল্ডিং (৫ম তলা), ১১৫-১২০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১০.	মিসেস রোকেয়া আফজাল রহমান পিতাঃ মৃত খন্দকার আলী আফজাল মাতাঃ মৃত সৈয়দা আলী আফজাল	প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন আরলিকস গ্রুপ (রেড ক্রিসেন্ট কনকর্ড টাওয়ার ১২ তলা, সুইট-বি, ১৭, মহাখালি, সি. এ,ঢাকা ১২১২।

(খ) বৃহৎ শিল্প খাতে ঃ ১৮ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১১.	জনাব স্যামসন এইচ চৌধুরী পিতাঃ মৃত ই.এইচ চৌধুরী মাতাঃ মৃত লতিকা চৌধুরী	চেয়ারম্যান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ স্কয়ার সেন্টার, ৪৮, মহাখালী সি এ, ঢাকা
১২.	মোঃ নুরুল ইসলাম পিতাঃ মৃত মোঃ ইসমাইল মাতাঃ মৃত আনজুমান আরা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ, আদমজী কোর্ট (৫ম তলা) ১১৫-১২০, ঢাকা
১৩.	বেগম রূপালী চৌধুরী পিতাঃ মৃত ডাঃ প্রিয় দর্শন চৌধুরী মাতাঃ মিসেস শেলীনেতা চৌধুরী।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিঃ, বার্জার হাউস,বাড়ী-৮, রোড-২,সেক্টর-৩,উত্তরা ঢাকা-১২৩০
১৪.	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন পিতা মৃত হাজী আলী হোসেন মাতাঃ মিসেস রাবেয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়েষ্টাণ মেরিণ শিপইয়ার্ড লিঃ এইচ,বিএফ সি বিল্ডিং (নীচতলা) ১/ডি, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম-৪১০০।
১৫.	জনাব মোঃ পারভেজ রহমান পিতাঃ মোঃ মজিবর রহমান মাতাঃ মসেস সেলিমা বেগম।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
১৬.	জনাব মঞ্জুরুল ইসলাম পিতাঃ মৃতঃ জহুরুল ইসলাম মাতাঃ মিসেস সুরাইয়া বেগম	চেয়ারম্যান আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিঃ , ইসলাম চেম্বার, (৩য় তলা) ১২৫/এ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৭.	জনাব নাজমুল হাসান পিতাঃ জনাব জিলুর রহমান মাতাঃ মৃত আইভি রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস্ লি ১৯ ধানমন্ডি আ/এ, রোড-৭,ঢাকা-১২০৫
১৮.	জনাব আবদুল মোনেম পিতাঃ মরহুম মৌলভী আবদুল ওয়াহেদ মাতাঃ হুসনা বানু।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আবদুল মোনেম লিঃ, মোনেম বিজনেস ডিষ্ট্রিক্ট, ১১১ বীর উত্তম সি, আর, দত্ত রোড, সোনারগাঁও, ঢাকা
১৯.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দীন পিতাঃ মৃত আলহাজ্ব আবদুল জলিল মাতা- মৃত আলহাজ্ব আমেনা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিন্স ২০০০ লিঃ, প্লট নং-৬৭, সেক্টর নং-৭ রপ্তানী প্রক্রিয়া অঞ্চল, চট্টগ্রাম।
২০.	জনাব মির্জা সালমান ইস্পাহানী পিতা- মৃত মির্জা মেহেদী ইস্পাহানী মাতা- মিসেস রাজিয়া সোলতানা	ব্যাবস্থাপনা পরিচালক এম.এম. ইস্পাহানী লিঃ ইস্পাহানী বিল্ডিং আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম।
২১.	ডঃ আরিফ দৌলা পিতা- এম,আনিস-উদ-দৌলা মাতা- মিসেস নাজমা দৌলা।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ্যাডভান্সড ক্যামিকেল ইন্ডাষ্টিজ লিমিটেড, এসিআই লিঃ ২৪৫, তেজগাঁও শি/এলাকা, ঢাকা।

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
২২.	জনাব অঞ্জন চৌধূরী পিতা-স্যামসন এইচ চৌধুরী মাতা-অনিতা চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্কয়ার কনজুমার প্রডাক্টস্ লিঃ, স্কয়ার সেন্টার, ৪৮, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
২৩.	জনাব মোঃ বাদশা মিয়া পিতা-হাজী আব্দুল আজিজ মিয়া মাতা-হালিমা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাদশা টেক্সটাইলস্ লিঃ, ২৮ দিলকুশা বা/এ, (৩য় তলা) ঢাকা।
২৪.	জনাব আলী হুসাইন আকবর আলী পিতা-মৃত মরহুম আকবর আলী ভাই আফ্রিকাওয়ালা মাতা-মিসেস রুবাব বেগম।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ষ্টীল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড, আলী ম্যানসান, ১১৭৩/১২০৭,সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম।
২৫.	ড. তৌফিক এম সেরাজ পিতা-মোহাম্মদ সেরাজউদ্দীন মাতা-মিসেস ফাতেমা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেল্‌টেক (প্রঃ) লিঃ, শেল্‌টেক টাওয়ার, ৫৫, বীর উত্তম কাজী নুরুজ্জামান রোড , পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা।
২৬.	জনাব কে এম রেজাউল হাসানাত পিতা-মোঃ হাবিবুর রহমান মাতা-মোছামদ সাজেদা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স ভিয়েলাটেক্স লিঃ ২৯৭, খৈরতৈল, সাতাইশ রোড, টংগী, গাজীপুরা, গাজীপুর
২৭.	জনাব আবদুর রাজ্জাক সাত্তার পিতা-মৃতঃ হাজী আব্দুস সাত্তার মাতা-জোবাইদা সাত্তার	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউটা গ্রুপ অব কোম্পানীজ, বাড়ী নং-০৬, সড়ক নং-০৩, ধানমন্ডি আ/এ,ঢাকা-১২০৫।
২৮.	জনাব কুতুব উদ্দিন আহমেদ পিতা-মরহুম মোঃ সাদত আলী মাতা-আম্বিয়া খাতুন	চেয়ারম্যান এনভয় গ্রুপ, ৪০০-বি, খিলগাঁও, চৌধুরীপাড়া ঢাকা-১২১৯।

(গ) মাঝারি শিল্প খাতে ঃ ৯ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
২৯.	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ পিতা মৃতঃ আব্দুল হাকিম মাতা মৃতঃ জোবেদা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাহিদ কটন মিলস লিঃ, শিল্প ঋণ সংস্থা ভবন, ১২, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৩০.	জনাব খতিব আব্দুল জাহিদ মুকুল পিতা মৃত খতিব আব্দুল হামিদ মাতা মৃত জমিলা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহিনটেক্স ইন্ডাঃ লিঃ বাড়ী নং ০৬, রোড নং- ০৩, উত্তরা, ঢাকা।
৩১.	জনাব মোঃ ইলিয়াস পিতা আলহাজ্ব মোঃ মোবারক মাতা সুফিয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জে এন্ড জে ফিব্রিকস্ এন্ড টেক্সটাইলস্ লিঃ, বাড়ী-৩৯৮ (৩য় তলা) রোড-২৯, নিউ ডিওএইচএস,মহাখালী, ঢাকা।

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৩২.	জনাব মজিবুর রহমান পিতা জনাব নজির আহমদ মাতা মৃতঃ আম্বিয়া খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্মার্ট জিন্স লিঃ, ৯-১০, এফ, আই, ডি,সি রোড কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম।
৩৩.	জনাব তানভিরুল হক প্রবাল পিতা মৃতঃ আনোয়ারুল হক মাতা মৃতঃ খালেদা ইদিব চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিল্ডিং ফর ফিউচার লিঃ, গগন শিরিশ , ৩য় তলা, ৭৬, ৭৬/১, পান্থপথ, ঢাকা।
৩৪.	জনাব ইফতেখার উদ্দিন ফরহাদ পিতা মৃতঃ আফতারুজ্জামান মাতা মৃতঃ মমতাজ বেগম	চেয়ারম্যান ফার সিরামিকস্ লিঃ, টিএমসি ভবন, (৪র্থ তলা), ৫২, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।
৩৫.	জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন আহমেদ পিতা মৃত আলাউদ্দিন সরদার মাতা- মিসেস গুলবাহার	ব্যবস্থাপনা পরিচালক গুলশান স্পিনিং মিলস লিঃ,জি পিট-৫০ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট রোড, আমতলী মহাখালী, গুলশান, ঢাকা।
৩৬.	জনাব মোঃ মাসুদ জামান পিতা মৃতঃ আলাহাজ্জ আবুল কাশেম মাতা মিসেস হোসনে আরা বেগম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেলী ইয়ার্ণ ডাইং লিঃ, এ,এইচ, টাওয়ার (১২ তম তলা) বাড়ী-৫৬, রোড-০২, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা।
৩৭.	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন পিতা হাজী মোঃ মিজানুর রহমান মাতা মৃতঃ সাহেরা খাতুন।	চেয়ারম্যান মোশাররফ স্পিনিং মিলস লিঃ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ মোশাররফ টাওয়ার 'হ' ৪র্থ তলা শেখেরচর (বাবুর হাট), নরসিংদী।

(ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ঃ ৫ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৩৮.	জনাব মোঃরেজাউল করিম আনসারী পিতা মৃতঃ মোঃ ফজলুর করিম আনসারী মাতা মৃতঃ বেগম মনিরুন নেসা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক করিম লেদারস লিঃ, ১৮০, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৯।
৩৯.	আলহাজ্জ মোঃ বজলুর রহমান পিতা মরহুম আলহাজ্জ মিয়া চাঁন মাতা মরহুম জমিলা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জুলিয়া সুয়েটার কম্পোজিট লিঃ ইউনুস ট্রেড সেন্টার লেভেল-১০, স্যুট-সি, ৫২-৫৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
৪০.	জনাব এ,বি,এম কায়ছার পিতা মৃতঃ এ রশিদ মাতা মিসেস সুনুফা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স গোমতি টেক্সটাইলস লিঃ ২৮, দিলখুশা বা/এ (১২ তলা) ঢাকা।
৪১.	সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর পিতা মোঃ নাসির উদ্দীন মাতা সৈয়দা উম্মে হাবিবা বেগম	পরিচালক ইউনিভার্সেল জিন্স লিঃ প্লট নং ০৯-১১, সেক্টর-৬/এ, ইপিজেড, চট্রগ্রাম
৪২.	জনাব জেড, এম, গোলাম নবী পিতা মৃতঃ কেতাব উদ্দিন মাতা মোছাঃ জামেনা খাতুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বসুমতি রিয়েল এস্টেট লিঃ ১/১১, বক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

সিআইপি (শিল্প)-২০০৯ : ৩৯ (উনচল্লিশ) জন

(ক) এনসিআইডি পদাধিকারী ঃ ০৭ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১.	জনাব আনিসুল হক পিতাঃ মোঃ শরিফুল হক	প্রেসিডেন্ট ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০২.	জনাব অলিউর রহমান ভূঁঞা পিতাঃ মৃত বজলুর রহমান ভূঁঞা	প্রেসিডেন্ট ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এফআইসিসিএন্ডআই) প্রাইম ভিউ (০৩-৩০৩) ৭, গুলশান-১, ঢাকা।
০৩.	জনাব শাহেদুল ইসলাম পিতাঃ মরহুম রফিকুল ইসলাম	সভাপতি বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাষ্ট্রিজ (বিসিআই) বিসিআইসি ভবন (৩য় তলা), ৩০- ৩১ দিলকুশা, বা/এ,ঢাকা।
০৪.	জনাব মির্জা নুরুল গণি শোভন পিতাঃ মৃত মির্জা জয়নুল আবেদীন এডভোকেট	প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল এসোসিয়েশন স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ অব বাংলাদেশ এনএএসসিআইবি (নাসিব) ৭৯, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, মালিবাগ মোড়, ঢাকা।
০৫.	জনাব আবদুল হাই সরকার পিতাঃ মরহুম আব্দুল করিম সরকার	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) ট্রেড সেন্টার (লেভেল-৮) ৮ পরিবাগ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
০৬.	জনাব নাজমুল হক পিতাঃ মরহুম মোজাম্মেল হক	সভাপতি বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ) বিজিএমইএ কমপেক্স ২৩/১, পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৭.	জনাব কামরান টি রহমান পিতাঃ মৃত ডাঃ নাইমুর রহমান	প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন চেম্বার বিল্ডিং ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(খ) বৃহৎ শিল্প খাতে ঃ ২২ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০৮.	জনাব কেএম রেজাউল হাসানাত পিতা- মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স ভিয়েলাটেক্স লিঃ ২৯৭,খৈরতৈল, সাতাইশ রোড, টংগী, গাজীপুর।
০৯.	বেগম রূপালী চৌধুরী পিতা ঃ মৃত ডাঃ প্রিয় দর্শন চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিঃ বার্জার হাউস, বাড়ী-৮, রোড-২, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা।

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১০.	জনাব আব্দুস সালাম মূর্শেদী পিতাঃ মরহুম মোঃ ইসরাইল	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মানতা এ্যাপারেলস লিঃ ৪০৬-বি, খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৯
১১.	জনাব মিঞা মোহাম্মদ আব্দুস সালাম পিতাঃ মরহুম মোঃ আমিন উদ্দীন মিঞা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক সালাম সিফুডস লিঃ ক্যাসল সালাম ভবন, ৮, কে, ডি, এ, এভিনিউ, খুলনা।
১২.	ডঃ আরিফ দৌলা পিতাঃ এম,আনিস-উদ-দৌলা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ্যাডভান্সড ক্যামিকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, এসিআই লিঃ ২৪৫, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
১৩.	জনাব আহসান কবির খান পিতাঃ হুমায়ুন কবির খান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইন্টারফ্যাব শার্ট ম্যানুফ্যাকচারীং লিঃ পট-৩০২/৫৪৭, কুনিয়া, গাছা ইউনিয়ন, কেবি বাজার, গাজীপুর।
১৪.	জনাব কুতুব উদ্দিন আহমেদ পিতাঃ মরহুম মোঃ সাদত আলী	চেয়ারম্যান এনভয় গ্রুপ, ৪০০-বি, খিলগাঁও, চৌধুরীপাড়া ঢাকা-১২১৯।
১৫.	জনাব সেলিম আহমেদ পিতাঃ মরহুম সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুপার রিফাইনারী (প্রাঃ) লিঃ এলিট হাউস,সিডিএ এভিনিউ, নাসিরাবাদ,চট্টগ্রাম।
১৬.	জনাব শিবলী মির্জা পিতাঃ মোঃ আনোয়ার মির্জা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক আল আমিন বেঃ ইঃ লিঃ কলেজ রোড, মাইজদী, নোয়াখালী।
১৭.	জনাব মাহবুব জামিল পিতাঃ মরহুম জিলুর রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড বাড়ী নং-৫বি, রোড নং-১২৬, গুলশান-১, ঢাকা
১৮.	জনাব আহসান খান চৌধুরী পিতা ঃ মেজর জেনারেল আমজাদ খান চৌধুরী(অবঃ)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রান এগ্রো লিমিটেড ১২, আর কে মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।
১৯.	জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান পিতাঃ মৃত আল জালাল উদ্দিন আহমেদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফ্রেশ ফুডস্ লিঃ ইলাইপুর পোঃ পূর্ব রূপসা-৯২৪১, জেলা-খুলনা
২০.	জনাব আব্দুল হক পিতাঃ মৃত হাজী আবদুল কাদের	চেয়ারম্যান রয়েল গ্রীন প্রোডাক্টস লিঃ, রুম নং-৬১৮, ৬১৯, ঢাকা ষ্টক একচেঞ্জ বিল্ডিং, ৯/, এফ, ঢাকা।

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
২১.	জনাব আলী হুসাইন আকবর আলী পিতাঃ মরহুম আকবর আলী এ. আফ্রিকাওয়ালা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ ষ্টীল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড আলী ম্যানসান, ১১৭৩/ ১২০৭, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম।
২২.	ডঃ মোহাম্মদ আতহার উদ্দীন পিতাঃ আলহাজ্ব আমজাদ আলী মিয়া	চেয়ারম্যান আজমত ফ্যাশনস লিঃ এম-২,সেকশন-৭ মিরপুর আ/এ, ঢাকা।
২৩.	জনাব দিপক ভৌমিক পিতাঃ মৃত অমূল্য ভৌমিক	চেয়ারম্যান ল্যান্ডমার্ক ফেব্রিক্স লিঃ হাউজ- বি-১৭২, রোড-২৩ নিউডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।
২৪.	জনাব মোঃ মজিবর রহমান পিতাঃ মরহুম কিয়াম উদ্দিন মালিথা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিআরবি পলিমার লিঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।
২৫.	মিসেস ইয়াসমিন খান পিতাঃ আমিনুর রহমান খান	চেয়ারম্যান মীন হার ফিশারীজ লিঃ ৫৮ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম।
২৬.	মেজর জেনারেল আমজাদ খান চৌধরী(অবঃ) পিতাঃ মরহুম আলী কাসেম খান চৌঃ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানী লিঃ ১২, আর, কে, মিশন রোড,ঢাকা।
২৭.	জনাব আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পিতাঃ মৃত শাহ আলম চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইভিন্স গ্রুপ পট-৩৩, সেকশন-৭, মিরপুর ঢাকা।
২৮.	কর্নেল(অবঃ)মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজিম পিতাঃ মরহুম মোঃ আবদুল হালিম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবিএম এ্যাপারেলস লিঃ হালিম ভিলা, বি-১৪১, রোড নং-২২, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা
২৯.	জনাব মোঃ মাহিদুল ইসলাম খান পিতাঃ মরহুম আলহাজ্ব মোঃ নুরুল ইসলাম খান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স সিটাডেল এপ্যারেলস লিঃ ৯৫/বি ডিআইটি রোড, রামপুরা, ঢাকা।

(গ) মাঝারি শিল্প খাতে ঃ ৯ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৩০.	জনাব আবদুর রাজ্জাক সাত্তার পিতাঃ মৃত হাজী আব্দুস সাত্তার,	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউটা গ্রুপ অব কোম্পানীজ বাড়ী নং-০৬, রোড নং-০৩, ধানমন্ডি আ/এ,ঢাকা।
৩১.	জনাব ইকবাল আহমেদ ওবিই পিতাঃ মরহুম আলহাজ্ব আবদুল খালিছ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক সীমার্ক (বিডি) লিঃ সিডিএ পট নং-৫০ ফৌজদারহাট শিল্প এলাকা, সাগরিকা রোড, পোঃ কাষ্টম একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৩২.	জনাব খতিব আব্দুল জাহিদ মুকুল পিতাঃ মৃত খতিব আব্দুল হামিদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স জাহিনটেক্স ইন্ডাঃ লিঃ বাড়ী নং ০৬, রোড নং- ১৩, উত্তরা, ঢাকা।
৩৩.	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন পিতাঃ হাজী মোঃ মিজানুর রহমান	চেয়ারম্যান (ক) সোনারগাঁও ডাইং এন্ড প্রিন্টিং (খ) মোশাররফ স্পিনিং মিলস লিঃ ৩৮৭-দক্ষিন তেজগাঁও, শিল্প এলাকা, ঢাকা।
৩৪.	জনাব ইনামুল হক খান পিতা ঃ মরহুম জহিরুল হক খান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনন্ত গার্মেন্টস লিঃ বাড়ী- ১২, রোড-১২, সেক্টর-১, উত্তরা,ঢাকা।
৩৫.	জনাব এম.এ. জলিল পিতাঃ মরহুম এম.এ. গফুর	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ.জে. আই এ্যাপারেলস ইন্ডাঃ লিঃ ২২৬, সিংগাইর রোড, হেমায়েতপুর, ঢাকা
৩৬.	জনাব হাবিব উলা খান পিতাঃ মরহুম সিরাজুল হক খান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিনহার সী ফুডস্ লিঃ ৫৮ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম।
৩৭.	বেগম শাহানা সুলতানা পিতাঃ মরহুম হাসান উদ্দিন বিশ্বাস	পরিচালক ইন্টারন্যাশনাল শ্রীম্পস এক্সপোর্ট প্রাঃ লিঃ ক্যাসল সালাম ভবন, ৮, কে ডি এ এভিনিউ খুলনা
৩৮.	জনাব মোঃ রেজাউল হক পিতাঃ মৃত বাহার আলী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মর্ডান সী ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৪,টি,বি, বাউন্ডারী রোড, মৌলভীপাড়া, খুলনা।

(ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ঃ ১ জন

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম	পদবী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
৩৯.	জনাব আমির হামযা সরকার পিতাঃ আলহাজ্ব মোঃ আলী সরকার	ব্যবস্থাপনা পরিচালক লোগজ এ্যাপারেল লিঃ সেনা কল্যান ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।

সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের স্থিরচিত্র

শিল্প মন্ত্রণালয়ের চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল

'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' প্রদান অনুষ্ঠান

ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ৪টি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও আইপিআর বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ডিএপি সার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, শিল্প প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয়ের ই-লাইব্রেরি উদ্বোধন

সাধারণ সরকারি ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২ অর্জন

শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

শিল্প মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন

সিআইপি (শিল্প) ২০১৭ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

সিআইপি (শিল্প) ২০১৭ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

সিআইপি (শিল্প) ২০১৭ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠান

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

ফোন : +৮৮-০২-৯৫৫৫২০০, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫৬৩৫৫৩

ওয়েবসাইট : www.moind.gov.bd